চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

মাসান্তিক ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১২ বৈশাখ – ১৮ বৈশাখ, ১৪৩২ ঃ ২৬ এপ্রিল – ২ মে, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 26, 26 April - 2 May, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : জেলাশাসকদের হাতে থাকা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা

পুলিশকর্তাদের হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও ৮দিনের মাথায় তা প্রত্যাহার করে নিল রাজ্য সরকার। মুর্শিদাবাদের ঘটনার পর কেন এই ক্ষমতার বদল দরকার হল কেনই বা তা প্রত্যাহার, মুখ খুলছে না প্রশাসন।

রবিবার : মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে আসা জাতীয় মহিলা

কমিশনের কাছে নিজেদের নির্যাতনের কথা তুলে ধরলেন স্থানীয় মহিলারা। বললেন আমাদের লক্ষ্মীর ভান্ডার নয় নিরাপত্তা চাই। দাবি করলেন স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্পের।

সোমবার : বর্তমান বাংলার শিক্ষার অলংকার হল বিতর্ক। দীর্ঘ

অপেক্ষার পর সংস্কৃতের পাঠ্য বই প্রকাশ করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। দেরি দেখে বাজার থেকে যে সহায়িকা কিনে পড়ুয়ারা পড়া শুরু করেছিল তার সঙ্গে মিল নেই সংসদের বইয়ের। বিপাকে পড়ুয়ারা।

মঙ্গলবার : চাকরিহারা যোগ্য অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা দেবেন।

যদিও স্কুল সার্ভিস কমিশনের সামনে সারা রাত অবস্থান করেও সেই তালিকা পেলেন না চাকরিহারা শিক্ষকরা। সারা রাত বেরোতে দিলেন না কমিশনারকেও।

বুধবার : কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে হিন্দু পর্যটকদের উপর

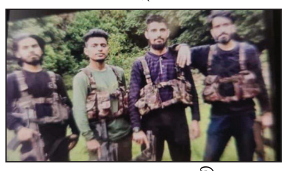

হামলা চালালো আতঙ্কবাদীরা। মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের। অনেকে ভর্তি হাসপাতালে। ধর্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া মহিলার স্বামীদের হত্যা করেছে জঙ্গী। মোদিকে বল বলে চ্যালেঞ্জও জানিয়েছে তারা।

বৃহস্পতিবার : ভারত কিছু বলার আগেই আগ বাড়িয়ে পহেলগাঁওতে

জঙ্গী হামলায় তাদের যোগ নেই বলে বিবৃতি দিল পাকিস্তান। সাউথ ব্লক জানিয়েছে পাকিস্তানের এই দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা আসলে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কাছে ভালো সাজার অক্ষম চেষ্টা।

শুক্রবার : বিহারের মধুবনীতে এক জনসভায় পহেলগাঁওয়ের জঙ্গী

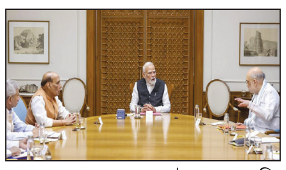

ও তার মদতদাতাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার কথা জানিয়েছে। পাশাপাশি নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে জঙ্গীর বিরুদ্ধে যে কোনও পদক্ষেপে সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে সব দল।

সবজান্তা খবরওয়ালা

অনেক রক্ত ঝরেছে, এখন ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষা

ওঙ্কার মিত্র

ভারতবর্ষ নামক যে ভূখণ্ডে উন্মেষ ঘটেছিল সনাতনী ভাবধারার, যেখানে উত্থিত হয়েছিল হিন্দু নামে এক জাতির যারা বলেছিল শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, বলেছিল বসুধইব কুটুম্বকম তারাই আজ ভারত ভূখণ্ডে বিপন্ন। সন্ত্রাসবাদ দমন করতে সত্য প্রতিষ্ঠায় এই ভারতবর্ষেই আবির্ভাব হয়েছিল শ্রীরামের। আবার কংসের কুশাসনকে সমাপ্ত করতে এসেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। দুর্যোধনের অহংকার চূর্ণ করতে একটি যুদ্ধকে চালনা করেছেন তিনি। বলাবাহুল্য সেদিনও সত্য প্রতিষ্ঠায় প্রাণ দিতে হয়েছিল বহু সনাতনীকে। শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্যই। লাহোরে দেওয়া হিন্দু ধর্মের সাধারণ ভিত্তি বিষয়ে এক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'এই সেই বীরভূমি যাহা যতবার এই দেশ অসভ্য বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, ততবারই বুক পাতিয়া প্রথমে সেই আক্রমণ সহ্য করিয়াছে। এই সেই ভূমি– এত দুঃখ নির্যাতনেও যাহার গৌরব ও তেজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই।'

ত্রেতা ও দ্বাপরের সেই পরম্পরা কলিতেও বিদ্যমান। বাইরের নির্দয় শক, হুন, পার্শি, ওলন্দাজ, মুসলমান, ইংরেজ এসে শেষ করে দিতে চেয়েছে সনাতনী হিন্দুদের। এই সনাতনী সাধনক্ষেত্র ভারতবর্ষ থেকে এদের নির্মূল করতেও বহু হিন্দুকে প্রাণ দিতে হয়েছে। শুধু সনাতনীদের উপর অত্যাচার করেই ক্ষান্ত হয়নি বর্বররা। ভাগ করে নিয়ে গিয়েছে এই পবিত্র ভূমির খণ্ডিত অংশকে। এখন দাপাদাপি সেখানে।

> "যাঁদের কাঁধে এই পবিত্র ভারত ভূমির পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব তারা জেগে উঠেছে, সঙ্গে রয়েছে এদেশের সমস্ত রাজনীতিবিদ ও নাগরিক। এখণ শুধু 'মাভৈ' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষা

যুগ যুগ ধরে সনাতনী হত্যার পরম্পরা বয়ে নিয়ে চলেছে ওইসব অত্যাচারীরা। ফের তারা জেগেছে। হিন্দু নিধনের উল্লাসে চোখ জিভ লকলক করছে। ইতিমধ্যে ভারত ভূমির পবিত্রতা রক্ষার্থে বহু সনাতনীকে প্রাণ দিতে হয়েছে। সামনে ফের আর এক ধর্মযুদ্ধ আসন্ন। তৈরি হতে হবে ভারতবর্ষের সনাতনী হিন্দুদের। রক্ষা করতেই হবে ভারতমাতার সন্মান। বিশ্বাস আছে সত্য প্রতিষ্ঠা হবেই। উপরোক্ত ওই বক্তৃতাতেই স্বামীজী বলেছিলেন, 'অসভ্য জাতিসমূহ তরবারি ও বন্দুক লইয়া বর্বর ধর্মসমূহ আমদানি করিয়াছে, কিন্তু একজনও সেই সাপের মাথার মণি ছুঁইতে পারে নাই, একজনও এই জাতির প্রাণপাখিকে মারিতে পারে নাই। অতএব, এই ধর্মই আমাদের জাতির জীবনীশক্তি, আর যতদিন অধ্যাত্মিকতা অব্যাহত থাকিবে, ততদিন জগতের কোনও শক্তি এই জাতিকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। যতদিন আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মহত্তম এই ধর্মকে ধরিয়া থাকিব ততদিন আমরা জগতের সর্বপ্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন ও দুঃখের অগ্নিরাশির মধ্য হইতে প্রহ্লাদের ন্যায় অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিব। হিন্দু যদি ধার্মিক না হয়, তবে তাহাকে আমি হিন্দু বলি না।' স্বামীজীর এই অভয়বাণীকে পাথেয় করে এখন আমাদের এগিয়ে চলার সময়। বর্তমান ভারত সরকার যাঁদের কাঁধে এই পবিত্র ভারত ভূমির পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব তারা জেগে উঠেছে, সঙ্গে রয়েছে এদেশের সমস্ত রাজনীতিবিদ ও নাগরিক। এখণ শুধু 'মাভৈ' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষা।

পাকিস্তানকে কঠিন প্রত্যাঘাত করতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে ভারত

কুনাল মালিক

গত ২২ এপ্রিল ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানের মদদপুষ্ট জঙ্গিরা যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা দেখে গোটা বিশ্ব স্তম্ভিত, মর্মাহত। এক কথায় ধর্মীয় পরিচয় জেনে 'টার্গেট কিলিং' করা হয়েছে ভূস্বর্গে। পশ্চিমবঙ্গের ৩ জন সহ মোট ২৬ জনকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এখন প্রত্যাঘাতের পালা। ভারতবর্ষ এই ঘটনার কঠিন প্রত্যাঘাত চায়। পাকিস্তানকে কবে উপযুক্ত জবাব দেবে ভারত তারই অপেক্ষায় গোটা দেশবাসী। এমনকী সারা বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র প্রধানরাই ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ঘটনার পর ঠিক কি কি ঘটল বা কি হতে চলেছে তারই একটি সারাংশ তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ঘটনার পরই আরব দেশে সফররত প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী তড়িঘড়ি সফর কাটছাঁট করে দেশে ফিরে আসেন। দিল্লি বিমানবন্দরেই জরুরি বৈঠকে বসেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল বিদেশ সচিবের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দিল্লি থেকে উড়ে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পহেলগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে। রক্তাক্ত ঘটনাস্থল সরেজমিনে দেখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নিহত পরিবার জনের পাশে দাঁড়ান এবং আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান। কফিনবন্দী মৃত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানান অমিত শাহ। সন্ধ্যায় দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ক্যাবিনেট কমিটি অফ সিকিউরিটির জরুরি বৈঠক শুরু হয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিদেশ মন্ত্রী জয় শঙ্কর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং তিন বাহিনীর প্রধানেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেইসঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সিরা। ওই সভার পরই ভারতের ঘুঁটি সাজানো শুরু হয়ে যায় পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেবার জন্য। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পাক হাইকমিশনের সেনা, নৌ সেনা ও

এরপর পাঁচের পাতায়

মূল সমস্যা শৌচালয়

রেল স্টেশনের হাল–হকিকৎ/৫ ব্রেসব্রিজ

কুনাল মালিক

দক্ষিণ শাখার শিয়ালদহ–বজবজ লাইনে অন্যতম একটি রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে ব্রেসব্রিজ। এই স্টেশনটিতে ৩টি মোট প্ল্যাটফর্ম আছে। ১ নম্বর প্লাটফর্মের মাথার দিকে আছে টিকিট কাউন্টার। ওইদিকেই একটি মাত্র ফুটওভার ব্রিজ আছে। পিছনের দিকে প্ল্যাটফর্মগুলোতে কোন ফুটওভার ব্রিজ নেই। অথচ ওইখানে রেললাইন পারাপার করে অধিকাংশ মানুষ জিনজিরা বাজার ও হেমন্ত বসু মার্কেটের দিকে যায়। যদিও এই পথে যাতায়াত করা রেল দপ্তর সূত্রে খবর অবৈধ। কিন্তু ওইখানে বেরোবার রাস্তা বন্ধ করার জন্য কোন গ্রিলও নেই। অনেক নিত্য যাত্রীদের দাবি পিছনদিকেও একটি ফুটওভার ব্রিজ করা হোক। ২ নম্বর এবং ৩ নম্বর বিশাল প্ল্যাটফর্ম জুড়ে নিত্যযাত্রীদের মাথায় যাত্রী শেড আছে। কিন্তু এত বড় প্ল্যাটফর্মে সে অর্থে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য কোন শৌচালয় নেই। ২ নম্বর তিন নম্বর প্লাটফর্মের মাথার দিকে একটি পুরুষদের জন্য টয়লেট আছে মাত্র। ১ নম্বর প্লাটফর্মে পয়সার বিনিময় শৌচাগার থাকলেও সেটি বর্তমানে তালা বন্ধ। মহিলারা শৌচালয়ের জন্য বিশেষ সমস্যায় পড়েন এই রেল স্টেশনে। ২ নম্বর এবং ৩ নম্বর প্লাটফর্মের একদম মাথার দিকে একটি বহু পুরনো পানীয় জলের কলের ব্যবস্থা আছে। এত বড় প্লাটফর্মে আরো পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার বলে নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ। ২ নম্বর এবং ৩ নম্বর প্লাটফর্মে ধীরে ধীরে কিন্তু অবৈধ হকাররা বসতে শুরু করেছে। শুরুতেই এদের উচ্ছেদ না করা হলে আগামীদিনে এই সমস্যা সন্তোষপুর স্টেশনের মতো হয়ে দাঁড়াবে। রেল লাইনের পাশে রেলের জায়গাতে অবৈধ বস্তিও গজিয়ে উঠেছে যত্রতত্র। এই প্রসঙ্গে ব্রেসব্রিজ রেলস্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার অশোক কুমার দাস বলেন, 'দেখুন আমি কিছুদিন হল এখানে দায়িত্ব নিয়েছি। আপনি যে সমস্যাগুলো বললেন তার মধ্যে ২ নম্বর ও ৩ নম্বর প্লাটফর্মে অবশ্যই একটা পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক শৌচালয় দরকার এই ব্যাপারটি আমি রেল দপ্তরকে অবশ্যই জানাবো। পয়সার বিনিময়ে যে সুলভ শৌচাগারটি ছিল সেটা কেউ চালাতে চাইছে না, তাই বাধ্য হয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি ইতিমধ্যেই ২ নম্বর ৩ নম্বর প্লাটফর্মে যে সমস্ত হকার বসছে তাদেরকে বারণ করেছি এখানে দোকান না দেবার জন্য। তবে এসব ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং জনগণের সচেতন হওয়া উচিত।'

ছবি : অরুণ লোধ

স্কুলে আসছে যোগ্যদের তালিকা সঙ্গে ভাসছে কিছু অজানা নামও

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলের মধ্যে জল, তার মধ্যে জল, সে জলেও জল। যাদের বেতন দেওয়া হবে ডিআই মারফত স্কুলে স্কুলে আসা সেইসব যোগ্য শিক্ষকদের তালিকাটা অনেকটা এই জল জলের মত। আদালতের রায়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক। বিতর্ক বেঁধেছে যোগ্য অযোগ্যদের সংখ্যা নিয়ে। সম্প্রতি অযোগ্য বাদ দিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী যোগ্যের সংখ্যাটা বলেছিলেন ১৭২০৬। ধরা পড়েছে এর মধ্যেও নাকি জল আছে। সেই সংখ্যা নাকি ১৮০৩। হাতে থাকলো ১৫৪০৩। এই সংখ্যার নামই নাকি পাঠানো হচ্ছে স্কুলে স্কুলে। আবার সকলকে অবাক করে দিয়ে বিভিন্ন স্কুল থেকে জানানো হচ্ছে তালিকায় এমন কিছু নাম আসছে যেগুলো পুরোপুরি অজানা। মথুরাপুর কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা এএসএফএইচএম–এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি জানান, তাদের স্কুলে এমন একজনের নাম এসেছে তার সঙ্গে ওই স্কুলের কোনও সম্পর্কই নেই। একই অভিযোগ এসেছে খাজুরি হাই স্কুল, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় এবং দেবনগর সতীশ লাহিড়ী হাই স্কুল থেকে। আশঙ্কা, এরা আবার অযোগ্য শিক্ষক নয়তো।

অর্থাৎ জল মিশছে ফাইনাল তালিকাতেও। অনেকটা কেশব নাগের পাটিগণিত অঙ্কের মত। অথচ জটিল এই অঙ্কের সমাধান করে যার উত্তর বার করার কথা সেই এসএসসি জেলায় জেলায় নাম পাঠিয়েই খালাস। আর যদি এটা ভুল হয় তবে প্রশ্ন জাগে, আর কত এবং কত বার ভুল করবে কমিশন? ইতিমধ্যে জানা গিয়েছে একজন যোগ্য শিক্ষকের নাম নাকি কমিশনের ভুলে তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। হায়! পাহাড় প্রমাণ ভুলের এইসব কারিগররা কাঁড়ি কাঁড়ি মাইনে পাচ্ছেন জনগণের টাকায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

পড়ুয়ার অভাবে বন্ধ স্কুলে বসছে মদের আসর

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : ছাত্রছাত্রীদের অভাবের জেরে ২ বছর আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সাগর বিধানসভার অন্তর্গত খানসাহেব আবাদ এলাকার মায়াপুর জুনিয়র হাই স্কুলের বর্তমান অবস্থা দেখলে চমকে উঠবে সবাই। যত্রতত্র পড়ে রয়েছে মদের বোতল, চরম অবহেলায় বেহাল দশা স্কুলের দেওয়ালের চাঙর ভেঙে পড়ছে। আগাছা ও জঙ্গল ঘিরে নিয়েছে গোটা স্কুলকে। কার্যত দূর থেকে দেখলে ভূতুড়ে বাড়ি থেকে কম কিছু লাগে না। কয়েক বছর আগে এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ জন। ক্রমশ সেই সংখ্যা কমতে থাকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কলকাতায় কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং

বাঁশ নিংড়ে ছিবড়ে তৈরি করে সেই রোঁয়া বা ফাইবার দিয়ে তৈরি হবে জামা কাপড়। কলকাতার তারাতলায় চলছে গবেষণাগারে পুরোদমে চলছে গবেষণা। একে বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কথা নিয়ে কলকাতায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং। পাট দিয়ে জামা কাপড় সহ বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে ভারত নজির গড়েছে। এখন দেখার শণ, রামি, সিসাল, বাঁশ প্রভৃতি তন্তুর কতটা প্রসার ঘটে।

বিস্তারিত খবর পাঁচের পাতায়

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল ক্রমশ চলে যাচ্ছে প্রমোটারের কবলে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগণার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্যতম জনবহুল শহর এবং শিল্পকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা, শ্রমনিবিড় জনবসতি এবং গঙ্গানদীসহ অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের জন্য এখানে বহু কল কারখানা গড়ে ওঠে। সে সময় থেকেই ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারের সঙ্গে তুলনা করা হত এই

শিল্পাঞ্চলকে। কিন্তু বর্তমানে সেই অতীত ধূসর এবং বিবর্ণ চিত্রের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পগুলি হয়ে যাচ্ছে রুগ্ন, মন্দায় আক্রান্ত। এখানে অধিকাংশ কারখানাই ক্লোজার, লকআউট এবং ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে দমদমের জেসপ কারখানা, মেটাল বক্স, ন্যাশনাল কেবল(নিক্কো)। চিরতরে বন্ধ হয়েছে ৫টি সরকারি এবং বেসরকারি জুট মিল। ব্যারাকপুরের হিন্দুস্থান এয়াররোনেটিক্স লিমিটেড (এইচএএল), টেক্সম্যাকোর সোদপুর এবং আগরপাড়া শাখা বন্ধ হয়ে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কটন মিল এবং স্পিনিং মিলগুলি উঠে গেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পুরুলিয়ার রাকাববুড়ি জঙ্গলে ভূত চেপে বসছে বাইকে!

অশরীরী শক্তির প্রমাণ দিলে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত এক সপ্তাহ ধরে পুরুলিয়া জেলার হুড়া ব্লকের রাকাব বুড়ি জঙ্গলের কাছে অর্জুবজোড়া গ্রামে অশরীরী আত্মার উপদ্রবে এলাকায় যথেষ্ট গুঞ্জন ছড়িয়েছে। ঘটনা সূত্রে জানা গেল, ১৫ দিন আগে ওই এলাকার একটি তেঁতুল গাছে ১৭ বছরের এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার কয়েকদিন পরে এই ঘন জঙ্গল এলাকায় যেখানে মাঝ বরাবর দিয়ে চলে গেছে পিচের রাস্তা, ভরদুপুরে এক ব্যক্তি যখন বাইক চালিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎই বাইকটি ওই তেঁতুল গাছের কাছে খারাপ হয়ে যায়।

কিছুতেই নাকি বাইকটি স্টার্ট হচ্ছিল না। তারপর কোনরকমে বাইকটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ওই ব্যক্তি নাকি লক্ষ্য করেন হাতে এবং গায়ে বিভিন্ন আঁচরের দাগ। ওই ব্যক্তি নাকি এও অনুভব করেন, যে কেউ যেন পিছনে তার বাইকে চেপে বসেছিল অথচ চোখে কিছু দেখা যায়নি। এরকম ঘটনা নাকি আরো দু–তিন জন ব্যক্তির সঙ্গে পরপর ঘটে। তারপরই এলাকায় গুজব রটে যায় যে ওই ঝুলন্ত ১৭ বছরের যে দেহটা উদ্ধার হয়েছিল তারই অশরীরী আত্মা উপদ্রব করছে এলাকায়। এমনকী অনেকে দাবি করেন বাইক যখন খারাপ হয়ে যায় তখন কেউ নাকি বাইকের পিছনে বসে অথচ তাকে দেখা যায় না। সেই পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে আঁচড় দিচ্ছে অথচ অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে সেই অশরীরী আত্মা। আতঙ্ক এবং গুজব এমনভাবে ছড়ায় ওই রাস্তা দিয়ে মানুষজন পথ চলা বন্ধ করে দেয়। এমনকি পাশেই যে অর্জুন জোড়া হাইস্কুল আছে সেখানেও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে থাকে। হুড়া থানা থেকে সিভিক পুলিশ পাঠিয়ে এলাকায় নজরদারি করা হয়। এই গুজব ও আতঙ্ককে প্রতিরোধ করতে আসরে নামে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পুরুলিয়া জেলা শাখা। ওই সংগঠনের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মানুষদের বোঝান সচেতন করেন এবং বলেন যে অশরীরী আত্মা বলে কিছু হয় না সবই মনের ভুল। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পুরুলিয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে কেউ যদি অশরীরী শক্তির প্রমাণ দিতে পারে তাহলে তাকে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। দিনে দুপুরে রাতে এখানে বিভিন্ন ইউটিউবাররা ভিড় জমান ঘটনাকে ক্যামেরা বন্দী করার জন্য। এমনকী যারা আদি ভৌতিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করে তারাও যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

কোল ফিল্ডে ২৪২ টেকনিশিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মধ্য প্রদেশ: কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সহায়ক সংস্থা নর্দার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড টেকনিশিয়ান (ট্রেনি) পদে ২৪২ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: টেকনিশিয়ান (ট্রেনি) ফিটার, ক্যাটেগরি-।।।: মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং পাশ হতে হবে।

শূন্যপদ : ১১৫টি (জেনাঃ ৪০, ও.বি.সি. ১৯, তঃজাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ১৭)। সিরিয়াল নং: 1. টেকনিশিয়ান (ট্রেনি) ইলেক্ট্রিশিয়ান, ক্যাটেগরি-।।। : মাধ্যমিক পাশরা আই, টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং পাশ হতে হবে। শূন্যপদ : ৯৫টি (জেনাঃ ৩৯, ও.বি.সি. ১৪, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ২০)। সিরিয়াল নং : 2. টেকনিশিয়ান (ট্রেনি) ওয়েল্ডার, ক্যাটেগরি-।।: মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ওয়েল্ডার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং পাশ হতে হবে। শূন্যপদ: ১০টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১)। সিরিয়াল নং : 10.

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১০-৫-২০২৫"এর হিসাবে ১৮. থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। বিজ্ঞপ্তিনং NCL/ HQ /PD/Manpower/ DR/2025-26/65, Date: 16-04-2025. প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে। ১০০ নম্বরের ৯০ মিনিটের পরীক্ষায় থাকবে টেকনিক্যাল বিষয়ে ৭০ নম্বর আর জেনারেল বিষয়ে ৩০ নম্বর। সফলদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। এরপর হবে ইন্টারভিউ। লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৫০% (তপশিলী হলে ৪০% ও.বি.সি. হলে ৪৫%) নম্বর পেলে সফল হবেন। নেগেটিভ মার্কিং নেই। কোনো ইন্টারভিউ নেই। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১০ মে"র মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.nclcil.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফী বাবদ ১,১৮০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নেট পরীক্ষার মাধ্যমে কয়েকশো লেকচারার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : সারা ভারতের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হিউম্যানিটিজ (ল্যাঙ্গোয়েজ-সহ), সোশাল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন ও ইলেক্ট্রনিক সায়েন্স ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকশো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে চাকরি, জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (UGC-NET) পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত নেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষা নেবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এন.টি.এ.)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিউম্যানিটিজ (ল্যাঙ্গোয়েজ-সহ), সোশাল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন ও ইলেক্ট্রনিক সায়েন্সের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৫৫% (ও.বি.সি., তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। এবছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরা কিংবা যাদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের ফল এখনো বেরোয়নি, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় নেট পরীক্ষার ফল বেরোনোর ২ বছরের মধ্যে ওই শতকরা হারে নম্বর পেয়ে পাশ করার বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে হবে।

মোট অন্তত ৭৫% (তপশিলী, ও.বি.সি. হলে ৭০%) নম্বর পেয়ে ৪ বছরের কিংবা ৮ সেমেস্টারের ডিগ্রি কোর্স পাশরাও আবেদনের যোগ্য। ১৯৯১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাঁরা মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ করে পিএইচ.ডি. করেছেন, তাঁরা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ৫% নম্বরে ছাড় পাবেন। ২০০৯ সালের ইউ.জি.সি. আইনানুযায়ী পিএইচ.ডি. ডিগ্রি থাকলে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদের জন্য এই নেট পরীক্ষা দিতে হবে না।

২০০২ সালের ১ জুনের আগে সেট পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করে থাকলে সারা ভারতের যেকোনও জায়গায় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের জন্য নেট পরীক্ষা দিতে হবে না। ২০০২ সালের ১ জুনের পর সেট কোয়ালিফাই করলে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠানগুলিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বয়স: জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের পরীক্ষার বেলায় বয়স হতে হবে ১-৬-২০২৫ সালের হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও.বি.সি., শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মেয়েরা বয়সে ৫ বছর ছাড় পাবেন।

তবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের জন্য বয়সের কোনও কড়াকড়ি নেই। এই পরীক্ষায় পাশ করলে ক্যাটেগরি-। হিসাবে সরাসরি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন, মাসিক স্টাইপেন্ড নিয়ে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে পড়াশোনা চালাতে পারবেন কিংবা পিএইচ.ডি. কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন।

'ক্যাটেগরি-।। হিসাবে পাশ হলে সরাসরি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন কিংবা পিএইচ.ডি. কোর্সে ভরতি হতে পারবেন। ক্যাটেগরি-।।। হিসাবে পাশ হলে পিএইচ.ডি. কোর্সে ভরতি হতে পারবেন।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি: প্রার্থী বাছাই করবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এন.টি.এ.)। এই পরীক্ষা হবে ২১ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত। পরীক্ষা হবে পূর্ব ভারতের এইসব কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা (সিটি কোড WB10), আসানসোল (সিটি কোড WB01), বর্ধমান (সিটি কোড WB02), দুর্গাপুর (সিটি কোড WB04), হুগলি (সিটি কোড WB06), হাওড়া (সিটি কোড WB07), কল্যাণী (সিটি কোড WB08), শিলিগুড়ি (সিটি কোড WB11), বাঁকুড়া (সিটি কোড WB16), মুর্শিদাবাদ (সিটি কোড WB21), পশ্চিম মেদিনীপুর (সিটি কোড WB13), পূর্ব মেদিনীপুর (সিটি কোড WB14), সিউড়ি (সিটি কোড WB22)।

এই পরীক্ষায় থাকবে ২টি পত্র। প্রথম পেপারে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে এইসব বিষয়ে টেস্ট অফ রিজনিং এবিলিটি, রিডিং কমপ্রিহেনশন, ডাইভারজেন্ট থিঙ্কিং অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। এই পেপারে মোট ৫০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নে থাকবে ২ নম্বর।

দ্বিতীয় পেপারে অবজেক্টিভ টাইপের ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর। এই পেপারে মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকবে ও প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ২ নম্বর। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। প্রথম ও দ্বিতীয় পেপারে সময় থাকবে ৩ ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং নেই।

পরীক্ষা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য ও সিলেবাস জানতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে: www.ugcnetonline.in কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে সফল হবেন।

দ্বিতীয় পেপারের পরীক্ষা হবে এইসব বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন : অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, বাণিজ্য, শিক্ষা, সোশ্যাল ওয়ার্ক, ডিফেন্স অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, হোম সায়েন্স, গণ প্রশাসন, পপুলেশন স্টাডিজ, সঙ্গীত, ম্যানেজমেন্ট, বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, উর্দু, আরবি, ইংলিশ, লিঙ্গুয়িস্টিক্স, আসামীজ, লেবার ওয়েলফেয়ার, পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট, লেবার ও সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, আইন, লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফর্মেশন সায়েন্স, ম্যাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম, পারফর্মিং আর্ট-ডান্স/ ড্রামা /থিয়েটার, মিউজিওলজি ও কনজার্ভেশন, আর্কিওলজি, ক্রিমিনোলজি, কম্পারেটিভলিটারেচার, উইমেন স্টাডিজ, ভিশ্যুয়াল আর্ট (ড্রয়িং ও পেন্টিং, স্কাল্পচার, গ্রাফিক্স, অ্যাপ্লায়েড আর্ট, হিস্ট্রি অফ আর্ট), কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন, ফরেন্সিক সায়েন্স, সোশ্যাল মেডিসিন অ্যান্ড কমিউনিটি হেলথ, ভূগোল, হিস্ট্রি অফ আর্ট, অ্যাপ্লায়েড আর্ট, গ্রাফিক্স, ইলেক্ট্রনিক সায়েন্স, এনভায়রণ মেন্টাল সায়েন্স, ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজ, মানবাধিকার ও কর্তব্য, ট্যুরিজম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, সাঁন্তাড়।

দরখাস্ত করার পদ্ধতি: দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৭ মে"র মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://ugcnet.nta.ac.in, https://www.nta.ac.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে পাশপোর্ট মাপের ফটো (১০ থেকে ২০০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার (৪ থেকে ৩০ কেবির মধ্যে) JPEG Format"এ স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করবেন। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন নম্বর নোট করে নেবেন। এবার স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,১৫০ (জেনাঃ ই.ডব্লু.এস. আর ও.বি.সি.দের বেলায় ৬০০, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, ট্রান্সজেন্ডার ও প্রতিবন্ধীদের বেলায় ৩২৫) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন, ৮ মে"র মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করার পর সংশোধন করতে পারবেন ৯ থেকে ১০ মে পর্যন্ত।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রী

২৬ এপ্রিল – ২ মে, ২০২৫

মেষ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। বেকারদের চাকরির সুযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা হলেও তা কাটিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় খাওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি। প্রেশার, নার্ভ সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা।

প্রতিকার : হনুমানজির আরাধনা করুন।

বৃষ রাশি : সাংসারিক কষ্ট বৃদ্ধি পেলেও কারো কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। চাকরি পেতে বিলম্ব। চাকরিতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ। কিন্তু অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কেশরের তিলক লাগান।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত ধন ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। পুষ্টি বিনিয়োগ করতে পারেন। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। অবিবাহিতরা বিবাহের যোগাযোগ করতে পারেন। সাবধানে চলাফেরা করুন। শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশকে দুর্বা ঘাস দিয়ে পুজো করুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। স্বজনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধী মনোভাব। ব্যবসায় বিনিয়াগে ঝুঁকি রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে বিতর্ক। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধি। বিবাহে বাধা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। শ্লেষ্মাতে কষ্ট পাবেন।

প্রতিকার : আগের দিন রাতে চাঁদির গ্লাসের জল ভরে রাখুন, পরের দিন পান করুন।

সিংহ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীর বিরুদ্ধাচারণ। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। সন্তান থেকে কোনো খুশির খবর পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মস্থলে বিপরীত সম্ভাবনা। জরায়ুর সমস্যা, ডায়াবিটিস, পায়ের ব্যথা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিকলাঙ্গদের সেবা ও ভোজন করান।

কন্যা রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। স্বজনেরপ্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চনা। ব্যবসার প্রসার জয় শুভ ফল লাভ। পেশাদারিতেও শুভ ফল লাভ। দুর্ঘটনার থেকে সাবধান। আয়ভাবে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মাছেদের দানা খাওয়ান।

তুলা রাশি : কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা বোধ। প্রিয়জনের প্রতি বিরোধী মন্তব্য না করাই ভালো ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। শরীর-স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। সতর্কতার সঙ্গে পথে চলা প্রয়োজন। ব্যবসায় মন্দা।

প্রতিকার : শুক্রের বীজমন্ত্র পড়ুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সবস্যা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের সম্ভাবনা। সরকারি চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। আয়ভাব আগের তুলনায় শুভ ফলদাতা। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : একটি লাল রঙের রুমাল রাখুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তার মাশুল দিতে হতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায় সুফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার কলাগাছে জল চড়ান এবং হলুদ ডাল দান করুন।

মকর রাশি : ভাই বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত লাভের সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার বা শনিবার বজরঙ্গবলীর পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কোনো দ্রব্য চুরি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য হানি বা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ না করাই যুক্তি যুক্ত হবে। বিপরীত লিঙ্গের থেকে কোনও অর্থ বা সম্পত্তি পেতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : রাস্তার কুকুরদের খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের বা আত্মীয় পরিজনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। চোখ নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কর্মচারীদের শ্রদ্ধানুসারে দান করুন।

ডি.ভি.সিতে ৭৭ ডেপুটি ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে ডেপুটি ম্যানেজার (মেকানিক্যাল -ইরেকশন / ইলেক্ট্রিক্যাল -ইরেকশন / সিভিল-কনস্ট্রাকশন /সি অ্যান্ড আই-ইরেকশন /নিরাপত্তা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা), কনসালট্যান্ট (ট্রেনিং ও ডেভেলপমেন্ট / অ্যাসোসিয়েট কনসালট্যান্ট (ট্রেনিং ও ডেভেলপমেন্ট) ও ডেপুটি ম্যানেজার (এইচ.আর.) পদে ৭৭ জন লোক নিচ্ছে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: PLR/2025/1793, Date: 18-04-2025. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১১ মে"র মধ্যে। কোন পদের জন্য কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.dvc.gov.in <http://www.dvc.gov.in>

নার্সিংয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীন রাজ্যের বিভিন্ন নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে প্রায় ১৫ হাজার সীটে অক্সিলিয়ারি নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি (এ.এন.এম.) ও জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি (জি.এন.এম.) কোর্সে ভর্তির এন্ট্রান্স পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। কারা কোন কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্য অক্সিলিয়ারি নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি (রিভাইজড) (এ.এন.এম.): মোট অন্তত ৪০% নম্বর পেয়ে যেকোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ তরুণীরা আবেদন করতে পারেন। উচ্চমাধ্যমিকে ইংরিজি বিষয়ে পাশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। প্রার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ১০ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বাংলা ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারা দরকার। ২ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ৫০০ টাকা।

জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি (জি.এন.এম.): মোট অন্তত ৪০% নম্বর পেয়ে যেকোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। উচ্চমাধ্যমিকে ইংরিজি বিষয়ে পাশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। ইংরিজি বিষয় নিয়ে হেলথ কেয়ার সায়েন্স নিয়ে ভোকেশনাল শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৪০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। এ.এন.এম. (পাশ নম্বর পেয়ে পাস) হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকলেও যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে একটানা ১০ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বাংলা ভাষায় লেখা ও পড়ার জ্ঞান থাকতে হবে। ৩ বছরের ট্রেনিং। এ.এন.এম. কোর্সে ভর্তির জন্য শুধুমাত্র মেয়েরা যোগ্য। জি.এন.এম. কোর্সে ভর্তির জন্য ছেলেমেয়ে উভয় প্রার্থীরাই যোগ্য।

বয়স: ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩১-০৭-২০২৫ সালের হিসাবে ন্যূনতম ১৭ বছর। উর্ধ্বতম বয়সের কোনও কড়াকড়ি নেই। এবছর যাঁরা উচ্চমাধ্যমিকের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি: প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ড। Joint Entrance Test for Auxiliary Nursing & Midwifery (Revised) and General Nursing & Midwife-ry -2025এর মাধ্যমে। এই পরীক্ষা হবে এবছর ২৯ জুন, বেলা ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে। এই ওয়েবসাইটে: www.wbjeeb.in, www.wbjeeb.nic.in বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

শব্দবার্তা ৩৪১

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কমানো ৪। ক্ষতি, হানি ৬। হাত ৮। – ফুল ৯। প্রহরার কাজ, চৌকি ১১। পানি ১৩। প্রকার, ধরন ১৫। সেনাপতি।

উপর–নীচ

১। কথা বলতে পারে এমন ২। আদিম অধিবাসী ৩। খাল ৫। বরুণদেব ৭। রবিবার ১০। আগমন, আসা ১২। লবণ ব্যবসায়ী।

সমাধান : ৩৪০

পাশাপাশি : ১। ইনকিলাব ৪। দখল ৫। মহাকাল ৭। কলেবর ১০। মালপো ১১। তবলদার।

উপর–নীচ : ১। ইন্দ্রধনুক ২। কিনারা ৩। বদনাম ৬। লটবহর ৮। রণপোত ৯। খাটাল।

অর্থনীতি

রুদ্ধশ্বাসে বাজারের উপরের দিকে দৌড়

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

ট্রাম্প সাহেবের ধমকানি চমকানি বাজার ব্রাত্য করে দিয়েছে। উনি যতই চমকাচ্ছেন ততই নতুন করে ভারতীয় বাজারে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আবার কিনতে শুরু করেছে। তাদের ক্রমাগত কেনার কারণে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২১,৭৫০ সর্বনিম্ন দাম তৈরি করে বর্তমানে ২৪৩০০ তে পৌঁছেছে। অর্থাৎ মাত্র ১০ টি ট্রেডিং সেশন এর মধ্য দিয়ে ২৫০০ পয়েন্ট এর বেশি মুভমেন্ট হয়েছে। টেকনিক্যালি দেখতে গেলে স্বল্প সময়ে বাজার ওভার বট অর্থাৎ বাজারে একটু থমকানোর দরকার বা নিচে আসার দরকার। তবে আকস্মিকভাবে জম্মু-কাশ্মীরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড বাজারকে আগামী সপ্তাহে কতটা উপরে নিয়ে যেতে পারবে সেটা সন্দেহে অবকাশ রয়েছে। বাজারে এই মুহূর্তে যেখানে রয়েছে সেখান থেকে টেকনিক্যাল রেজিস্ট্যান্স ২৫ হাজারের কাছাকাছি অপরদিকে ২৩৮০০ লেভেল খুব ভালো সাপোর্ট। চারদিকে যে আমেরিকার মন্দাক্রান্ত গল্প সেটা নিশ্চিতভাবে ভারতীয় বাজারকে আর দুশ্চিন্তায় ফেলছে না। সুতরাং আমরা বলতে পারি স্বল্পকালীন ভিত্তিতে বাজার বটম তৈরি করে নিয়েছে। বেশ কয়েকটা সেশন ধরে ক্রমাগত ব্যাংক নিফ্টি বাজারকে সাপোর্ট দিয়েছে এখন আইটি স্টকের দৌড় শুরু হয়েছে। এইভাবে সেক্টর রোটেশনের মাধ্যমে বাজার উপরের দিকে যাবে সেই সম্ভাবনা রয়েছে।

জেনে রাখা দরকার

পেগাসাস স্পাইওয়্যার

২০১৬ সালে একটি উড়ো ফোন নম্বর থেকে একটি সন্দেহজনক মেসেজ পান আরবের এক সমাজকর্মী এবং তাতে পাঠানো হয়েছিল একটি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক। প্রথমে আমল না দিলেও পরে বোঝা যায় কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে তার ফোন এবং অ্যাপলের দপ্তরে জানানোর পরে বোঝা যায় তার ফোন হ্যাকড, এটি পেগাসাস, একটি স্পাইওয়্যার।

১৮ জুলাই, ২০২১ সালে এ ব্যাপারে প্রথম অভিযোগ তোলেন রাজ্যসভার সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। টুইট করে জানান, ভারতের বিশিষ্ট নেতা-মন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের ফোনে আড়ি পাতছে হ্যাকাররা। শুধু তিনিই নন, ডেরেক ও ব্রায়েন, কার্তি চিদাম্বরম-সহ একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তি সরব হন এই দাবির পক্ষে।

সম্প্রতি রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, এটি আলাদা কোনো সফ্টওয়্যার নয়, একটি স্পাইওয়্যার। এসএমএস, লিঙ্ক বা মিসড কল দিয়েও যে কোনো ব্যক্তির ফোনে ইনস্টল করা যায় এই স্পাইওয়্যারটিকে এবং ফোনের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়া যায়। ফোন ট্যাপিং, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক এবং যে কোনো ব্যক্তিগত তথ্যের ওপরেও নজর রাখা যায়। এই বিশেষ স্পাইওয়্যারটি তৈরি করেছে ইজরায়েলি সংস্থা এনএসও গ্রুপ। আইওএস থেকে শুরু করে অ্যান্ড্রয়েডের ওপরও সমানভাবে কার্যকরী এই স্পাইওয়্যার।

প্রস্তুতকারক সংস্থার দাবি, এই সফটওয়্যার মূলত সরকারকেই প্রদান করে তারা। ফলত স্বাভাবিকভাবেই আঙুল উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে। এদিকে সমস্ত অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে কেন্দ্র জানিয়েছে এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। বরং নিরাপত্তা জোরদার করতে তথ্য

প্রযুক্তি আইন লাগু করা হয়েছে। দ্য ওয়্যার-এর রিপোর্ট বলছে, ভারতের ৪০জনের বেশি বিশিষ্ট ব্যক্তির ফোনেই হামলা চালিয়েছে পেগাসাস, তবে আন্তর্জাতিক রিপোর্ট অনুযায়ী সংখ্যাটা তিন শতাধিক। তার মধ্যে রয়েছেন দ্য হিন্দু, টাইমস অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-সহ দেশের প্রথম সারির একাধিক সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকরা। রয়েছেন আইনজীবী, রাজনৈতিক দলনেতা, সরকারি আধিকারিক-সহ বহু ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে, দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত বিস্তারিত এক রিপোর্ট জানাচ্ছে, পেগাসাসের পেছনে বড়োসড়ো হাত রয়েছে হাঙ্গেরি প্রশাসনের। হাঙ্গেরির উগ্র দক্ষিণপন্থী দলের প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান সংবাদ মাধ্যমকে শায়েস্তা করতেই বিশেষভাবে এই স্পাইওয়্যার ব্যবহারে জোর দিয়েছেন। এই তর্কে ইজরায়েলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন নেতানেয়াহুর নামও উঠে এসেছে।

আরও একটি স্পাইওয়্যারের থাবা পেগাসাসের পর নাম উঠে এসেছে হারমিট-এর। এই স্পাইওয়্যারটি আইফোনের পাশাপাশি অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসকেও টার্গেট করেছে। এর টার্গেটেড ডিভাইসগুলো এখনও পর্যন্ত ইতালি এবং কাজাখস্তানে পাওয়া গেছে।

হারমিট স্পাইওয়্যারটি ইতালির আরসিএস ল্যাব থেকে তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে। সাইবার সিকিউরিটি ফার্ম লুকআউটের এক গবেষক এবিষয়ে প্রথম বলেন। গুগলের থ্রেট অ্যানালিসিস গ্রুপ, এর সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছে।

হারমিট স্পাইওয়্যার পেগাসাসের মতোই একটি গুপ্তচর সফটওয়্যার। ডিভাইসে ইনস্টল হয়ে গেলে এটি ফোনের অডিও রেকর্ড করতে পারে। এছাড়াও এটি অনুমতি ছাড়াই কল করা বা অন্যান্য কাজ নিজে থেকেই করতে পারে। লুকআউটের মতে এই অ্যাপ ইমেল, কনট্যাক্টস, ব্রাউজার বুকমার্ক, ক্যালেন্ডার ইভেন্ট চুরি করতে পারে। তথ্য চুরি ছাড়াও নিজে নিজে ছবি তুলতে পারে। ডিভাইস থেকে ফাইল আপলোড করতে পারে। এমনকী স্ক্রিন রেকর্ডও করতে পারে।

গুগল একটি ব্লগ পোস্টে এই ধরনের নজরদারির নিন্দা করেছে। এসব হাতিয়ার ব্যবহার করে সরকার সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও বিরোধী দলের সদস্যদের ওপর নজর রাখে। তবে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী আরপিএস ল্যাব এধরনের অন্যায় কাজ চালানোর কথা অস্বীকার করেছে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

একবছরেই পথশ্রী রাস্তা ভেঙে চৌচির

অভীক মিত্র : মুখ্যমন্ত্রীর সাধের পথশ্রী প্রকল্পের প্রায় কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত ঢালাই রাস্তা একবছরেই খানাখন্দে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মুরারই ১ নং ব্লকের ডুমুরগ্রাম পঞ্চায়েতের কনকপুর চৌমাথা মোড় থেকে মলয়পুর পর্যন্ত ২,১৫০ কিমি রাস্তাটি ২০২৩ সালের ৪ এপ্রিল শুরু হয়ে ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়। নির্মান ব্যায় ৯৩,৩৮,১৫০ টাকা কিন্তু যখন রাস্তাটি তৈরি হয় তখন নিম্নমানের সিমেন্ট দিয়ে ঢালাই করা হয়। ফলে বাধা দিয়েছিল গ্রামবাসীরা কিন্তু ঠিকাদার বলেছিল ২ বছরের মধ্যে যদি রাস্তা ভেঙে যাই তাহলে নতুন করে সংস্কার করা হবে কিন্তু ১ বছরের মধ্যেই ওই রাস্তায় ওভারলোড বালি পাথরের ট্রাক্টর চলার ফলে পুরো রাস্তাটি গত বর্ষার সময় ফেটে চৌচির ও খানাখন্দে ভরে যায় এমনি অভিযোগ কাঁসাদিঘী, মলয়পুর, কনকপুর ও সারদুয়ারি গ্রামের বাসিন্দাদের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই ডুমুরগ্রাম অঞ্চলের ১০টি গ্রামের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা। মলয়পুর, গ্রাম থেকে প্রচুর ছেলে–মেয়ে কনকপুর হাইস্কুলে পড়তে আসে। শুধু তাই

নয় হাটবাজার, ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিসের জন্য পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডের মহেশপুর থানার অনেক গ্রামের মানুষ ওই রাস্তা ব্যবহার করে কিন্তু ওই রাস্তাটি একবছরেই শেষ হয়ে গেছে। সম্প্রতি মুরারই ১ নং ব্লকের বিডিও এবং জেলাশাসককে অভিযোগ জানালেও আজ পর্যন্ত সেই ভাঙ্গা রাস্তার সংস্কার হয়নি। অথচ কনকপুর মোড়ে বোর্ডে লেখা আছে ৮ টনের বেশি ভারি যানচলাচল নিষিদ্ধ। কে দেখবে ট্রাক্টরে ওভারলোড চোরাই বালি পাথর কর ফাঁকি দিয়ে সারারাত ধরে তোলাবাজি করছে। এই গাড়ি বন্ধে কোথায় পুলিশ প্রশাসন? উঠছে প্রশ্ন। অবিলম্বে রাস্তাটি মেরামত করতে হবে–এমনি দাবি তুলেছে গ্রামবাসীরা।

বারুইপুরে জঙ্গি কার্যকলাপ ভুয়ো খবর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: ২৪ এপ্রিল সকাল থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একটি খবর প্রচারিত হয় যে, ২ কাশ্মীরী বারুইপুরে এসে বসবাস করছে এবং বাড়ির ছাদে একটি হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্টেনা বসিয়ে সন্দেহজনক কোনও কাজে লিপ্ত আছেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় বারুইপুর সহ সারা জেলায়। বারুইপুর পুলিশ এবিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে বৃহস্পতিবার বিকালে সাংবাদিক বৈঠকে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ার এদিন সকাল থেকে জঙ্গি কার্যকলাপ নিয়ে যে খবর প্রচার হচ্ছিল তা ঠিক নয়। তবে আমাদের তরফে এদিন খবর পাওয়া মাত্র তৎক্ষনাৎ ওই দুই ব্যক্তিকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই দুই ব্যক্তিই মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। এদের মধ্যে একজন পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং আরেক জন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। ওঁরা দুজনেই ভোপালের একটি কলেজ থেকে ২০১৬ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। এরপর ব্যবসার সন্ধানে বছর খানেক আগে তারা কলকাতায় এসে তারা এপ্রিলের ৪ তারিখে বারুইপুরে একটি আবাসন ভাড়া নেন। এর সঙ্গে তারা মাছ চাষের প্রয়োজনে বিষ্ণুপুরে ৮ বিঘা একটি জায়গা ও নেন। জানা যায় যে,ব্যবসার প্রয়োজনেই নিজেদের ফ্ল্যাটের ইন্টারনেট কানেকশনটিকে অধিকতর সুদৃঢ় করার জন্যে তারা জিও এয়ার ফাইবারের কানেকশন নেন। ওঁদের আধার কার্ডসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট যাচাই করে, তাদের পরিচিতি সম্পর্কে দেওয়া তথ্য সঠিক বলে আমরা জানতে পারি। প্রাথমিক তদন্তে এই ২ ব্যক্তির কাশ্মীরের সঙ্গে কোনওরকম যোগ সামনে আসেনি।'

ক্রাইম ডেস্ক

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ২৩ এপ্রিল আলিপুরের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক ইন্দ্রনীল হালদার তার রায়ে বলেছেন, পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রী কবিতাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ ও সাক্ষীদের বয়ানের ভিত্তিতে এই মামলার মূল অভিযুক্ত স্বামী নীতীশ মণ্ডলকে(৫৫) দোষী সাব্যস্ত করল। বৃহস্পতিবার বিচারক অরিন্দম হালদার জাজ এফটিসি–৪ মামলায় অভিযুক্ত আসামী নীতিশ মণ্ডলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেন। বিশেষ সরকারি আইনজীবী কাজি খালেকুজ্জামান বৃহস্পতিবার বলেন, এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২১ সালের ৮ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার ৬ নং গরান বোস এলাকায়। খুনের পর স্ত্রীর ক্ষতবিক্ষত দেহ প্যাকেট বন্দি করে রান্নাঘরের এককোণে রাখা ছিল পরে কোথাও ফেলে দেওয়ার জন্য। সেইসময় কয়েকজন পরিচিত বাড়িতে এসে দেখেন বারান্দার চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চাপ চাপ রক্তের দাগ। সন্দেহ হওয়ায় পুলিশে খবর দেন তারা। পুলিশের জেরায় স্ত্রীকে খুনের কথা স্বীকার করে। মৃতদেহ সহ তাকে গ্রেপ্তার করে দেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। মৃতার ভাই মনোরঞ্জন মণ্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ খুনের মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্তে নামে। এই মামলায় সাক্ষ্য দেন ১৭ জন। অভিযুক্ত একাধিকবার জামিনের আর্জি জানালেও তা খারিজ করে বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে শাস্তি ঘোষণা করা হয়।

জঙ্গলের বাঘ জঙ্গলেই ফিরে যাওয়ায় স্বস্তি ঝড়খালিতে

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ঝড়খালি : ২২ এপ্রিল সন্ধ্যায় হেড়োভাঙার জঙ্গল থেকে একটি বাঘ নদী পার হয়ে ঝড়খালি গ্রামে ঢুকে পড়ে। মৎস্যজীবীরা দেখে চিৎকার করায় বাঘটি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। মাতলা রেঞ্জ অফিসে খবর দেওয়া হলে তারা ওই এলাকাটিকে জাল ও বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেয়। যে বাঘটি কে ধরার জন্য বন দপ্তরের তরফ থেকে ওই এলাকাটি নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরেও ফেলা হয়। পরিকল্পনা হচ্ছিল খাঁচা বসানোর কিন্তু সেইদিন রাতে বাঘটি নিজেই জঙ্গলে ফিরে যায়। পরদিন সকালে বনদপ্তরের কর্মীরা

লোকালয় এবং জঙ্গলের দিকে দু পারে বাঘের পায়ের ছাপ দেখার পর নিশ্চিত হয়েছেন যে বাঘটি পুনরায় জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে। এবিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বন বিভাগের ডিএফও নিশা গোস্বামী বলেন, 'বাঘটির জঙ্গলে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করা গিয়েছে। তবে বনদপ্তরের নজরদারি রাখা হচ্ছে ওই এলাকাতে।'

চন্দননগরে গঙ্গা নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে সাজানো সংসার

মলয় সুর, চন্দননগর : গঙ্গা নদীর পাড়ে চলছে ভরা সংসার। ওদের কেউ ট্রেনে হকারি করে, কেউ পরিচারিকার কাজ করে। কেউ আবার পেশায় টোটো চালক, আবার নদী থেকে নৌকা করে মাছ ধরে বিক্রি করে। চন্দননগর পুর নিগমের ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের একেবারে লাগোয়া গঙ্গার ধারে এক চিলতে বাড়িতে রুটি–রুজির তাগিদে জীবন কাটায় ওরা। এদের আদি বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা মহাকুমার খুলনায়। লক্ষীগঞ্জের ঘাট, ধানকল ঘাট, বাঁশতলা ঘাটের আশেপাশে নদীর পাড় দখল করে তৈরি হয়েছে অসংখ্য জনবসতি। আশেপাশের বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বিগত বাম আমলে কিছু লোকজন গঙ্গার ধারে বাঁশ ও টালির ছাউনি দিয়ে ঘর বানিয়ে এখানে থাকা শুরু

করেন। সময় যত গড়িয়েছে, তাদের সংখ্যাও বেড়েছে। বেআইনিভাবে তৈরি হওয়া এইসব বাড়িতেগুলিতে পৌঁছে গিয়েছে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ। অনেক বাড়িতে টিভি, ফ্রিজ সহ আধুনিক জীবনের সমস্ত উপকরণ রয়েছে। ধানকল ঘাটের কাছে দুলাল বৈদ্য বলেন, 'আমরা প্রায় ৫০ বছর ধরে এখানে রয়েছি। কংগ্রেস শাসনে এখানে এসেছি। এখানকার প্রায় সকলের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাশবই, আধার কার্ড সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে। আমাদের উচ্ছেদ করতে হলে বিকল্প থাকার জায়গা দিতে হবে। কিন্তু আমরা কোথায় যাব।' একসময় এইসব ওয়ার্ডে বরাবরই সিপিএম জিতে এসেছে। গঙ্গার পাড়ে যে বেআইনি দখলদাররা রয়েছে সেগুলির সবটাই সিপিএম আমলে হয়েছে। পুর নিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, 'গঙ্গার পাড় দখল এবং বেআইনি নির্মাণ সব কিছুই বাম আমলে হয়েছে ভোটের সৌজনে। আমারা ক্ষমতায় আসার পরে নতুন করে কাউকে বসানো হয়নি। গঙ্গার তীরের জমি পোর্ট ট্রাস্টের। পোর্ট ট্রাস্ট যদি আমাদের কাছে কোনো সাহায্য চায় আমরা দিতে রাজি আছি।' গঙ্গার পাড়ে বাড়ি–ঘর তৈরি হওয়ায় নদীর স্বাভাবিক চরিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন পরিবেশ কর্মীরা। বিগত দিনে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। কিন্তু গঙ্গার পাড়কে দখল মুক্ত করা যায়নি।

টোটো চালকদের জরিমানায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : যানজটের সমস্যার সমাধানে মুরারই রেলের আন্ডারপাস হলেও সমস্যা সেই একই, ফলে যানজট নিয়ন্ত্রণে টোটো চালকদের উপর রবিবার ধরপাকড় শুরু করে ৫০জন টোটো চালককে ট্রাফিক নিয়ম না মানার জন্য ৫০০ টাকা করে ফাইন করে মুরারই ১নং ব্লক প্রশাসন। আর এতেই ক্ষুব্ধ এলাকার টোটোচালকরা। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুরারই রেলের আন্ডারপাস চালু হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকদিন ধরে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিটি টোটো চালককে সচেতন করা হয়। তারা যেন টোটোর ডানদিকে ঘিরে রাখে। কোন প্যাসেঞ্জার যেন ডান দিক দিয়ে ওঠানো নামা না করে। যাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই তাদেরকে ড্রাইভিং লাইসেন্স করার জন্য প্রচার করা হয়েছে। এইগুলো না মানলে প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে ফাইন করা হবে। প্রশাসনের অভিযোগ এত মাইক প্রচার করার পরেও কিন্তু কেউ কথায় কর্ণপাত করছিল না করায় এদিন মুরারই ১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বীরেন্দ্র অধিকারির নেতৃত্বে পুলিশ প্রশাসন নিয়ে

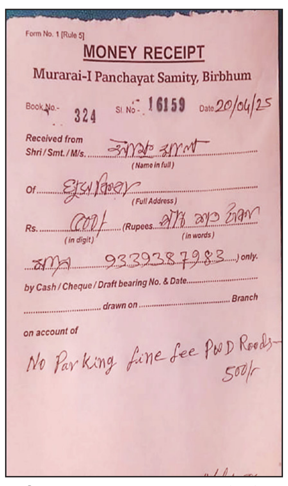

অভিযানে নামেন। যাদের টোটোর ডান দিক ঘেরা ছিল না তাদেরকে টোটো আটক করে। মুরারই শহর থেকে ৫০জন টোটো আটক করে তাদের ৫০০ টাকা করে ফাইন করা হয়। এই নিয়ে বিক্ষুব্ধ টোটো চালকরা। আটক টোটো চালকদের অভিযোগ, আমরা গরিব মানুষ কোনোরকম টোটো চালিয়ে সংসার চালাই। আমাদের মত মানুষদের ৫০০ টাকা করে ফাইন দেওয়া খুব কঠিন। সিআইটিইউ মুরারই ১ নং ব্লক সমন্বয় কমিটির সম্পাদক এরুল শেখ বলেন, 'টোটোচালকদের এই ফাইন করা অমানবিক । ২ মাস আগে মুরারই ১নং বিডিও একটি নোটিশ জারি করে জানান, টোটো চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও টোটো রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আমি বিডিওকে জানিয়েছিলাম। এনিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক কিন্ত আজ পর্যন্ত বিডিওর কোনো গুরুত্ব দেয়নি। যেভাবে গরিব টোটোচালকদের ধরে ফাইন করা হয়ছে সেটা একপ্রকার দমনপীড়ন। প্রতিবাদ করে শ্রমিক নেতা বলেন, এই আইন স্থানীয় প্রশাসন করলেও টোটো রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে ১৫০০০ টাকা চাইছে টোটো বিক্রেতারা। ২০১১ সালের পর থেকে রাজ্যে বেকার যুবকদের কোন কর্মসংস্থান হয়নি। ফলে শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত বেকার যুবকরা টোটো চালিয়ে তাদের সংসার চালাচ্ছে। ই'রিক্সা ভিকেলস আইনের মধ্যে পড়ে না ফলে তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও রেজিট্রেশন কিভাবে হবে এই নিয়ে জেলা পরিবহন দপ্তর থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় প্রশাসন এই নিয়ম চালু করায় টোটোচালকরা সমস্যার সম্মুখীন।

দালাল চক্রর থেকে বাঁচাতে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর: সুন্দরবনের বহু ছেলে মেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পরে দিশেহারা হয়ে পড়ে তারা কি নিয়ে পড়বে। আবার বহু ছেলে মেয়ে কর্মসংস্থানের লোভে দালালচক্রের হাতে বহু টাকা খোঁয়ান। এবার এইসব ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে এগিয়ে এলো ড্রিমস গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগর ব্লকের চৌরঙ্গী সুন্দরবন জনকল্যাণ সংঘ বিদ্যানিকেতনে এই প্রথম একটি স্টুডেন্ট মেন্টরিং প্রোগ্রাম করা হয়। এই প্রোগ্রামে মূলত ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়। তারা ভবিষ্যতে কি নিয়ে পড়াশোনা করবে কোন পথে গেলে কর্মসংস্থান পাওয়া যাবে। দালাল চক্রের হাতে পড়ে টাকা খোয়াতে হবেনা এইসব নিয়ে আলোচনা করা হয়। সুন্দরবনের বহু ছাত্রছাত্রীদের দালালচক্র হাতে পড়ে টাকা আর খোয়াতে হবে না। এ বিষয়ে ইউনিভার্সিটি

কর্ণধাররা বলেন, সুন্দরবনের বহু ছাত্রছাত্রী দালাল চক্রে হাতে পড়ে টাকা খুইয়ে ফেলে। মূলত এই বিষয় নিয়ে সচেতন করা হয়। এদিন সাগর ব্লকের সমস্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। এই উদ্যোগকে সাধুবাত জানিয়েছে ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবক ও সাগরদ্বীপের বহু শিক্ষক।

নিখোঁজ নাবালিকার মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

রবীন দাস, কাকদ্বীপ: ১৯ এপ্রিল কাকদ্বীপে জলসা শুনতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল কাকদ্বীপ বিধানসভার শ্যামনগর ৯ নম্বর ঘেরি এলাকার এক নাবালিকা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই রাতে ওই নাবালিকা ও জলসা দেখার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তবে রাতে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করে। সোমবার সারাদিন খোঁজার পর রাতে এলাকারই একটি মাঠের মধ্যে পুকুরে নাবালিকার মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। মাঠে উদ্ধার হয় তার গলার লকেট ও মাথার ক্লিপ। হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কঠিন শাস্তির দাবি জানান পরিবারের সদস্যরা।

৮ টি তাজা বোমাসহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় জয়নগরের উত্তর দুর্গাপুর থেকে ৮টি তাজা বোমা সহ গ্রেপ্তার ১ যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আইসি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এসআই শুভংকর করণ ও তার টিম ২৪ এপ্রিল রাতে জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের জামে মসজিদের কাছে শেখ পাড়া এলাকা থেকে ৩৪ বছরের আজাদ শেখ নামে ১ যুবককে গ্রেপ্তার করে। তার বাড়ির কাছের বাগান থেকে উদ্ধার হয় ৮টি তাজা বোমা। ধৃতকে শুক্রবার দুপুরে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তুলে ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার তদন্তকারী পুলিশ।

সাতগাছিয়ায় শ্যামাপ্রসাদ রাষ্ট্রীয় সেবক সম্মেলন

আমাদের হাত ধরে এ রাজ্যে পরিবর্তন আসবে: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতগাছিয়া: ২১ এপ্রিল ডায়মন্ডহারবার লোকসভা ক্ষেত্রের সাতগাছিয়া বিধানসভায় বাওয়ালি রথতলার রাধাকৃষ্ণ ভিলাতে শ্যামাপ্রসাদ অনুশীলন কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল শ্যামাপ্রসাদ রাষ্ট্রীয় সেবক সম্মেলন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল 'ভারতের রাষ্ট্রনীতি, পশ্চিমবঙ্গ এবং শ্যামাপ্রসাদ'। মূল বক্তা ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি ও প্রাক্তন সাংসদ বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্যই ভারতীয় জনতা পার্টি সৃষ্টি হয়েছে। আগে যা ছিল জনসংঘ তা বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টি। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা দেশমাতৃকার জন্য কাজ করি। তারই অনুপ্রেরণায় বর্তমানে যিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী আছেন নরেন্দ্র মোদী কাজ করে চলেছেন। বিজেপির কার্যকর্তা মানে শুধু জনপ্রতিনিধি হওয়া নয়

দেশের জন্য অনেক কাজ আমাদের করতে হয় বা করতে হবে। সকলে নেতা হতে আসেন না আরো অনেক দায়িত্ব–কর্তব্য থাকে দেশমাতৃকার জন্য। বিগত ১০ বছর আগে থেকে গোটা বিশ্বে ভারতকে তুলে ধরার জন্য কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বছর দুয়েক আগে তাই ৫০০ বছরের বিতর্কের অবসান হয়ে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। গত কুম্ভ মেলায় ৬৬ কোটি মানুষ প্রয়াগে পূর্ণ্য স্নানে অংশগ্রহণ করেছেন। ৭০টি দেশের নাগরিকরা এই মহাতীর্থে এসেছেন। ভারতের রাষ্ট্রনীতি হল সবাই ভারতের আত্মীয় এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। করোনাকালে ১০০টি দেশকে আমরা করোনার টিকা উপহার দিয়েছি। হিন্দুত্ব আজ শুধু ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই এখন আরব দেশেও হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের রাজ্যে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চললেও, হিন্দুরাও ক্রমশ জেগে উঠছে। বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় প্রতিরোধ চোখে পড়ছে। আগে যখন রামনবমী রাজ্যের সর্বত্র পালিত হত না, এখন হাজার হাজার রামনবমীর মিছিল বের হচ্ছে গোটা রাজ্যজুড়ে। হিন্দুত্বই ভারতের আবেগ। হিন্দুর জাগরণ হচ্ছে গোটা বিশ্বজুড়ে। আগামীদিনে আমাদের রাজ্যে পরিবর্তন আসবে আমাদের হাত ধরেই। সকলকে বলব ধৈর্য ধরুন অপেক্ষা করুন এবং ঐক্যবদ্ধ হন। ২৬–এর বিধানসভা নির্বাচনে এই অপশাসনের অবসান হবেই।

প্রসঙ্গত, এদিনের সম্মেলনে মানুষের উপস্থিতি বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ অনুশীলন কেন্দ্রের সভাপতি সুভাষচন্দ্র গুহ এবং সংযোজক বুদ্ধদেব নস্কর, শ্যামাপ্রসাদ রাষ্ট্রীয় সেবক সম্মেলনের কনভেনার অগ্নিশ্বর নস্কর প্রমুখ। সজল আদক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

সেচ দপ্তরে নোংরামি

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

পশ্চিমবংগ সরকারের সেচ বিভাগের (সুন্দরবন) জয়নগর ইরিগশন ডিভিসনে ওভারসিয়ার আর ঠিকাদাররা কাজের অজুহাতে টাকা লুটে পুটে খাচ্ছে বলে জানা গেল। সংবাদে প্রকাশ, কুলতলা ইরিগেশন সাবডিভিশনের কুন্দখালি ও বনেশ্বরী সেকশন এবং রায়দিঘী ইরিগেশন সাবডিভিশনের কঙ্কনদিঘী শেকশানে জোর নোংরামি চলছে। প্রকাশ, কুণ্ডখালির ডেঙ্গজোরা মৌজায় চিরখাকী স্লাইস মেরামত হয়েছে বলে বিল করা হয়েছে। এদিকে ঠিকাদার কালোবাজারে সিমেন্ট বিক্রী করে দিয়েছে বলে স্থানীয় লোকেরা জানালেন। ডেঙ্গজোড়া সারকিটে বর্ষাকালে বাঁধ মেরামত হয়েছে বলে ঠিকাদার দের নামে পনের হাজার টাকার মিথ্যা বিল করা হয়েছে। ভুবনেশ্বরী সেক্শানে কাজের সঙ্গে বিলের কোন সামঞ্জস্য নেই। বিল হয়েছে কাজের তিনগুণ। তিনফুট চৌকাকে চারফুট দেখানো হয়েছে। মেজারমেন্ট বইতে পুরানো ও নতুন চৌকা এন্ট্রি করে বিল করা হয়েছে বলে খবর পেলাম। হতভাগ্য সুন্দরবন বাসীদের উন্নয়ন ও রক্ষার টাকা লুটে নিচ্ছে জেনেও সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নীরব কেন?

৯ম বর্ষ, ২৬ এপ্রিল ১৯৭৫, শনিবার, ২২ সংখ্যা

দুর্ঘটনা

বজ্রপাতে মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কয়েকদিন ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার উপকূল তীরবতী এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি ও কালবৈশাখীর তাণ্ডব। ১৮ এপ্রিল গঙ্গাসাগরের ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের লালপুর এলাকায় গবাদি পশু গোয়াল ঘরে তোলার সময় বজ্রপাত পড়ে মৃত্যু হয় গঙ্গাসাগরের এক গৃহবধুর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃত ওই গৃহবধূর নাম মনি কর(৪৪)। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূল তীরবর্তী এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছিল কালবৈশাখীর তাণ্ডব বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেরিয়েছিল ঝড়ো হওয়ার দাপট। সেই সময় গৃহপালিত পশুকে তড়িঘড়ি মাঠ থেকে গোয়াল ঘরে ঢোকানোর সময় বজ্রপাত করে মৃত্যু হয় মনি কর ও সেই পশুটির। কর পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাদের গৃহবধূকে উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্মরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

অবৈধ ওষুধের দোকানে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ বছরের পুরোনো একটি অবৈধ ওষুধের দোকানে অভিযান চালিয়ে ৬ পেটি ওষুধ বাজেয়াপ্ত ও দোকান সিল করে দিল বীরভূম জেলা ড্রাগ কন্ট্রোলা। জেলা ড্রাগ কন্ট্রোল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বাহিনী নিয়ে ২৩ এপ্রিল দুপুরে মুরারই ১ নং ব্লকের ঝাড়খণ্ড লাগোয়া কনকপুর

অপরাজিতা মন্দির বাজারের পারভেজ ক্লিনিকে অভিযান চালায়। সেইসময় তীব্র দাবদহে বাজারের বেশিরভাগ দোকান বন্ধ ছিল। সেখানে প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে দোকান তন্য তন্য করে ৬ পেটি ওষুধ, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করে দোকানের সাটারে তালা মেরে সিল করে দেয় ড্রাগ কন্ট্রোল দপ্তর। ওই দোকানটি ঝাড়খণ্ড সীমান্তের মুরারই থানার অধীন কনকপুর চেকপোষ্টের কাছে। সেই বাজারে ২০ বছর ধরে বিনা লাইসেন্সে দোকান চলতো বলে অভিযোগ। অভিযোগ অবৈধ লাইন্সেসধারী দোকানের মালিক মনিরুল ইসলাম কিভাবে প্রকাশ্যে রোগী দেখতো এবং পাইকারি ওষুধ বিক্রি করতো? – উঠছে প্রশ্ন। ঝাড়খণ্ড থেকে গাড়িতে করে পেটি পেটি ওষুধ দোকানে ঢুকত। সেই ওষুধ বিক্রি করতো ঝাড়খন্ড এলাকার বিভিন্ন ওষুধের দোকানে দোকানে, এমনি অভিযোগ উঠেছে দোকান মালিকের বিরুদ্ধে। দোকান মালিক মনিরুল ইসলামকে ফোন করা হলে ফোনের সুইচ অফ থাকায় কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ওই ওষুধের দোকানদার প্রায় ২০ বছর ধরে বিনা লাইন্সেসে ওষুধ খুচরো, পাইকারি বিক্রি করতো এমনকী ভুয়ো ডাক্তার হিসাবে চিকিৎসাও করতো। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ৬০০০০ ওষুধ বাজেযাপ্ত করে দোকানটি সিল করা হয় বলে জানা গিয়েছে। বাজেয়াপ্ত ওষুধগুলি ল্যাবে পাঠানো হবে ওষুধগুলি জাল কিনা পরীক্ষা করার জন্য বলে জেলা ড্রাগ কন্ট্রোল সূত্রে জানা গেছে। দোকান মালিক মনিরুল ইসলাম পলাতক।

কাশ্মীরে আটকে সাগরের ২০ পর্যটক

সৌরভ নস্কর, সাগর : ভূস্বর্গ এখন মৃত্যুপুরী! কাশ্মীরে পহেলগাঁও এলাকায় জঙ্গির গুলিতে মৃত্যু হয় প্রায় ৩০ পর্যটকের। হাড়হিম করা ঘটনায় ইতিমধ্যে নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র সরকার। কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে আটকে পড়েছে গঙ্গাসাগরের ২০ জনের পর্যটকদের একটি দল। বিভীষিকাময় ঘটনার আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না পর্যটকদের পরিবারগুলিতে। ১৪ এপ্রিল গঙ্গাসাগরের নরহরিপুর এলাকা থেকে হিমাদ্রি মান্না, মানস পড়ুয়া, স্বপন বাগ, বাপি মান্না, মইদুল ইসলাম সহ ২০ জন পর্যটক কাশ্মীরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল। মঙ্গলবার দিন পহেলগাঁও ঘোরার কথা রয়েছে তাদের। কিন্তু তারা বিকেলে পহেলগাঁওয়ের বদলে অন্য একটি জায়গায় ঘুরতে গিয়েছিল। পর্যটকদের পরিবারের মধ্যে অন্যতম অঞ্জলি মান্না জানান, 'আমার স্বামী হিমাদ্রীর অনেক বছরের স্বপ্ন ছিল কাশ্মীরে ঘুরতে যাওয়ার সেই মতন গত সোমবার ২০ জনের মত বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কাশ্মীরে ঘুরতে যায়। কাশ্মীরে নেমে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা বলেছিল মঙ্গলবার পেহেলগাঁওয়ে ঘুরতে যাবে। কিন্তু সেদিন তারা অন্য একটি পর্যটন স্থানে ঘুরতে গিয়েছিল।

গত ১২ এপ্রিল উত্তর ২৪ পরগণার সোদপুরে জিমস হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। ছবি : অরুণ লোধ

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ২৬ এপ্রিল – ২ মে, ২০২৫

এত বিদ্বেষ !

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্পটি মনে পড়ে যায়। একদা তাকে কেউ নিন্দা মন্দ করছিল। বিদ্যাসাগরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন আমি তো তার কোন উপকার করিনি। সম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ভারতবিদ্বেষী অবস্থানের প্রেক্ষিতে এই গল্পটি মনে হচ্ছে।

অতীতের ইতিহাস কবর খুঁড়ে তুলে আনলে স্পষ্ট হয়ে যায় দেশভাগ এবং তার প্রেক্ষিতে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে সূচনা পর্ব থেকেই অন্ধ ভারত বিরোধিতা তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তান বিপুল অংকের অর্থ যাতে পায় সে ব্যাপারে গান্ধীজীর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং পরিচিত ঘটনা। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও ভারতীয় সেনাদের আত্মত্যাগ অবিস্মরণীয়। পরবর্তী সময় বাংলাদেশকে যেভাবে ভারত সরকার সার্বিকভাবে সহায়তা করেছে এবং এত ঘটনার পরেও করে চলেছে তা দৃষ্টান্তমূলক। বেআইনি সরকার তবুও বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেছে এবং মৌলবাদীদের হাতে চলে গেছে দেশ। সাধারণ মানুষের মনে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে অনায়াসে। নিজভূমে পরবাসী হওয়ার দুঃখজনক প্রবণতা এই বাংলাতেও এসে পড়েছে।

অন্যদিকে, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড ভারত সহ সারা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছে। শোক পরিণত হচ্ছে বিক্ষোভে। ইসলাম ধর্মালম্বী বহু মানুষ যেমন এই ঘটনার প্রতিবাদ করছে তেমনি পাকিস্তানের এই নরমেধ যজ্ঞের পাশে ইসলাম ধর্মালম্বী দেশগুলিও সমর্থন করছে না। সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি গণমাধ্যমের দায়িত্ব অনেক বেশি। কোনও কোনও গণমাধ্যম অতিরিক্ত উৎসাহে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক নজরুল ইসলামকে পর্যন্ত তার বিখ্যাত একই বৃন্তে দুটি কুসুম বক্তব্য নিয়ে বিদ্রুপ করে চলেছে। কোন প্রেক্ষিতে তিনি এটি রচনা করেছিলেন সে ব্যাপারে অজ্ঞতার অন্ধকার স্পষ্ট। বিশ্ব মানব সভ্যতার প্রাচীনতম ধর্মালম্বীদের প্রতি যে অন্যায় অবিচার করছে এবং যে বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তা কোনও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারবে না। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নেতৃত্বের শুভবুদ্ধি জাগরণের জন্য ভারত সরকারের সমস্ত পদক্ষেপকেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সমর্থন করবে তা আজ স্পষ্ট। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু, হত্যা এবং একরাশ হতাশা। কোন সুস্থ পরিস্থিতিতেই যুদ্ধ কাম্য নয়। কিন্তু অনিবার্য পরিস্থিতিতে শান্তির জন্যও যুদ্ধ হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কারোরই কাম্য ছিল না। কিন্তু চিতা জ্বলেছিল অজস্র। বিদ্বেষের বিষ শুধু কুরু বংশ ধ্বংস নয় মহাভারতের অন্যতম ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে যুগের পর যুগ।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

মনই নানা রূপে বিচিত্র কর্ম ক’রে চলে। আজ যা মনোরঞ্জক, কাল তা বিরক্তিকর হয় মনের অস্থিরতায়। ইন্দ্রদুম্ন রাজা যুগ পরিমিত সময়কে মুহূর্ত্ত জ্ঞান করেন মনেরই কল্পনায়। বাস্তব জগতেও মনই কোন কালকে স্বল্প, কোন কালকে সুদীর্ঘ বোধ করায়। চিতিশক্তি স্বভবতঃ স্বাক্ষীস্বরূপ, অসম্পৃক্ত। কিন্তু জীব ও তার সকল কর্মে চিতিশক্তির অধিষ্ঠান বশতঃ তাঁকে জীব, দেহ, কর্মপরায়ণ মনে করে, যা মনেরই বিকার মাত্র। আত্মার সর্বস্বরূপতা যে জীবের জ্ঞানলব্ধ হয়নি, মন তাদের কাছেই স্বীয় লীলাবৈচিত্র্য দেখায়, জ্ঞানীর কাছে সেই মনই আবার শান্ত চিদ্‌স্বরূপ থাকে। এখন মন–ব্যাধির ঔষধ বলছি, শোন,–স্বসংবেদন অর্থাৎ আমি নিজেকেই জানছি। সর্বত্র, সর্ব আকারে আমিই অসীম হয়ে বিস্তৃত, সেই আমিকেই আমি অপরোক্ষভাবে জানছি, দৃঢ়তার সাথে এই জ্ঞানের অভ্যাসে সমস্ত অনুরাগ–বিরাগ বিলুপ্ত হয়ে স্বরূপস্থিতি লাভ করা যায়। বালককে লালন–শাসন ক’রে কর্তব্যে নিযুক্ত করতে হয়। মনকেও তেমনই উক্ত উপায়ে শাসন ক’রে অভ্যাসে নিযুক্ত করতে হয়। একাগ্রতা ঘনীভূত হলে চিন্ময় আত্মার সাথে একীভূত হওয়া যায়। কামনা–বাসনা পরিত্যক্ত হয়ে বিষয়–বৈরাগ্য হলে তা পরম মঙ্গলজনক। মানুষের পক্ষে তা শ্রমসাধ্য নয়। জড় বিষয় গুলিকে চেতন ব্রহ্মরূপে ভাবনা ক’রতে পারলে সহজেই মনকে জয় করা যায়। মনকে বশীভূত করতে পারলে ব্রহ্মপদ অধিগত হয়। বাহ্য বিষয়ে চিত্ত অনাসক্ত বা তিরোহিত না হলে, গুরুর উপদেশ, শাস্ত্র–আলোচনা, মন্ত্রের সাধন সবই বিফলে যায়। চিত্তের উপশমেই আবার সেই হিতকারী উপাচারগুলি অতীব সুফলপ্রদ হয়। মনোনাশের অর্থই হল তাকে ব্রহ্মপদে উন্নীত করা। সুতরাং হে রাম! তুমি প্রথমে চিন্মাত্রের ভাবনা কর, ভাবনা দৃঢ় হলে পরমপদ লাভক’রে সৃষ্টি–বিনাশ ইত্যাদি ভ্রমের সম্ভাবনা নির্মূল করতে পারবে। মনোজয়ে সমগ্র ত্রিভূবনের আধিপত্য লাভ করাও তুচ্ছ হয়ে যায়, মনোনাশের এমনই মাহাত্ম্য। যারা চিত্তবিজয়ে উদাসীন, তারাই আমি এই, আমার ক্ষমতা, আমি জন্ম নিলাম, আমি মরলাম,– এই ধরণের নানা মিথ্যা তরঙ্গে নিমজ্জিত থাকে। মনের স্ফুরণেই মৃত্যু, পরলোকগমন ইত্যাদি বোধ হয়ে থাকে। সুতরাং মৃত্যুভয় অবান্তর।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

জঙ্গির ধর্মেই পহেলগাঁওয়ে পাক ইন্ধন

সুবীর পাল

এই আঘাত ভারতের আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। ভয়ঙ্কর দুঃসাহস দেখিয়েছে জঙ্গিরা। এমন ভাবেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অ্যাখায়িত করেছেন ভারতের পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় ঘটে যাওয়া জঙ্গি হামলাকে। কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে মঙ্গলবার দুপুরে একটি রিসর্টের এই হামলায় ভয়াবহ মৃত্যু মিছিল ঘটে ভারতীয় পর্যটকদের।

পহেলগাঁওয়ের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সরকারি স্তরে পাকিস্তান যতই নিজেদের হাত ধুয়ে ফেলুক না কেন, বাস্তবে এই প্রতিবেশী দেশটির ভূখণ্ড থেকেই এই ঘটনার ব্লু প্রিন্ট যে তৈরি হয়েছে, তা ইতিমধ্যে সারা বিশ্বের কাছে খুল্লাম খুল্লা হয়ে গেছে।

কিন্তু কিভাবে পাকিস্তানের সংযোগ প্রকাশ্যে এসেছে? উত্তর হল, এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে নিয়েছে দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট বা টিআরএফ। টেলিগ্রামের মাধ্যমে লিখিত ভাবে এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া আল জাজিরা টিভিতে সম্প্রচারিত করা হয়েছে যে পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলাটি ঘটিয়েছে টিআরএফ। সাউথ এশিয়া টেরোরিজম পোর্টাল থেকেও একই ভাবে এই ঘটনার সঙ্গে টিআরএফের যোগসাজশ রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রেও টিআরএফ যে এই হামলার মূল চক্রী তা প্রকাশ্যে এসেছে নানা তদন্তে।

পর্যটকদের উপর হামলার ছক অবশ্য কষে ছিল সইফুল্লা কাসুরি ওরফে সইফুল্লা খালিদ। বেশ কয়েক মাস আগেই সে এই হামলার প্রধান ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে। সইফুল্লা হলো লশকর–ই–তইবার থিঙ্ক ট্যাঙ্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সে এখন পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। ভারত ও আমেরিকা ইতিমধ্যেই তাকে মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধী

হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পাক সেনাকর্মকর্তাদের সঙ্গে তার দহরম মহরম যথেষ্ট সুবিদিত। মাস তিনেক আগে পাক সেনাদের আমন্ত্রণে স্থানীয় এক সেনা ছাউনিতে সে উত্তেজক ভাষণ দেয়।

ভারতীয় গোয়েন্দারা আরও জানতে পেরেছে সম্প্রতি, সইফুল্লা তার গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে নিজস্ব জঙ্গি সংগঠন লশকর–ই–তাইবাকে কাজে লাগায়নি। এই পরিকল্পিত ব্লু প্রিন্ট কার্যকর করতে সইফুল্লা মাঠে নামিয়ে দেয় টিআরএফকে। আদতে টিআরএফ হলো লশকর–ই–তইবার সিস্টার সংগঠন। যেটি ২০১৯ সালে প্রথম গঠিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে পহেলগাঁও হামলায় ছয়জন জঙ্গি ছিল বলে জানা গিয়েছে। এদের অধিকাংশের কথ্য ভাষা পাকিস্তানের আঞ্চলিকতা নির্ভর। প্রত্যেকেই বয়সে যুবক। তাদের পরণে ছিল বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, সঙ্গে ছিল ক্যামেরা ও একে৪৭ রাইফেল। ছয়জনের মধ্যে চারজনকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সনাক্তদের মধ্যে দুজন কাশ্মীরের বাসিন্দা। বাকিরা পাখতুনে বাস করে। কাশ্মীরের দুই বাসিন্দার নাম আসিফ শেখ এবং আদিল ঠাকুর। এই কাণ্ডের জন্য এদের সবাইকে নিয়োগ করেছিল সইফুল্লা স্বয়ং। সুতরাং পয়েলগাঁওয়ের ধিকৃত জঙ্গি আক্রমণ ও পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ সংযোগ যে একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ তা আপাতত জলের মতোই স্বচ্ছ।

মূলতঃ লশকর–ই–তইবা ও টিআরএফ হলো পাকাপাকিভাবে মুসলিম উগ্রপন্থী জঙ্গি সংগঠন। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, উগ্রপন্থার কোনও ধর্ম হয় না। মুখ্যমন্ত্রীর এই আপোষহীন মানবিক তত্ত্বকে কার্যত খারিজ করে দিয়েছে এই দুটি মুসলিম জঙ্গি গোষ্ঠী। যদিও প্রতিরোধ করতে গেলে স্থানীয় এক মুসলিম যুবক জঙ্গিদের হাতে মারা যান কিন্তু এটাও এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে আক্রমণকারীরা পর্যটকদের পরিচয় আগে জেনে নিয়ে বেছে বেছে শুধু হিন্দুদেরকেই বন্দুকের নিশানা বানিয়ে ছিল। যদিও জঙ্গিদের এই ধর্মগত বিভাজন তত্ত্বকে কেউ কেউ এখনও মেনে নিতে পারেনি।

টিআরএফ সাধারণ কিশোর এবং যুব সম্প্রদায়কে বেছে নিয়ে মগজ ধোলাই করে প্রাথমিক ভাবে। বিশেষ করে কাশ্মীর ও পাকিস্তানের দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের এরা টার্গেট করে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে। মুসলিম উগ্রপন্থায় দীক্ষিত করার পাশাপাশি হিন্দু বিদ্বেষও কচি বয়সের মাথায় দিনের পর দিন চালান করে দেওয়া হয় জঙ্গিপনার ধাঁচে। টিআরএফ আঞ্চলিকতাবাদকে ঘৃণার সঙ্গে প্রশিক্ষিতদের মনে প্রবেশ করায় কঠিন শারীরিক কসরৎ সহযোগে। সুতরাং জঙ্গিবাদেরও যে অবশ্যই নিজস্ব ঢঙের একটা ধর্ম রয়েছে, তা পহেলগাঁও ঘটনা চূড়ান্ত ভাবে জানান দেয়। একইসঙ্গে ওই প্রশিক্ষিত ধর্ম উগ্র যুবশ্রেণিকে একেকটা মরণ–মানবে পরিণত করে ফেলে অচিরেই, এটাও আজ প্রতিষ্ঠিত।

পথে নেই ব্রিগেডে আছি

শক্তি ধর

নানা স্মৃতিবিজড়িত স্থানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পুনর্নির্মাণ দেখলে যেমন মন উদাস হয়ে যায় বামেদের ২০ এপ্রিলের ব্রিগেড দেখে তেমনই নস্টালজিক হতে দেখা গেল অনেককে। সেই কাস্তে হাতুড়ি প্রতীক, লাল ঝান্ডা, লাল টুপি, শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিদের ভাষণ মনে করিয়ে দিচ্ছিল পুরোনো বাম আমলের কথা। তবে ঐতিহাসিক দৃশ্যপটের আবেগ যেমন বেশিদিন থাকে না তেমন এই ব্রিগেডের রেশও মিলিয়ে গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। অপেক্ষা শুধু মাঠ ফাঁকা হওয়ার। কারোর মধ্যে কোনও আলোচনা নেই, ভাষণের চুলচেরা বিশ্লেষণ নেই, সাধারণ মানুষের কোনও হেলদোল নেই ব্রিগেড নিয়ে।

অবশ্য মানুষ যাই ভাবুক না কেন বামেরা কিন্তু এবারের ব্রিগেডে ফের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন ফেরি

করেছে। শাসক দলকে তাড়াতে কী সব আগুন টাগুন জ্বালাবার কথা বলেছে। শুনতে খুব ভালো লাগলো। বোঝা গেল এখনও ভাষণ দেবার লোক আছে। কিন্তু রাস্তায় নামার লোক কই? মুর্শিদাবাদে সেলিম ভাইদের দেখা যাচ্ছে কেন? ডাক্তার, শিক্ষক, শ্রমিকদের পাশে তারা নেই কেন? এই উত্তর কিন্তু ব্রিগেডের ভাষণে কেউ দিলেন না।

এবার বাংলার ক্ষমতার অলিন্দে ফের একবার উঁকি মারা যাক। সেখানে এখন লালের কোনও অস্তিত্ব না দেখা গেলেও তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক আগামী নির্বাচনে ফের তারা জোর টক্করে নামতে চলেছে। তবে তো এই লড়াইয়ের আগে বেশ কিছু উত্তর তাদের তৈরি করে রাখতে হবে। যেমন ধরুন, মরিচঝাঁপিতে অসহায় উদ্বাস্তুদের হত্যা করতে হয়েছিল কেন? আনন্দমার্গীরা কী এমন করেছিল যে তাদের পুড়িয়ে মারতে হয়েছিল? ক্ষমতা দখলে রাখতে রিগিংয়ের দরকার হত কেন? লোকাল কমরেডদের উপর মানুষ বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল কেন? বানতলা, ধানতলা, নেতাই সহ সারা বাংলায় যে সব হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তা কোন শ্রেণীশত্রুকে খতম করার উদ্দেশ্যে? কলকাতা থেকে তসলিমাকে তাড়ানো হয়েছিল কাদের খুশি করতে? সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় গলদ ছিল কার দোষে? কার স্বার্থে অটোমেশন, কম্পিউটার আটকে পশ্চিমবঙ্গকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল? সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ইংরেজি তুলে দিয়ে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য কি ছিল? এসব সদুত্তরের পরেই ক্ষমতার জন্য নিজেদের যোগ্য করে তোলা যাবে।

অবশ্য ক্ষমতায় যাওয়ার আগে মানুষ আর একটা উত্তর নিশ্চই চাইবে। কংগ্রেসের সঙ্গে মেলামেশা করে কি তবে বুর্জোয়া অর্থনীতিতেই বিশ্বাস জন্মালো বামেদের? কারণ ৩৪ বছর রাজত্বের পরেও বিকল্প অর্থনৈতিক মডেলের সন্ধান দিতে তারা ব্যর্থ। শোনা যাচ্ছে সিপিএম নাকি কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সাচ্চা কমরেড তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে। তাদের কী শেখানো হবে? মার্ক্স, এঙ্গেলস, নেনিন নাকি বাংলার ক্ষমতা দখলের কৌশল। যদি দ্বিতীয়টা হয় তাহলে পথে, ঘাটে, মাঠে উপস্থিতি জরুরি।

দেশ দেশান্তরে

ট্রাম্পের দোষারোপের পরেই রাশিয়ার হামলা

সুমন্ত ভৌমিক

বৃহস্পতিবার ভোররাতে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের বেশ কয়েকটি জায়গায় হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। হামলার পরপরই জেলেনস্কি ঘোষণা করেন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সফর সংক্ষিপ্ত করে ইউক্রেনে ফিরছেন। ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সঙ্গে তিনি ইঙ্গিত দেন, যেকোনও চুক্তির অংশ হিসেবে রাশিয়ার করেন, রাশিয়া যুদ্ধ শেষ করতে একটি চুক্তিতে রাজি হয়েছে, কিন্তু এখন জেলেনস্কিই মূল বাধা। জেলেনস্কির এ মন্তব্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প বলেন, এ বক্তব্য রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি আলোচনার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইউক্রেনের নেতা উসকানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করে ট্রাম্প বলেন, এসব বক্তব্যের কারণে যুদ্ধ শেষ করা কঠিন হয়ে পড়বে। জেলেনস্কি বলেন, আসলে কী ঘটছে, তা সারা বিশ্বের মানুষের দেখা ও বোঝা অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরও বলেন, নিজেদের

দখলদারির স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছেন, যুদ্ধ শেষ করার একটি চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ চুক্তির বিষয়ে মূলত ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে আলোচনা হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যকার শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কিকে দায়ী করে আর তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই হামলা হয়। ২০১৪ সালের মার্চে রাশিয়া একতরফাভাবে ক্রিমিয়া দখল করে নিয়েছিল। ওই সময় ইউক্রেনে রাজনৈতিক সংকট চলাকালিন দেশটির রাশিয়াপন্থী প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ অপসারিত হয়েছিলেন। লোকেরা স্থানীয় পার্লামেন্ট ও বিমানবন্দর দখল করেন এবং পরে গণভোটে অঞ্চলটি রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষে ৯৭ শতাংশ ভোট পড়ে। তখন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ওই ভোটকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়নি। ট্রাম্প বলেন, যদি জেলেনস্কি ক্রিমিয়া ফেরত চান তবে ১১ বছর আগে যখন একটিও গুলি না ছুড়ে অঞ্চলটি রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল তখন তারা লড়াই করেনি কেন? পরে ট্রাম্প আরও বলেন, তিনি মনে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সহযোগিতা করার জন্য অচিরেই আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ইউক্রেন। কিয়েভকে লক্ষ্য করে রাশিয়া ৭০টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ১৪৫টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় অন্তত ৯ জন নিহত এবং ৭০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। কিয়েভের অন্তত ১৩টি স্থানকে হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। জেলেনস্কি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এই হামলা অবিলম্বে এবং নিঃশর্তভাবে বন্ধ করতে হবে। ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইহর ক্লিমেঙ্কো বলেছেন, কিয়েভের সিভিয়াতোশিন এলাকায় রুশ হামলায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া মানুষদের সন্ধানে প্রকৌশলী, উদ্ধারকর্মী ও প্রশিক্ষিত কুকুর উদ্ধারকাজ করছে। ঘটনাস্থলে এখন দুই শিশু নিখোঁজ আছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। পরিস্থিতিকে অত্যন্ত মর্মান্তিক বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিৎসকো এর আগে নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরে কিয়েভ শহরের সামরিক প্রশাসন থেকে সবকিছু স্বাভাবিক আছে বলে জানান হয়।

পাঠকের কলমে

পাড়ায় পাড়ায় সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা হোক

প্রতিনিয়ত যেভাবে জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে তাতে এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতেই পারে যে শহর থেকে গ্রামের সর্বত্রই এক বিরাট অংশের মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব তো আছেই পাশাপাশি সাঁতার না জানাটা অন্যতম প্রধান কারণ। একটা সময় ছিল যখন নদী সহ বিভিন্ন জলাশয় দাপিয়ে বেড়াত দামালের দল। শিশু থেকে শুরু করে কিশোর কিশোরী, যুবক থেকে যুবতী অনেকের মধ্যেই তখন সাঁতার কাটাটা যেন একপ্রকার নেশার মতো জড়িয়ে থাকত। তবে, শহর হোক কিংবা গ্রাম এখন সেই দৃশ্যটা অনেকখানিই ম্লান। ইঁদুর দৌড়ে শামিল বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বিরাট অংশই সাঁতার জানে না। সাঁতার শেখাটা যে শারীরিক দিক থেকে উপকারীই শুধু নয়, ঘোরতর বিপর্যয়ে নিজের সুরক্ষার ক্ষেত্রেও সমান উপযোগী। এসবই মানুষ মাত্রেই সকলেরই জানা। তবুও বেশিরভাগ মানুষ জ্ঞানপাপীর মতো আচরণ করতেই পছন্দ করে এবং যেকারণে প্রতিনিয়তই তার খেসারতও দিতে হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই রাজ্যের কোথাও না কোথাও সলিল সমাধির ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে নদীতে ডুবে প্রাণহানির ঘটনায় সংবাদের শিরোনাম হওয়ার যেন বিরাম নেই। এভাবেই অকালে কত মায়ের কোল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আমি যে এলাকায় থাকি তার পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে ভাগীরথী নদী। নদীর জল দর্শনে দেহমন পুলকিত হলেও তার পাগলপারা স্রোত অন্তরে রীতিমতো ভয় ধরায়। তবুও, অনেকেই একরাশ অজ্ঞতা নিয়ে এই নদীতে নেমে স্নান করার ইচ্ছেটা যেন কিছুতেই দমন করতে পারে না। আর তার পরিণাম হয় মারাত্মক ভয়ংকর। অসাবধানে তলিয়ে যায় অসংখ্য মানুষ। বিগত এক বছরের মধ্যে

কাটোয়া শহর সহ পানুহাট, দাঁইহাট, অগ্রদ্বীপ, পাটুলী, মাটিয়ারী প্রভৃতি এলাকায় বিভিন্ন বয়সী অসংখ্য মানুষ ভাগীরথী নদীতে তলিয়ে গিয়েছিল। পরে তাদের মৃতদেহ ভেসে ওঠে। শুধুমাত্র অজ্ঞতা এবং সাঁতার না জানার কারণেই এভাবে অসংখ্য মানুষকে অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তবে, এধরনের বিপর্যয়ের কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে সকলেরই সাঁতার শেখাটা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। আর সেজন্য সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় সাঁতার শেখানোর জন্য যথোপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলাটা একান্তই প্রয়োজন। এব্যাপারে জনমত গড়ে উঠলে আমার বিশ্বাস সরকার সহ বিভিন্ন সংস্থাও নিশ্চয়ই উদ্যোগী হবে। এটা যদি বাস্তবায়িত করা যায় তাহলে দুদিক থেকে মানুষ উপকৃত হবে। প্রথমত, সর্বশ্রেষ্ঠ শরীরচর্চা সাঁতারের মাধ্যমে সুস্থসবল দেহমনের প্রাপ্তিযোগ ঘটবে এবং দ্বিতীয়ত জলে তলিয়ে যাওয়ার কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করা অনেকাংশেই সম্ভব হবে।

সুরজিৎ বিশ্বাস
দাঁইহাট বাজারপাড়া, পূর্ব বর্ধমান

নতুন বাস চলাচলের দাবি

তারকেশ্বর শিব মন্দিরে ভোলানাথের দর্শন করতে প্রতিদিন বহু ভক্ত সমাবেশ ঘটে। তার উপর শিবরাত্রি ও শ্রাবণ মাস হলে তো কথাই নেই। এখানে বাস, ট্রেন ও অন্যান্য যানবাহন করে যাওয়া যায়। সম্প্রতি একটি বাস চলাচলের জন্য ভক্তদের কাছে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তারকেশ্বর থেকে ধুলাগড় কিংবা সাঁকরাইল। রুটটি হল হুগলির তারকেশ্বর থেকে জাঙ্গিপাড়া প্রসাদপুর সিতাপুর হয়ে হাওড়া জগৎবল্লভপুর বড়গাছিয়া, পাতিহাল রেলস্টেশন হয়ে বেলে, খাঁদারঘাট, ফটিকগাছি, সিদ্ধেশ্বর, কুলডাঙা, গোলাবাড়ি, ধুলাগড় বাজার হয়ে ধুলাগড় চৌরাস্তা (হাই রোড) হয়ে সাঁকরাইলে রেল স্টেশন। মূলত এই রুটে কোনও বাস নেই। এই রুটে দিয়ে তারকেশ্বর যেতে কোথাও তিনটে কোথাও চারটে বাসে করে ভক্তদের যেতে হয়। অথচ এই রুটে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি রেল স্টেশন আছে হুগলির হরিপাল, হাওড়ার বড়গাছিয়া ও দক্ষিণপূর্বে রেলের সাঁকরাইল। রেলযাত্রীদের জন্যও সুবিধা হবে। আবার হুগলি ও হাওড়ারার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে। তাই সরকারের কাছে এই ভক্তবৃন্দের আবেদন এই রুটে সরাসরি বাস যোগাযোগ স্থাপন করলে সকালের উপকার হবে। বিষয়টি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ভক্তবৃন্দরা।

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া

রাস্তা যখন মরণ ফাঁদ

সঠিক রাস্তা যেমন সুন্দর যোগাযোগ স্থাপন করে তেমনি মানুষের জীবন যাত্রাকে আরও সুদৃঢ় করে। আবার সেই রাস্তা যখন মরণ ফাঁদে পরিণত হয় তখন মানুষের জীবনযাত্রা নরক করে তোলে। এমনি এক রাস্তা হল হাওড়া ডোমজুড় জেলে পাড়া থেকে খাঁটোরা, রুদ্রপুর, খসমড়া, বাঁধের বাজার, দেউলপুর, গঙ্গাধারপুর কালীতলা হয়ে ফটিকগাছি রোডে মিশেছে। এই গ্রামীণ রোডটি বছরের পর বছর বেহাল দশা। বিশেষ করে ডোমজুড় থেকে খাঁটোরা রুদ্রপুর হয়ে খসমরা বাঁধের বাজার পর্যন্ত। এই রাস্তাটা এতটাই খারাপ সে অসুস্থ মানুষ তো কোন ছাড় সুস্থ মানুষের যাওয়ার উপযুক্ত নয়। ডোমজুড় থেকে বাঁধের বাজার পর্যন্ত এই রাস্তা দিয়ে মানুষ জীবন হাতে নিয়ে নিত্য যাতায়াত করতে বাধ্য হয়। কারণ এই রাস্তা এই সব এলাকার মানুষের একমাত্র যাতায়াতের পথ। সাধারণত এই রাস্তা দিয়ে ছোট গাড়ি যাতায়াত করে। অটো, টোটো ও অন্যান্য ছোট গাড়ি। এই রাস্তা এক এক জায়গায় এমনভাবে ভেঙেছে যে দেখলে মনে হবে পিচের রাস্তা কোনওদিন ছিলই না। এলাকাবাসী ও নিত্যযাত্রীদের পক্ষ থেকে জানায়, সরকারের পক্ষ থেকে অবিলম্বে যদি এই রাস্তা সংস্কার না করা হয় তবে যে কোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বিশেষ করে অসুস্থ মানুষকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধা হয়। এখন দেখার বিষয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা সংস্কার করার কি প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

অর্জুন চক্রবর্ত্তী, হাওড়া

ফুলবাড়ি ওভার ব্রিজে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ২৩ এপ্রিল সকালে বেসরকারি বাস ও মোটর সাইকেলের মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ি ওভার ব্রিজে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনার সময় দ্রুতগতিতে থাকা বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। বাসের ধাক্কায় রাস্তার উপর পড়ে বাসের নিচে চাপা পড়ে বাইক আরোহী। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে বাসটিকে আটক করে পুলিশ।

ত্রিপল চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ১৯ এপ্রিল গ্রাম পঞ্চায়েত সরকারি ত্রিপল চুরি করার পরে বিক্রি করতে যাওয়ার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ল শালবাড়ির নয়া বস্তি এলাকায় বাসিন্দা মহম্মদ কারিম। মাটিগাড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে ১০টি ত্রিপল চুরির ঘটনা সামনে আসতেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখবার পর তদন্তে নামে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। অভিযুক্ত মাটিগাড়া বাজারে ত্রিপলগুলি বিক্রি যায়, তখন পুলিশ তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে পুর নিগমের নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : শহরের জীবনযাত্রা উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে, ব্যবসায়িক দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শহর শিলিগুড়ি। তাই শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যাতে বজায় থাকে সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে শিলিগুড়ি পুর নিগমের তরফ থেকে। তৎপরতা দেখাচ্ছেন সাফাই কর্মীরা। মোট তিনটি গাড়ি দুপুর থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত শহর জুড়ে পরিক্রমা করছে। বাড়ির আশেপাশের নোংরা জঞ্জাল পাশাপাশি দোকানের পাশে পড়ে থাকা জঞ্জাল সাফাই করা হচ্ছে। শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবার জন্য এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

গ্রেপ্তার ৯জন বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি অস্থিরতা। রীতিমতো ভয় পেয়ে সম্পত্তি বিক্রি করে অবৈধভাবে কাঁটাতারের বেড়া টপকে ভারতে এসে গ্রেপ্তার ৯ জন বাংলাদেশি নাগরিক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, শিলিগুড়ির সংলগ্ন ফকদইবাড়িতে হানা দিয়ে যে ১০ জনকে গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের মধ্যে ৯ জন বাংলাদেশি ২টি পরিবারের ও অপরজন হলেন বাড়ির মালিক। যাদের মধ্যে তিনজন নাবালক রয়েছে। প্রত্যেকে থানায় নিয়ে আসবার পর জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন, মাসখানেক আগে এরা বাংলাদেশের সব সম্পত্তি বিক্রি করে ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে তারের বেড়া টোপকে ভারতে এসে শিলিগুড়ির ফকদই বাড়িতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিল।

৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার

প্রথম পাতার পর

প্যারানরমাল রিসার্চ করা বিশ্বনাথও ঘটনাস্থলে যান। যদিও এলাকার মানুষজন তাদেরকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি। বর্তমানে কিছুটা হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ধীরে ধীরে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পুরুলিয়া জেলার সম্পাদক নয়ন মুখার্জি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রথমদিকে যে গুজব ছড়িয়েছিল সেই গুজব ধীরে ধীরে কমছে, পরিস্থিতি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে। বিদ্যালয়ে প্রায় ছাত্র শূণ্য হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে সবকিছু। নয়ন বাবু আরো বলেন যে কেউই প্রমাণ দিতে পারেনি যে এখানে কোন অশরীরী শক্তি আছে। কোন অসাধুচক্র তাদের গোপন কোন অভিসন্ধি পূরণ করার জন্যই ইচ্ছা করে এই ধরনের গুজব ছড়িয়ে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি করেছিল।' প্রসঙ্গত পুরুলিয়া জেলার বেগুনকোদর বলে একটি রেলস্টেশন আছে যেটি আন্তর্জাতিক হন্টেড রেলস্টেশন বলে পরিচিত ছিল একসময়। বর্তমানে সেই রেলের স্টেশনে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে।

বর্জ্য থেকে সম্পদে রূপান্তর করুন: জৈব সারে সবুজ বিপ্লব ঘটান

ঋক চক্রবর্তী : পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রামগুলিতে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে জৈব বর্জ্য– রান্নাঘর, বাজার, গাছপালা, কচুরিপানা, ইত্যাদি আবর্জনা দূষণজনিত আপদবিপদ ঘটায় অথচ সামান্য উদ্যোগে এই বর্জ্য পদার্থগুলি ব্যবহার করে উন্নতমানের জৈব সার তৈরি করা সম্ভব, যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা করে। বিভিন্ন জৈব সার তৈরির পদ্ধতি ও তার গুণগত মান যা প্রায় সকল প্রকার শাকসবজি ও ফল–ফুলের গাছে নিয়ম মেনে প্রয়োগ করা যায়:

১. কম্পোস্ট সার: বহু প্রাচীন এবং কার্যকারী কৃষি সহায়ক উপাদান

◆ **উপকরণ:** শাকসবজির খোসা, ফলমূলের অবশিষ্টাংশ, গাছের পাতা, খড়, গোবর, কচুরিপানা, অ্যাজোলা, ইত্যাদি।

◆ **পদ্ধতি:** একটি গর্ত বা পাত্রে জৈব বর্জ্যগুলি স্তরে স্তরে সাজিয়ে জল ছিটিয়ে আর্দ্র রাখতে হবে। মাঝে মাঝে স্তূপটি উল্টে দিতে হবে। ২–৩ মাসের মধ্যে কম্পোস্ট তৈরি হয়ে যাবে।

◆ **গুণগত মান:** এই সারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থাকে। এটি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে।

২. ভার্মিকম্পোস্ট: একটি প্রাকৃতিক ও জৈবিক ক্রিয়ার ব্যপক প্রক্রিয়াকরণ

◆ **উপকরণ:** কম্পোস্ট সার (পিঁয়াজ ও রসুনের খোসা ব্যতিত), কেঁচো

◆ **পদ্ধতি:** কম্পোস্ট সারের স্তূপে কেঁচো ছেড়ে দিতে হবে। কেঁচো জৈব বর্জ্য খেয়ে মল ত্যাগ করে, যা ভার্মিকম্পোস্ট নামে পরিচিত, তৈরি হয়ে যাওয়া সার দেখতে মূলত লিকার চায়ের দানার মতো।

◆ **গুণগত মান:** এই সারে কম্পোস্টের তুলনায় বেশি পরিমাণে পুষ্টি উপাদান থাকে এবং এটি মাটির গঠন উন্নত করে, জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায় ও গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।

৩. সবুজ সার: একটি প্রাকৃতিক ক্রিয়ার মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির পদ্ধতি

◆ **উপকরণ:** ধৈঞ্চা, শণ, বরবটি ইত্যাদি সবুজ উদ্ভিদ।

◆ **পদ্ধতি:** এই উদ্ভিদগুলি জমিতে চাষ করে ফুল আসার আগে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

◆ **গুণগত মান:** এই সার মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ায় এবং নাইট্রোজেন সরবরাহ করে যা গাছের সঠিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৪. গোবর সার:

◆ **উপকরণ:** গোবর।

◆ **পদ্ধতি:** গোবর সংগ্রহ করে স্তূপ করে রেখে পচাতে হবে।

◆ **গুণগত মান:** এই সার নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গাছকে সরবরাহ করে ও মাটির গুণমান উন্নত করে।

৫. খোল সার:

◆ **উপকরণ:** সরিষার খোল, বাদামের খোল ইত্যাদি।

◆ **পদ্ধতি:** খোল জলে ভিজিয়ে পচিয়ে নিতে হবে।

◆ **গুণগত মান:** এই সারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান থাকে যা ফল–ফুল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৬. ছাই সার:

◆ **উপকরণ:** কাঠ পোড়ানোর ফলে পাওয়া ছাই।

◆ **পদ্ধতি:** কাঠের ছাই সরাসরি জমিতে ব্যবহার করা যায়।

◆ **গুণগত মান:** এই সারে পটাশিয়াম, অন্যান্য খনিজ উপাদান থাকে যা পটাশিয়ামের অভাব দূর করে এবং গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৭. পাতা পচা সার:

◆ **উপকরণ:** বিভিন্ন গাছের পাতা।

◆ **পদ্ধতি:** গাছের পাতা সংগ্রহ করে স্তূপ করে রেখে পচাতে হবে।

◆ **গুণগত মান:** এই সার মাটিতে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস সরবরাহ করে, যা গাছের স্বাস্থের জন্য জরুরি।

৮. রান্নাঘরের বর্জ্য থেকে তরল সার:

◆ **উপকরণ:** সবজির খোসা, ফলের খোসা, চা পাতা, ডিমের খোসা।

◆ **পদ্ধতি:** একটি পাত্রে রান্নাঘরের বর্জ্য সংগ্রহ করে জল মিশিয়ে পচাতে হবে।

◆ **গুণগত মান:** এই তরল সার নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান থাকে যা গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।

৯. বোন মিল সার:

◆ **উপকরণ:** মাছের কাঁটা ও হাড়।

◆ **পদ্ধতি:** মাছের কাঁটা ও হাড় শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিতে হবে।

◆ **গুণগত মান:** এই সারে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম থাকে যা গাছের শিকড় শক্ত করে ও ফল–ফুল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

১০. নিম খোল সার:

◆ **উপকরণ:** নিম ফল ও পাতা।

◆ **পদ্ধতি:** নিম ফল ও পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিতে হবে।

◆ **গুণগত মান:** এই সারে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস (অনু খাদ্য) ও কীটনাশক গুণ থাকে যা গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

১১. কুঁচো চিংড়ি সার:

◆ **উপকরণ:** কুঁচো চিংড়ি।

◆ **পদ্ধতি:** কুঁচো চিংড়ি শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিতে হবে।

◆ **গুণগত মান:** এই সারে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও প্রোটিন থাকে যা গাছের বৃদ্ধি ও ফল–ফুল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

১২. কলা গাছের থোড় ও কাণ্ড থেকে সার:

◆ **উপকরণ:** কলা গাছের থোড় ও কাণ্ড।

◆ **পদ্ধতি:** কলা গাছের থোড় ও কাণ্ড ছোট ছোট করে কেটে গর্ত করে স্তূপ করে রেখে পচাতে হবে।

◆ **গুণগত মান:** এই সারে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম ও অন্যান্য মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস থাকে।

জৈব সারের উপকারিতা:

◆ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

◆ মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।

◆ মাটির গঠন উন্নত করে।

◆ পরিবেশের সুরক্ষা ও প্রকৃতির ভারসাম্য নিশ্চিত করে।

◆ রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমায়।

পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রামের বর্জ্য পদার্থগুলি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের জৈব সার তৈরি করা সম্ভব। এই জৈব সারগুলি ব্যবহার করে কৃষকরা তাদের জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে পারেন এবং পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন।

শিল্পাঞ্চল ক্রমশ চলে যাচ্ছে

প্রথম পাতার পর

সেখানে চলছে প্রোমোটিং এবং হাউজিংয়ের ব্যবসা, জানালেন এআইইউটিইউসি'র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। শ্রমিক সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট অমল সেন বলেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম দেওয়া স্বদেশী, বঙ্গোদয়, বঙ্গশ্রী কটন মিলগুলি অবলুপ্ত। বন্ধ হয়ে গিয়েছে অন্নপূর্ণা, ডানবার কটন মিলও। স্বদেশি শিল্পের প্রেরণায় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস উঠে যাওয়ার পথে। বিখ্যাত ইনটেক টায়ার, বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ব্যারাকপুরের মানচিত্র থেকে উধাও। কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপের অবস্থাও প্রায় শেষের পথে। তিন দশক আগেও এখানে প্রায় ১৬ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। বর্তমানে তা প্রায় ৭৫০০–তে এসে ঠেকেছে। এই রেল ওয়ার্কশপের অধীনেই ছিল এশিয়ার বৃহত্তম করাত কল, কামারশালা, ঢালাই কারখানা, ওয়াগন ডিভিশন। কেন্দ্রীয় সরকারের বেসরকারিকরণের নীতির ফলে এইগুলি আজ বেসরকারি সংস্থার অধীনে। এজন্যে দ্রুতহারে কমছে শ্রমিক সংখ্যা। বেঙ্গল এনামেল, হিন্দুস্থান লিভার, ইন্ডিয়ান অক্সিজেন, উইমকো, টিটাগড় পেপার মিল এখন যাদুঘরে।

তিনি আরও বলেন, 'ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের সিংহভাগ জুড়ে ছিল ২৫টি সমৃদ্ধ চটশিল্প। বিগত প্রায় ১০০ বছর ধরে প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিকের অন্নসংস্থান হত এখানে। কিন্তু পাটজাত বস্তার বদলে অস্বাস্থ্যকর ও পরিবেশ দূষণকারী সিন্থেটিকের প্রচলনের সরকারি নীতির ফলে চটশিল্প আজ বিপন্ন। ২৫টি চটকলের মধ্যে কোনও রকমে ধুঁকে ধুঁকে চলছে নদিয়া জুট মিল, ওয়েভারলি জুট মিল, বরানগর জুট মিল, প্রবর্তক জুট মিল, টিটাগড়, মাঠকল এবং রিলায়েন্স জুটমিলগুলি। সরকারি জুটমিল, খড়দহ জুট মিল, ফেনিসন জুটমিল, আলেকজান্দ্রা জুট মিল উঠে গিয়েছে। উঠে গিয়েছে গৌরীপুর জুটমিলও। চটশিল্পে অতিরিক্ত কাজের বোঝা, শোষণ এবং স্বল্প মজুরির জন্য শ্রমিকরা চটকল থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। ফলে রুটি রুজির সন্ধানে পেটের জ্বালায় হাজার হাজার শ্রমিক সপরিবারে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দূর–দূরান্তে ও দেশ–বিদেশে।'

বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট মানস দে বলেন, 'ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অবস্থা মোটেই ভালো না। এখানে শাসক দল তৃণমূলের দাদাগিরি, তোলাবাজির জন্য শ্রমিকরা নাজেহাল। ইউনিয়নের দখল নিয়ে তৃণমূলের জুলুমবাজি ব্যাপক। মাত্র কয়েকটা জুট মিল চলছে। সেখানে কোন শ্রমিক কাজ করবে আর কারা করবে না তা ঠিক করে দিচ্ছে তৃণমূল ইউনিয়ন। নিত্য নৈমিত্তিক এমনই দাদাগিরির শিকার হতে হচ্ছে শ্রমিকদের। নৈহাটি গৌরীপুর, শ্যামনগর জুটমিলের জমিতে চলছে প্রোমোটিংয়ের চক্রান্ত।' সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু'র উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ' এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে চটশিল্পের অবস্থা খুবই খারাপ। দেড় বছর আগের যে ত্রৈমাসিক চুক্তি লাগু করার কথা ছিল তা আজও লাগু হয়নি। আগে তিন শিফটে কাজ হত, এখন দুই শিফটে কাজ হয়। মালিকরা অর্ডার নেই বলে মাঝে মাঝে মিল বন্ধ করে দেয়। এই শিল্পকে চাঙ্গা করার জন্যে সরকারের যে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ছিল তা সরকার নিচ্ছে না। আর ম্যানেজমেন্টের তো কথাই নেই। তারা তাদের ইচ্ছামতো চালাচ্ছে, শ্রমিকরা থাকলো আর গেল, তাদের কি।' তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে অবশ্য ব্যারাকপুর জুট মিলগুলির অবস্থা স্বাভাবিক বলে দাবি করা হয়। রাজনৈতিক নেতারা যাই বলুক না কেন, মালিক ও নেতাদের যোগসাজগে চলে যাচ্ছে প্রোমোটারের কবলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শাসক দলের একাংশের মদত ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কলকারখানা ও জুটমিলগুলিতে রাতের অন্ধকারে চলছে মাটি কাটাএ কাজ ও প্রোমোটারদের আনাগোনা।

স্কুলে আসছে

প্রথম পাতার পর

যোগ্য শিক্ষকদের আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বেতন পাওয়ার উত্তর না হয় মিলল। কিন্তু স্কুলে স্কুলে এই তালিকা প্রকাশের পরে যারা অযোগ্য বলে চিহ্নিত হয়ে গেল তাদের এতদিনের শিক্ষকতায় যে সামাজিক প্রশ্ন উঠবে তার উত্তর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। যেমন উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতির। তিনি হাই কোর্টের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের কথা বললেও কেন অযোগ্য বলে বেছে নেওয়া এবং বেতনের তালিকা থেকে বাদ পড়া শিক্ষকদের টারমিনেশন ও বেতন ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে না তার কোনো উত্তর নেই। ফলে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশের পরেও বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা জিইয়ে রাখলো স্কুল সার্ভিস কমিশন।

ঘুঁটি সাজাচ্ছে ভারত

প্রথম পাতার পর

বায়ু সেনার উপদেষ্টাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। তাদের এক সপ্তাহের মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৬০ সালের সিন্ধু জল চুক্তিকে স্থগিত করে দেওয়া হয়। আটারির ইন্ট্রিগেটেড চেকপোস্ট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ওই পথে ভারতে আসা পাকিস্তানিদের ১ মে–এর মধ্যে ফিরতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। সার্ক ভিসা প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে কোন পাক নাগরিক ভারতে আসতে পারবে না, এখন যারা এমন ভিসা পেয়েছেন সব বাতিল করা হয়। এমনকী ভারতে এবং পাকিস্তানে উভয় দেশের যে হাইকমিশন আছে সেখানে কর্মীর সংখ্যা ৫৫ থেকে ৩০ করা হয়েছে। পাকিস্তানে যে সমস্ত ভারতীয়রা আছে তাদেরও খুব দ্রুত ভারতে ফিরে আসতে বলা হয়। এর পাশাপাশি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। যে বৈঠকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে সমস্ত বিরোধী দলগুলি। এমনকী নজির বিহীনভাবে দিল্লিতে অবস্থিত ২৪টি দেশের হাইকমিশনাররাও একটি জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। সেই সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সকলেই চাইছেন এই নারকীয় ঘটনার কঠিন প্রত্যাখাত করুক ভারত। যদিও পাকিস্তান প্রথম থেকেই এই জঙ্গি হানার পেছনে তাদের দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। তাদের বক্তব্য কাশ্মীরে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিরোধী শক্তির চক্রান্তেই হয়েছে। আসলে গোটা পাকিস্তান জুড়ে এখন নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত পাকিস্তান। এমনকী সম্প্রতি বালুচিস্থানেও বালুচরা স্বাধীনতার জন্য রাস্তায় নেমেছে, পাকিস্তান থেকে তারা পৃথক হতে চায়। এই সমস্ত নানা প্রতিকূল বা সমস্যার বিষয়গুলোকে ভুলিয়ে দিতেই পাকিস্তানও একটা ভারত বিরোধী যুদ্ধ যুদ্ধ পরিবেশ গড়ে তুলতে চাইছিল। সাধারণ পাক নাগরিকদের মনোভাব অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য। সেটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয়। ভারতবাসীর সে ব্যাপারে কোন কৌতুহল নেই। ভারতবাসী চাইছে প্রত্যাঘাত। গত বৃহস্পতিবার বিহারের একটি সভায় প্রধানমন্ত্রী যে ভাষায় হুংকার দিয়েছেন তা অনেকেই নিশ্চয়ই শুনেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'যারা এই জঙ্গিহানা ঘটিয়েছে এবং তাদের যারা মদত দিয়েছে তাদের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে একটু অপেক্ষা করুন।' সেই অপেক্ষাতেই আছে আপামর দেশবাসী। যদিও প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই সেনাবাহিনীতে একটা তৎপরতা শুরু হয়েছে। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে বৈসরণ ভ্যালিতে জোরদার চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সেনাবাহিনী। আকাশপথে টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনীর চপার। আরব সাগরে গুজরাটে নৌবাহিনী তাদের মহড়া শুরু করে দিয়েছে। রাজস্থানেও সেনাবাহিনী যুদ্ধের মহড়া শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গে চীন সীমান্তে এবং বাংলাদেশ সীমান্তেও বায়ুসেনা মহড়া শুরু করেছে। যে মহড়ার নাম সেওয়া হয়েছে 'আক্রমণ'। অন্যদিকে, ভারত–পাকিস্থান সীমান্তে পাকিস্থান অস্ত্র বিরোধী চুক্তি লঙ্ঘন করে প্রচণ্ড আতঙ্কে এলোপাথারি গুলি চালাচ্ছে। ভারতের সেনাবাহিনীও তার পাল্টা জবাব দিচ্ছে। সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদি শুক্রবারে পৌঁছে গেছেন পহেলগাঁওয়ে। বৃহস্পতিবারই সেনাবাহিনী বান্দিপোড়ায় লস্কর–ই–তৈবার এক কমান্ডার আলতাফ লাল্লিকে ঘরে ঢুকে খতম করেছে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তান বুঝে গেছে ভারত কঠিন প্রত্যাঘাত করতে চলেছে। তারাও সীমান্ত বরাবর তাদের সেনা তৎপরতা শুরু করেছে। কয়েকদিন ধরে পাকিস্তানের করাচি–বালুচিস্তান–ইসলামাবাদের বেশ কিছু এলাকা সন্ধের পর থেকেই অন্ধকার করে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নতুন এক বার্তা দিয়েছেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের, যেসব রাজ্যে এখনো পাকিস্তানিরা আছে তাদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে পাকিস্থানে ফেরাতে হবে। সব মিলিয়ে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ সাজ সাজ রব উঠেছে দেশজুড়ে। এখন দেখার আগামীদিনে ভারত কিভাবে জবাব দেবে চিরশত্রু পাকিস্তানকে।

বৈদেশিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ভারতের চেয়ে পাকিস্থানের সামরিক ক্ষমতা অনেকটাই কম। অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রেও পাকিস্থান ভারতের চেয়ে অনেক দুর্বল। এক বিশেষজ্ঞ জানান, ভারত যদি সর্বাত্মক আক্রমণ চালায় তাহলে পাকিস্থান ৩ দিনের বেশি লড়তে পারবে না। এইজন্যই পাকিস্থানের নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি নিজেদের সামর্থের কথা না বলে জঙ্গীদের লেলিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। পরে এই বক্তব্য শুধরে নিলেও সারা পৃথিবীর কাছে জঙ্গীদের প্রতি পাকিস্থানের মদত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এখন তাই সমস্ত রাষ্ট্রই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একজোট হতে চাইছে। তারা বুঝে গিয়েছে জঙ্গীদের ঘাঁটি বলে পরিচিত পাকিস্থানকে এখনই উচিত শিক্ষা না দিলে সারা পৃথিবী সন্ত্রাসবাদের মুখোমুখি দাঁড়াবে। এটাই ভারতের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ।

গবেষণায় উৎপন্ন হচ্ছে বাঁশের জামাকাপড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগাছায় ভরা মৃতপ্রায় বাড়িটি আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে বাঁশের দৌলতে। কলকাতায় ২৫ এপ্রিল তারাতলার ইন্ডিয়ান জুট ইন্ডাস্ট্রিজ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের হাতে উদ্বোধন হল 'ন্যাচারাল ফাইবার ফেসিলিটি'।

এখানে গবেষণার ও উন্নতির মাধ্যমে তৈরি হবে বিভিন্ন জিনিসের ফাইবার। বস্ত্র শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে শণ, রামি, সিসাল, বাঁশ প্রভৃতি তন্তুর সুবিধার এবং প্রয়োজনীয় সক্ষমতার দিকের উপরও তিনি আলোকপাত করেছেন। ইতিমধ্যেই দেখা গেল বাঁশ নিংড়ে ছিঁবড়ে তৈরি করে সেখান থেকে সুতো তারপর শাড়ি,কোট বা অন্যান্য জিনিস বানানো হচ্ছে। গবেষণার এই পর্যায়ে আরো কিভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং আরো ঘষে মেজে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে মন্ত্রী শ্রী শিং আলোচনার সাথে ঘুরে দেখেন সমগ্র পদ্ধতি। এছাড়াও এই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন বস্ত্র শিল্পের প্রধানের সাথে আলোচনা করেন তিনি। বস্ত্র শিল্পে এই নতুন ধরনের ন্যাচারাল ফাইবারের গবেষণার অগ্রগতি নতুন উপহার দেবে বলে মনে করছে অনেকেই। এদিন ইন্ডিয়ান জুট ইন্ডাস্ট্রিজ রিসার্চ এসোসিয়েশনের সঙ্গে দশটি মৌ সাক্ষর করা হয় ১০ জন বস্ত্র শিল্পপতিদের নিয়ে। সরকার এ বিষয়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে বলেও বস্ত্র মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়। শ্রী সিং তার মন্ত্রকের আধিকারিকদের বলেন এই বিষয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন তা গুরুত্ব দিয়ে দেখবার জন্য তার সাথে তিনি রপ্তানিতেও জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন।

মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, 'নতুন নতুন জিনিস যদি ভাবানো হয় তবে মন্ত্রক আরো এটা নিয়ে ভাবতে প্রস্তুত। উৎসাহ লাগে কাজ করতে। সেইসঙ্গে কর্মচারী প্রভিডেন্ড ফান্ড মারফৎ শ্রমিকদের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার সংস্থানকেও সুনিশ্চিত করতে হবে।' এছাড়াও তিনি সুস্থায়ী তন্তু, বয়ন ও পোশাক উৎপাদন প্রসারে কৃষকদের সাহায্য, সহায়ক সমর্থন ও তাঁদের সঙ্গে উদ্যোগ গড়ে তুলতে বলেছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব পদ্মিনী সিংলা, জুট কমিশনার এমসি চক্রবর্তী, জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অজয় কুমার জোলি, ইন্ডিয়ান জুট ইন্ডাস্ট্রিজ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের ডিরেক্টর অনিল শর্মা।

অন্যদিকে, মন্ত্রী গিরিরাজ সিং রিজেন্ট পার্কে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ন্যাচরাল ফাইবার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে পাট কাঁচামালের ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিএআর–এনএইএনএফইটির ডিরেক্টর ড. ডি বি শাখ্যওয়ার সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। এই ব্যাঙ্কটি কেন্দ্রীয় বস্ত্র দপ্তরের ন্যাশনাল জুট বোর্ডের তত্বাবধানে পাটের তৈরি জিনিসপত্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে।

ছবি : প্রীতম দাস

বাড়ি বাড়ি ট্যাপকল লাগানো হলেও পানীয় জলের দেখা নাই

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর সদর মহাকুমার অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লকের ডোঙারিয়াতে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের দ্বিতীয় প্রকল্প অনেকদিন আগে শুরু হয়েছে। বছর তিনেক আগে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির তৎপরতায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর বাড়ি বাড়ি আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল পৌঁছে দেবার জন্য ৫৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। সাংসদ কথা দিয়েছিলেন ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই পানীয় জলের সংযোগ হয়ে যাবে বাড়ি বাড়ি। কিন্তু এখনো সেই পানীয় জলের সংযোগ সম্ভব হয়নি। বাড়ি বাড়ি ট্যাপকল লাগানো হলেও আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের দেখা নাই। পাইপ লাইন সংযোগের জন্য এখনো বেশ কিছু জায়গায় কাজ হচ্ছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা তড়িঘড়ি নজরদারি করতে ছুটে আসেন বজবজ ২ নম্বর ব্লকের দ্বিতীয় আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের প্রকল্পে। সেখানে তিনি বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি, বিডিও শুভব্রত চক্রবর্তী এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বাস্তুকারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত পানীয় জলের সংযোগ দেবার জন্য অনুরোধ করেন। বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি জানাচ্ছেন, 'খুব শীঘ্রই জলের সংযোগ সম্ভব হবে। কিছু কিছু অঞ্চলে জলের সংযোগ দিয়ে পরীক্ষাও করা হয়েছে।' সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর এই প্রসঙ্গে বলেন, 'দ্বিতীয় এই প্রকল্পটি থেকে বজবজ ২ নম্বর ব্লক এবং বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের অধিকাংশ অঞ্চলে পানীয় জলের সংযোগ হবে। পাশাপাশি বজবজ ১ নম্বর ব্লকের মায়াপুর অঞ্চলে এখান থেকে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। যে ঠিকাদার সংস্থা এই পাইপলাইন সংযোগের দায়িত্ব নিয়েছে তাদের ঢিলেমির কারণে পানীয় জলের সংযোগ দিতে দেরি হচ্ছে। বজবজ ২ নম্বর ব্লকের ৭টি অঞ্চলের ৭টি জলের বড় রিজার্ভার প্রায় সম্পন্ন হয়েছে এবং বিষ্ণুপুর ২নম্বর ব্লকে নটি রিজার্ভার তৈরি হচ্ছে আশা করা যায় আগামী ৬ মাসের মধ্যে পানীয় জলের সংযোগ বাড়ি বাড়ি সম্ভব হবে দেওয়া। জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা কথা বলছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং ব্লকের বিডিওর সঙ্গে।

স্কুলে বসছে মদের আসর

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে স্কুলে একটিও ছাত্রছাত্রী নেই তাই শিক্ষকও নেই। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে চালু হোক এই স্কুল। বেহাল দশা হয়ে পড়ে রয়েছে স্কুলের জানলা দরজা ভেঙে গিয়েছে স্কুলের সামনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যবহার করা যে পানীয় জলের কল সেই পানীয় জলের কলও বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে। সন্ধ্যায় করে বসেছে মদের আসর। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দ্রুত সংস্কার করে অবিলম্বে চালু হোক এই স্কুলটি। এ বিষয়ে গঙ্গাসাগর–বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ভাইস চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র তিনি বলেন, 'কয়েক বছর আগে স্কুলের ছাত্রছাত্রী ছিল। বর্তমানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে গিয়েছে। অভিভাবকদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার আমরা কথা বলেছি। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য খান সাবাদ হাই স্কুল ও স্থানীয় হাই স্কুলে পাঠায়, এর ফলে এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমেছে। আমরা আবারো স্কুল পুনরায় চালু করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি।' স্থানীয় বিজেপির নেতা ডঃ অনুপ কুমার দাস তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ এখন নৈরাজ্যতে পরিণত হয়েছে। শুধুমাত্র মায়াপুর নয় পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ স্কুলই এখন ভূতের বাসা হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকার দুর্নীতি করছে সেখানে স্কুলগুলি বেহালদশা হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমরা চাই অবিলম্বে রাজ্যের যে সকল স্কুল রয়েছে বেহাল অবস্থায় পড়ে সে সকল স্কুলগুলি অবিলম্বে সংস্কার করে পঠনপাঠনের যোগ্য করে তুলুক রাজ্য সরকার।' এবার দেখার বিষয় এই যে কত তাড়াতাড়ি এই মায়াপুর জুনিয়ার হাই স্কুল সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়।

TENDER NOTICE

Abridged Ad regarding Lease of Adjacent Area of Medical Store building near old Zilla Parishad Building at Alipore for 3 years

Eligibility :	1) Individual person/partnership firm/contractor/agency/SHG, Bonafide outsider and resourceful contractors having ant Govt. sector/Semi-Govt. sector/Govt. undertaking Deptt./ Pvt. Sector may apply with – a) Updated Trade License ; b) PAN ; c) Latest IT Return ; d) E-mail ID
Minimum Bid Money	Rs. 5,39,100.00
EMD	Rs. 10,782.00
Last date & time for online submission of bid	Upto 2:00 PM on 13/05/2025

For further details, Ad uploaded in District Website https://s24pgs.gov.in may please be seen

Memo no- 751/DICO/S-24 Pgs Dt. 26/04/2025

Sd/-

Additional Executive Officer, South 24 Parganas Zilla Parishad

নির্মাণকারী সংস্থাই দেবে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার খরচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: বেআইনি নির্মাণ ভাঙার খরচ এবার থেকে নির্মাণকারী সংস্থা বা মালিককেই দিতে হবে। এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে এটা জানানো হয়েছে, বেআইনি বাড়ির মালিক কিংবা নির্মাণকারী সংস্থাকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিল্ডিং ভাঙার খরচ কলকাতা পৌরসংস্থায় জমা করতে হবে। শুধু বেআইনি নির্মাণ নয়, বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙার খরচও একইভাবে কলকাতা পৌরসংস্থায় জমা করতে হবে। ভাঙার কাজ করতে যে ব্যয় হয়েছে, সেই অঙ্কের একটা 'ডিমান্ড ড্রাফট' বাড়ি মালিক বা সংস্থার নাম ও ঠিকানায় পাঠানো হবে। আর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙার খরচের টাকা না মেটালে ওই বাড়ির মালিকের সম্পত্তি করের সঙ্গে পাওনা টাকা যোগ করে দেবে কলকাতা পৌরসংস্থা। বিল্ডিং এবং সম্পত্তি কর মূল্যায়ণ দপ্তর একসঙ্গে এই কাজটি করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালের কলকাতা পৌর নিগম আইনানুসারে বিপজ্জনক বাড়ি বা বেআইনি বাড়ি ভাঙার খরচ কলকাতা পৌরসংস্থা নিজেই বহন করতো। কিন্তু বিগত ১৫-২০ বছরে দেখা গিয়েছে এর ফলে বিপুল অঙ্কের রাজস্ব কলকাতা পৌরসংস্থার খরচ হচ্ছে। সেইজন্যই পৌর মহাধ্যক্ষের দপ্তর থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বেআইনি বাড়ির মালিক কিংবা নির্মাণকারী সংস্থাকে বা বিপজ্জনক বাড়ির মালিককে নোটিশ পাঠিয়ে খরচ মেটানোর জন্য ১৫ দিনের সময়সীমা দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে টাকা জমা করতে না পারলে সম্পত্তি কর দপ্তরের 'লেটার অভ ইন্টিমেশনে(এলওআই)' সেটা প্রতিফলিত হবে। এই বকেয়া টাকা সম্পূর্ণ মেটানো হলে তবেই মিলবে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট'। এই সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কলকাতা পৌরসংস্থার আয় বৃদ্ধি পাবে এবং অন্যদিকে, বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা কমবে বলে মনে করছে নগর-পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ মহল।

কলকাতায় থাকুক বস্তিবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার ভেস্তের জমিতে যাঁরা বাস করছেন, তাঁরা বস্তির মানুষ গরিব মানুষ। কলকাতার ঠিকা টেনেন্টরা কলকাতাতে থাকুক। বস্তিবাসীরা কলকাতায় থাকুক। গরিব মানুষজন কলকাতায় থাকুক। ২৩ এপ্রিল কলকাতার টাউন হলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম আরও জানান, কলকাতার যাঁরা প্রকৃত বাসিন্দা, তাঁরা কলকাতা ছেড়ে ৪০ – ৫০ কিলোমিটার দূরে চলে গেল। এটা ঠিক নয়। এই তো চেতলা ছেড়ে কেউ জোকা, কেউ পৈলান আমতলা রসপুঞ্জে চলে গেল, এটা ঠিক নয়। বস্তির মানুষজন বস্তির জমিতে ঠিকার জমিতে বাংলার বাড়ি করে থাকুক। বস্তি দপ্তর থেকে করে দেওয়া হচ্ছে। ঠিকা প্রপার্টিতে মিউটেশন অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে মিউটেশন হয়ে যায়, এটা অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা দেখবেন। কারণ বস্তির জমিতে অবৈধ নির্মাণ করার প্রবণতা সবথেকে বেশি। এখন আধ কাঠা পৌনে এক কাঠা জমিতে বাড়ি নির্মাণের প্ল্যানের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। ছাড় কমিয়ে প্ল্যান দেওয়া হচ্ছে। যাতে গরিব মানুষরা কলকাতায় একটা ছোট্ট বাড়ি করে বসবাস করতে পারেন।

বিল্ডিং দপ্তরে এখন থেকে 'কমপ্লিশন সার্টিফিকেট ছাড়া কোনও নতুন তৈরি বাড়িতে পানীয় জলের লাইন ও নিকাশি নালার লাইন দেওয়া যাবে না। সি সি নিতেই হবে। এটা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ। অ্যাসেসমেন্ট – কালেকশন দপ্তর কলকাতা পৌরসংস্থার রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ২০২৪ – ২৫ আর্থিক বছরে ১,২৫৮ কোটি টাকারও রাজস্ব আদায় করতে পেরেছি। যা, ২০২৩ – ২৪ আর্থিক বছরে সম্পত্তি কর আদায়ের তুলনায় ৪৮ কোটি টাকা বেশি আদায় করতে পেরেছি।

ওয়েভার স্কিম : ২০২০ এর মাধ্যমে বকেয়া কর পরিশোধের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও যে সকল করদাতা তা গ্রহণ করেননি, তাদের বিরুদ্ধে রেন্ট অ্যাটাচমেন্ট ও সম্পত্তি ক্রোকের মতো কড়া পদক্ষেপ ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। করদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, তাদের আপত্তি গুলির মীমাংসা করা, নোটিশ দেওয়াসহ আইন মোতাবেক ধাপ গুলি পেরিয়ে বকেয়া আদায় করার মতো সময়সাপেক্ষ কাজগুলি জরুরি ভিত্তিতে! করা হয়েছে। সুদ এবং জরিমানা মকুবের ব্যবস্থায় বড়সড় বদল আনা হয়েছে। দীর্ঘদিনের কর খেলাপীদের সুদ ও জরিমানায় ছাড় কমানো। নিয়মিত করদাতাদের উৎসাহ দিতে একটি শ্রেণিবিন্যস্ত ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল।

যে সকল নাগরিক অর্থনৈতিক বিপন্নতায় সম্পত্তি কর পরিশোধ করতে পারছেন না, শুনানির মাধ্যমে তাদের কর মকুবের বিষয়টির প্রস্তাব পৌরসংস্থার অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এভাবে নাগরিকদের করের বোঝা লাঘব করা হয়েছে।

'নমামী গঙ্গে' প্রকল্পে আদি গঙ্গার সংস্কার হবে

বরুণ মণ্ডল : রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় দক্ষিণ কলকাতার আদিগঙ্গার (টলিনালা) কলকাতা পৌর এলাকা অংশের পলি তোলা এবং আদিগঙ্গার দুই পাড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হলেও আদি গঙ্গার উন্নয়নে আরও ইত্যাদি কাজের জন্য কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের 'নমামী গঙ্গে' প্রকল্পের আওতায় আদিগঙ্গার সংস্কার হবে। গোটা কাজ তদারকি করবে কলকাতা পৌরসংস্থা। বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ৬৩০ কোটি টাকা। ২ বছর ১১ মাসের মধ্যে টলি নালার সংস্কার প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। রাজ্য সরকার ও কলকাতা পৌরসংস্থার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই এই অনুদান মিলছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, পুরো প্রোজেক্ট রিপোর্টের বেশ কিছু রদবদল করে নতুন ডিপিআর গত মার্চ মাসে পাঠানো হয়েছে। আশা করা যায়, চলতি এপ্রিল মাসের মধ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন মিলবে।

কলকাতা পৌরসংস্থার নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর 'নমামী গঙ্গে' প্রকল্পের আওতায় কলকাতার হেস্টিংস মোড়ের নিকটবর্তী দইঘাট থেকে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ১৫.৫ কিলোমিটার আদিগঙ্গার পলি সংস্কার হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার কমবেশি ১৫ টি ওয়ার্ড থেকে ২৪টি নিকাশি নালা থেকে বর্জ্য ময়লা জল বহু বছর ধরে আদি গঙ্গায় পড়ছে। সেই সূত্রেই প্রথম ধাপে গড়িয়ার ঢালাই ব্রিজ, গল্ফগ্রীণ ও বাঁশদ্রোণীতে মোট তিনটি সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট(এসটিপি) তৈরি হবে। নতুন ডিপিআর-এ দইঘাট থেকে গড়িয়া পর্যন্ত নিকাশিনালার ময়লা জল সরাসরি আদিগঙ্গায় ফেলা হবে না। এসটিপির মাধ্যমে নোংরা জল পরিস্রুত করে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে আদিগঙ্গায় ফেলা হবে। আদি গঙ্গার দুধার জুড়ে উঁচু করে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে। ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্য আদিগঙ্গার দুপাশে পাড় বাঁধানোর কাজের জন্য ডিপিআরে ধরা হয়েছে। প্রথম ধাপে ধনধান্য সেতু(আলিপুর ব্রিজ) থেকে চেতলা ব্রিজ আনুমানিক আড়াই কিলোমিটার পাড় বাঁধানো হবে। কেন্দ্র সবুজ সংকেত দিলেই কাজ শুরু হবে। পৌর সূত্রে খবর, এরফলে কমবেশি ১২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

আদি গঙ্গার উৎস দইঘাট থেকে চেতলা ব্রিজ পর্যন্ত ৪.৭ কিমি পলি নিষ্কাশনের কাজ পর্ব-১ শেষ হয়েছে। চেতলা ব্রিজ থেকে কুঁদঘাট মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত ৫.৬ কিলোমিটার পলি নিষ্কাশনের কাজ অন্তিম পর্যায়ে রয়েছে। এবার কুঁদঘাট মেট্রো স্টেশন থেকে ঢালাই ব্রিজ পর্যন্ত ৪.৬ কিলোমিটার পলি নিষ্কাশনের কাজ শুরু হয়েছে। এরই সঙ্গে সারা বছর ধরে আদিগঙ্গার নিয়মিত পরিষ্কার এবং ভাসমান উপাদান সংগ্রহ করা চলছে। এবং আদি গঙ্গার পারাপারের প্রত্যেকটি মাধ্যমের ওপর প্রায় সমস্ত ফুট ওভার ব্রিজ থেকে যাতে ময়লা না ফেলতে পারে, সেজন্য ফুট ওভার ব্রিজের দুপাশে বেড়াজাল কাজ শেষ করা হয়েছে। এই আর্থিক বছরে আদি গঙ্গার দুপাশে বেড়াজাল কাজেরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানীদের উত্তর-পূর্ব ভারতে নতুন প্রজাতির মাকড়সার আবিষ্কার

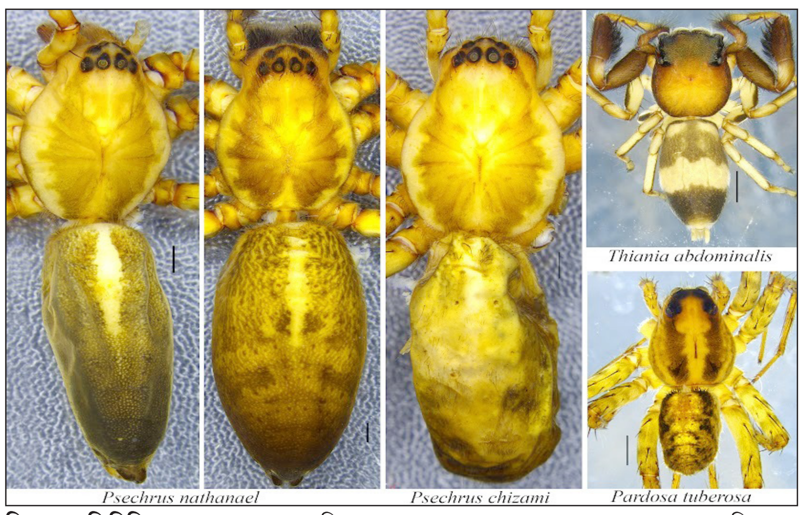

বিশেষ প্রতিনিধি : কলকাতার জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জেডএসআই)-এর কলকাতার গবেষকদের একটি দল সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে ৪ টি নতুন প্রজাতির মাকড়সার সন্ধান পেয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মধ্যে দুটি প্রজাতি রয়েছে যা অতীতে বিজ্ঞানীদের কাছে অজানাই ছিল এবং আরও দুটি প্রজাতির উপস্থিতি এই দেশে প্রথমবারের মতো নথিবদ্ধ হয়েছে। এই আবিষ্কারগুলি এই অঞ্চলের অনেকাংশে অনাবিষ্কৃত অ্যারাকনিড জীববৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছে এবং এর ফলে, বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য হটস্পট হিসাবে স্বীকৃত এই অঞ্চলটির চলমান জীববৈচিত্র্য যে যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ রাখে সেটি নির্দিষ্ট করে।

'সেকরাস চিজামি' নামক নতুন প্রজাতিটির পাওয়া গিয়েছে নাগাল্যান্ডে। পাশাপাশি, 'সেকরাস ন্যাথানিয়াল' নামক প্রজাতিটি নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয় উভয় রাজ্য থেকেই পাওয়া গিয়েছে। 'চিজামি' নামকরণের উৎপত্তি স্থল হল চিজামি, যেখান থেকে এটি প্রথম সংগ্রহ করা হয়। সেকরাস ন্যাথানিয়াল-এর নামকরণ করা হয়েছে শ্রী নাথানেইল পি.এ. নিউমাইয়ের সম্মানে, যিনি অনুসন্ধান পর্বে অমূল্য সহায়তা দান করেছিলেন। মাকড়সার এই সংযোজনগুলির সঙ্গে, ভারতে আবিষ্কৃত সেকরাস প্রজাতির মাকড়সার মোট সংখ্যা ৭টি।

স্ক্রেডি গোত্রের মাকড়সাগুলি স্বতন্ত্র-সামান্য গম্বুজ-আকৃতির জাল তৈরি করে যার মধ্যে একটি নল-সদৃশ আশ্রয়স্থল থাকে, যা সাধারণত ছোট ফাটল, পাথরের ফাঁক বা গাছের শিকড়ের মধ্যেই থাকে। নতুন স্ক্রিড প্রজাতিগুলি তাদের অনন্য জননাঙ্গের কারণে অন্যান্য প্রজাতিগুলি থেকে ভিন্ন।

এই নতুন আবিষ্কারটি জোটাক্সা জার্নালের সাম্প্রতিক সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাদলটিতে ছিলেন ডক্টর সৌভিক সেন, ড. সুধীন পি পি এবং ড. সৌভিক মালি। এই গবেষক দলটি এছাড়াও প্যারডোসা তুবেরোসা এবং থিয়ানিয়য়া অ্যাবডোমিনালিস নামের আরো দুটি প্রজাতি মাকড়শার উপস্থিতি মেঘালয়াতে নথিবদ্ধ করেছেন। এই প্রজাতির ভারতে উপস্থিতি 'রেকর্ডস অফ দ্যা জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নেকড়ে মাকড়সা প্যারডোসা তুবেরোসা জীব বৈচিত্রের পরিবর্তনশীলতাকে চিহ্নিত করে, এর ক্রমহ্রাসমান সংখ্যা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে না চলতে পারাকে যথেষ্ট ইঙ্গিত করে।

থিয়ানিয়য়া অ্যাবডোমিনালিসকে জাম্পিং স্পাইডার বলা হয়ে থাকে এর লাফ দেওয়ার ক্ষমতার জন্য। মাঝারি আকৃতির এই প্রজাতির মাকড়সার হালকা লাল খয়েরি দেহ, ক্রিম হলুদ পেট ও কালো পা। এই রঙয়ের সাহায্যে নিজেদের স্বতন্ত্রতা প্রমাণ করে। এরা যে জাল তৈরি করে তাতে শিকার ধরে না, বরং নিপুণ দক্ষতায় খাদ্য সংগ্রহ করে।

এই গবেষণার প্রধান অন্বেষী ড. সৌভিক সেন বলেছেন, 'এই আবিষ্কারটি কেবল দুটি নতুন প্রজাতি এবং দুটি নতুন জাতীয় রেকর্ড নয়, এটি এই বাস্তুতন্ত্রে অনন্ত জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার সম্ভাবনাকেও নির্দিষ্ট করে। এদের বিভিন্ন আবাসস্থলের অনুসন্ধানের ফলে সম্ভবত আরও অসংখ্য প্রজাতি আবিষ্কৃত হবে যা এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা।'

জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধিকর্তা ড. ধৃতি ব্যানার্জী এই আবিষ্কারের বিষয়ে বলেন, 'এই আবিষ্কার একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ, পরবর্তীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে আরও ব্যাপক সমীক্ষা চালানো হবে, কারণ এখানকার জীববৈচিত্র্য অতুলনীয়। এই অঞ্চলের জীবজগতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে। আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন, গবেষকরা উত্তর-পূর্ব ভারতের বনভূমি ও পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা অনন্ত জীববৈচিত্র্যের রহস্য উন্মোচনের আশা রাখেন।'

খানাখন্দ : মুরারই একনং ব্লকের কনকপুর থেকে মুরারই যাওয়ার ৭ কিমি রাস্তা খানাখন্দে বেহাল দশায়

বিপজ্জনক : সিউড়ি সরকারি বাসস্ট্যান্ডে ঢোকার মুখে খানাখন্দে রাস্তা বৃষ্টি হলে জল জমে যায় **ছবি :** অভীক মিত্র

দেশবাঁচাও : শহর জুড়ে প্রতিবাদী মিছিল, গর্জে উঠেছে সব ধরনের মানুষ, দিকে দিকে শুধু একটাই স্লোগান, পাকিস্তান মুরদাবাদ। **ছবি :** অভিজিৎ কর

সংযোগ : জাতীয় জনসংযোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতায় ২১ এপ্রিল শ্রীশিক্ষায়তন স্কুলের অডিটোরিয়ামে ক্যালকাটা বিজনেস স্কুলের আয়োজনে জনসংযোগ নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন সন্মাগ পত্রিকার চেয়ারম্যান বিবেক গুপ্ত, চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রীতম দাশগুপ্ত সহ অন্যান্যরা। **ছবি :** প্রীতম দাস

ধাপার জল প্রকল্প সম্প্রসারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব কলকাতার ধাপায় জয়হিন্দ জলশোধন প্রকল্পের বর্তমান পরিস্রুত পানীয় জলের উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৩০ মিলিয়ন গ্যালন(৩ কোটি গ্যালন)। এই কার্যক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে দৈনিক ২০ মিলিয়ন গ্যালন(২ কোটি গ্যালন) কার্যক্ষমতা সম্পন্ন আরও একটি জল শোধনাগার নির্মাণ করার কাজ জোরকদমে চলছে। এই কাজে খরচ পড়বে মোট ১৩২ কোটি টাকা। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ১৭ এপ্রিল ধাপার এই জলপ্রকল্পের সম্প্রসারণের কাজ পরিদর্শন করেন।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি অভিনয়েও সেরা নকিব

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে সাংবাদিক অন্যদিকে অভিনেতা, সাংবাদিকতার সুবাদে মানুষের মন জয় করেছিল অনেক আগে। এবারে অভিনয় জগতের মানুষের মন কেড়ে নিয়েছে ডায়মন্ড হারবারের বাসিন্দা সাংবাদিক নকিব উদ্দিন গাজী। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে সাংবাদিকতা করে আসছেন। পত্রিকার লেখার পাশাপাশি তিনি স্যাটেলাইট চ্যানেলেও কর্মরত বর্তমানে। গ্রুপ থিয়েটার, যাত্রা তার কাছে প্রাণ, ডায়মন্ড হারবার উপ্তি নাটকের গ্রুপে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অভিনয় করে আসছে। ডায়মন্ড হারবারে নিউ মা লক্ষ্মী যাত্রা সংস্থা সাথে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত বিভিন্ন চরিত্রে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। যাত্রা, নাটকের ও সাংবাদিকতার সুবাদে বিভিন্ন মঞ্চ থেকে সম্মানও পেয়েছেন। এবারে ফতেপুর গোষ্ঠ মেলাতে ৪টি দলের যাত্রাপালা হয়। যাত্রাপালার প্রতিযোগিতায় তিনি, বিংশ শতাব্দীর 'শেষ বিচার' যাত্রাপালার নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেন আর সেই চরিত্র দর্শক এবং বিচারকদের মন কেড়েছে, বিচারকদের ভালো লাগে তাই তিনি এই প্রতিযোগিতায় সেরা নায়কের শিরোপা পান। গোষ্ঠ মেলা কমিটির পক্ষ থেকে তার হাতে রুপোর গোপাল মূর্তি স্মারক হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। আগামীদিনেও তিনি এভাবে সাংবাদিকতার পাশাপাশি অভিনয় করে যেতে চায়।

জেলা পুলিশের উদ্যোগে আঁকা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খাতড়া: শিশুর শিল্পে গড়ে উঠুক, পুলিশ ও সমাজের হৃদয়যোগ। এই আপ্ত বাক্যকে সামনে রেখে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের সংবেদন প্রকল্পে, জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও ইন্দপুর থানার পরিচালনায় ২৩ এপ্রিল ইন্দপুরের একটি বেসরকারি লজে এলাকার পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হল। এলাকার বিভিন্ন স্কুলের তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ১০০ পড়ুয়া প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সাইবার প্রতারণা, পুলিশ আমাদের বন্ধু, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, এই তিনটি বিষয়ের উপর তিনটি বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। এছাড়াও সকল অংশগ্রহণকারী পড়ুয়াদের সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন খাতড়ার এসডিপিও অভিষেক যাদব, প্রবেশনার পুলিশ আধিকারিক আর অর্পিত পারেক, ইন্দপুরের বিডিও সুমন্ত ভৌমিক, ইন্দপুর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পার্থ সারথী পাত্র, ইন্দপুর থানার ওসি মনোরঞ্জন নাগ সহ এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকারা। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এলাকার নাগরিক সমাজের অনেকেই।

রান্নার গ্র্যান্ড ফিনালে 'আমি অন্নপূর্ণা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : নতুন বছরের শুরুতে ১৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় 'খবর এখন' সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার উদ্যোগে কলকাতার রাসবিহারীতে বেদুইন শের ইন বেঙ্গলে হল রান্নার প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালে 'আমি অন্নপূর্ণা'। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র, জাদুকর জয়শ্রী সরকার, অভিনেত্রী দেবিকা মুখার্জি, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ তথা বিধায়ক দেবাশীষ কুমার, বিশিষ্ট শিল্পপতি সঞ্জীব বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানের আয়োজক খবর এখনের সম্পাদক বিপ্লব চৌধুরী বলেন, 'বাঙালি খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসে। তাই তো আমরা রান্নার একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করি।' ১২৩ জন প্রতিযোগির থেকে ১০ জনকে নিয়ে গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হল। তাদের মধ্যে থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিবেচিত করা হয়।

সম্প্রতি শারদীয়া ও হিন্দ সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে চেতলার সঙ্ঘ প্রাঙ্গনে কচিকাচা এবং বিশেষ শিশুদের নিয়ে আঁকা ও নাচে-গানে এক মনোরম সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। **ছবি :** কৌনিশ ভট্টাচার্য

ক্যালকাটা জার্নালিস্ট ক্লাবের ৮ম ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ক্যালকাটা জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে এবং কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় ১৮ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতার আইসিসিআর-এর নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হল অষ্টম ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী। তিনদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীতে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা মোট ৪১৮টি আলোকচিত্র স্থান পায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি—শিক্ষক, পুলিশ কর্মী, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, এমনকী সাধারণ মানুষও তাদের তোলা অনবদ্য ছবি দিয়ে প্রদর্শনীর মাধ্যমে নজর কাড়েন।

প্রদর্শনীটি ছিল মোট চারটি বিভাগে বিভক্ত- প্রকৃতি এবং ভূদৃশ্য, বন্যপ্রাণ, একরাঙা ছবি এবং ঘটনা এবং রাস্তা। প্রতিটি বিভাগ থেকে মোট ১০ জন আলোকচিত্রীকে বাছাই করা হয়। প্রথম তিনজনকে নগদ পুরস্কার ও মানপত্র এবং বাকিদের মেডেল ও মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

শেষ দিনে দর্শনার্থীদের ভিড়ে কার্যত উপচে পড়ে গ্যালারি চত্বরে। ক্যালকাটা জার্নালিস্ট ক্লাবের সম্পাদক ইমন কল্যাণ সেন সকল অংশগ্রহণকারী এবং সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান।

সাহিত্যের মোড়ক উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সম্প্রতি আরাত্রিক পত্রিকার সম্পাদক দুর্গাদাস মিদ্যার বেহালার নাবালিয়া বাড়িতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে নতুন এক উপন্যাসের মোড়ক উন্মোচন হল। বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা প্রাক্তন প্রযুক্তিবিদ শুভ্রেন্দু রায়চৌধুরীর ষষ্ঠদশ পুস্তক 'গপ্পো সপ্পো'। যা সমাজের বুকে এক নতুন দিগন্তের জীবন্ত ইতিহাসের দলিল প্রস্ফুটিত হয়ে ফুটে উঠেছে। উল্লেখ্য সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি প্রায় ২ দশকেরও বেশি সময় সাহিত্যিক শুভ্রেন্দু রায়চৌধুরী এক বিরাট সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাঁর পুস্তক বিক্রির সমস্ত অর্থ দিয়ে তিনি সুন্দরবনের ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১২০০ শিশুর প্রতিদিন পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। দেশে বিদেশে তাঁর অসংখ্য বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও প্রাক্তন সহকর্মী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। তাঁদের কাছে তাঁর লেখা গ্রন্থ প্রেরণ করে প্রাপ্ত অর্থ সুন্দরবনের শিশুদের পুষ্টিকরণের কাজে লাগান। এছাড়াও শিশুদের কম্পিউটার লার্নিং, ডিজিটাল এটেন্ডেন্স প্রভৃতি কাজে সুন্দরবনে সহায়তা করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন আরাত্রিক পত্রিকার সম্পাদক দুর্গাদাস মিদ্যা, টাটুঘোড়া পত্রিকার সম্পাদক তথা কবি সুনীল করণ, প্রখ্যাত সাহিত্যিক তপন চক্রবর্তী, বিশিষ্ট কবি রতন ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক বিবেক পাল, বিশিষ্ট শিক্ষক পুর্ণেন্দু মিশ্র, সুজিত সরদার, রাখিবেল মোল্লা, প্রদীপ মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

ভাঙনে জরাজীর্ণ কবিতীর্থ

বরুণ মণ্ডল

যশস্বী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জন্ম ১৮২৪ – মৃত্যু ৭৩), কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৮২৬ – মৃত্যু ৮৭) ও স্বদেশপ্রেমিক কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়(জন্ম ১৮৩৮ – মৃত্যু ১৯০৩)– এই তিন কবির কারওরই জন্ম দক্ষিণ কলকাতার খিদিরপুরে না হলেও নিবাস ছিল খিদিরপুরে। সেইরূপেই সাহিত্যিক মহলে খিদিরপুরের নাম কবিতীর্থ। কিন্তু স্থানীয় কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ভারি চিন্তিত এই তিন স্বনামধন্য কবির ভগ্নাবস্থায় পড়ে থাকা বসত বাড়ি তিনটিকে নিয়ে। তিনি বলেন, 'প্রায় খোঁজ পাচ্ছি কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কখনও একতলার ছাদ থেকে কখনও দোতলার ছাদ থেকে পলেস্তরা বিম ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে। একাধিক ভাড়াটিয়া আঘাত পাচ্ছে। তবুও তারা বাড়ি ছেড়ে যাবে না। ভাড়া মাসে ২০–৫০ টাকার মধ্যে। বাড়িগুলির বর্তমান মালিকানা কার? মালিকদের খোঁজ পাওয়া দুষ্কর। আর ব্যক্তিগত বাড়ি হওয়ায় কলকাতা পৌরসংস্থারও হাতপা বাঁধা। হেমচন্দ্রের দোতলা এতো বড়ো বাড়ির কোনও অংশে

গৃহস্থের ছয়লাপ আবার কোনও অংশে ডাক্তারখানা। পাশে ছিল কবির ঘোড়ার আস্তাবল। সেও এখন দোকান হয়ে গিয়েছে। ২০, কার্ল মার্কস সরণির প্রাসাদোপম দোতলা বাড়ির কোন ঘরে যে মধুসূদন দত্ত বাস করতেন তাঁর খোঁজ পাওয়া দুষ্কর।'

বাড়ি তিনটি পরিদর্শনে গিয়ে

ওয়ার্ডের কবিতীর্থে এক অতি সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতল বাড়ির সামনেই বিশাল দিঘি। পূর্বে পদ্মফুল ফুটতো বলে দিঘির নাম পদ্মপুকুর। ফলে আজ জায়গাটার নামও পদ্মপুকুর। ১৮৬৪–৬৫ সালে নির্মিত বাড়িটির বর্তমান দুরবস্থা

যাওয়ার কথা। হেমচন্দ্র ভবনের বাইরের দেওয়ালে জায়গায় জায়গায় ভাঙন ধরেছে, কোথাও আবার ফাটল। দু–একটা অশ্বত্থ–বটের চারায় এক ঝাঁক সবুজপাতা উঁকি দিচ্ছে। বারান্দায় রেলিং ভগ্নপ্রায়। অযত্নে, সংস্কারের অভাবে এক বিষন্ন মলিনতা। ১৯০৩ সালের ২৪ মে হেমচন্দ্রের মৃত্যুর

অনেকদিন পর্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে কাটিয়েছেন। বাড়ির একতলার মলিন জীর্ণ বড়ো গৃহটায় দেখা যায় অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন, পারম্পর্যবিহীন।

খিদিরপুরের প্রশস্ত কার্ল মার্কস সরণি ওপর হলদে রঙের ২০ নম্বর কার্ল মার্কস সরণির প্রাচীন দোতলা বাড়িটা আজ চারদিকের সব

উঁচু উঁচু বাড়ির মাঝে যেন হারিয়ে গিয়েছে, কারোই চোখে পড়ে না। বাড়িতে প্রবেশ পথের মাথায় ছোটও সাইনবোর্ডে লেখা 'খিদিরপুর প্রেস'। প্রবেশ পথের বাম ও ডান দিকের ঘর দুটি বর্তমানে দোকান ঘর। দ্বিতল বাড়ির গৃহস্বামী হলেন আইনজীবী রাজনারায়ণ দত্ত ও তাঁর একমাত্র পুত্র মেঘনাদবধ কাব্যের রচয়িতা মাইকেল দত্তের কিশোর কালের বাড়ি। ভিতরে বাড়িটির তিনদিকে দালান। দ্বিতল বাড়ির প্রতিটি ঘর আজ বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত। এই বাড়ির দোতলার একটি ঘরে মধুসূদন তাঁর বাল্যজীবনে বাস করতেন। দেখলাম ঘরটির কোনও বিশেষত্ব নেই। মলিন বিবর্ণ। বর্তমানে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দপ্তর মাত্র। আজ ওই বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছেন যাঁরা দোতলার ঘরগুলিতে, তাঁরা কেউই জানেন না, একদা এই গৃহই ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের পৈতৃক ভিটে। শোনা যায়(১৯০৯ সাল) কবির ছোটবেলার ঘরটির দেওয়ালে কিছু কিছু ইংরেজি কবিতা পেনসিলে বহুদিন পর্যন্ত লেখা ছিল। ১৮৬২ সালের মে মাসে মধুসূদন ইংল্যান্ড যাত্রার প্রাক্কালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটও ভাইকে এই বাড়িতে পারিবারিক বাসরত হরিমোহনকে মাত্র ৭ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। উল্লেখ্য, ১৮১৭ সালে রাজনারায়ণ দত্ত এই বাড়িটি কেনেন ৪ হাজার টাকায়। এ বাড়িতে শৈশবে প্রায়ই আসতেন পিতৃ–মাতৃহীন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু বাল্যস্মৃতি বিজড়িত এই বাড়ির মায়া কাটানো সহজ হয়নি, তাই অদূরেই কলকাতা পৌরসংস্থা ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডের ৬, মনসাতলা লেনে একটি বাড়িতে তিনি থাকতেন। আজ সে বাড়িটিতে কলকাতা পৌরসংস্থার একটি হাসপাতাল হয়েছে। মনসাতলার

এই বাড়িতে থাকাকালীন ১৮৬২ সালে তিনি রচনা করলেন 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। মালিকানা বদল হলেও পৈতৃক বসত বাড়ির সঙ্গে কবির যোগাযোগ একেবারেই ছিন্ন হয়নি। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফেরেন ১৮৬৭ সালে।

১৮৫১ সালে কোমলা স্নেহপরায়ণা মা জাহ্নবী দেবী ও ১৮৫১ সালের ১৬ জানুয়ারি বাবা রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যুর পর ছেলের অবর্তমানে তাঁর আত্মীয় পরিজনবর্গের মধ্যে সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নেওয়ার চেষ্টা চলল। বাড়িটিও দখল করে বসলেন দত্তদেরই এক জ্ঞাতি। মধুসূদনের প্রিয় বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাক বহু চেষ্টার পর তৎকালীন মাদ্রাজ থেকে ১৮৫৬ সালে মধুসূদন আবার ফিরে এলেন খিদিরপুরের পৈতৃক এই বাড়িতে। কিন্তু এই বাড়ি দখল হয়ে যাওয়ায় তিনি চিৎপুর কোর্টের সন্নিকটে একটি দ্বিতল বাড়ির দোতলায় থাকতেন। এই বাড়িতে থেকেই ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই স্বল্প সময়টুকু তাঁর জীবনের পরম অধ্যায়। পৈতৃক বাড়ি নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলা চলাকালে রচনা করেন নাটক শর্মিষ্ঠা(১৮৫৯ সালে), হাস্যরস প্রধান নাটক একেই কি বলে সভ্যতা?(১৮৬০ সালে) ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ(১৮৬০ সালে), নাটক পদ্মাবতী(১৮৬০ সালে), কাব্য তিলোসম্ভব(১৮৬০ সালে), কাব্য মেঘনাদবধ (১৮৬১ সালে), কাব্য ব্রজাঙ্গনা(১৮৬১ সালে), নাটক কৃষ্ণকুমারী(১৮৬১ সালে)। ১৮৬১ সালে পৈতৃক বাড়ি নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে বছর পাঁচেকের মামলায় জয়লাভের পর ১৮৬২ সালে বাড়িটি মধুসূদন বিক্রি করে দেন। তবে স্থানীয় ক্লাব সংগঠন থেকে জাতীয় মহাকবির বসত বাড়িটির প্রবেশ পথের গায়ে কবির স্মৃতি রক্ষার্থে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখে দেবেন এটুকু আশা করা যায়।

মধুসূদনের এই বাল্যস্মৃতি ভবন থেকে ঢিল ছোড়া দূরে খিদিরপুর ফ্যান্সি মার্কেটের প্রায় বিপরীতে একটা গলিতে ২, রামকমল স্ট্রিটে একটি দোতলা পুরনো বাড়ি। রাস্তার ওপরের গেটে লেখা আছে 'কবি রঙ্গলাল ভবন'। এখানেই ছেলেমেয়ে সকলেই সপরিবারে এই বাড়িতে কবি বাস করতেন। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ জীবনের শত স্মৃতি নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ১৪৮ বছরের পুরনো বাড়িটি। তিনি কেবল স্বাধীনতার কবিতা লিখে খ্যাতি পাননি সাহিত্য সমালোচক ও অনুবাদক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৪১ সালে রঙ্গলালের বিবাহের পর তিনি সস্ত্রীক খিদিরপুরের ৭৬ নম্বর ওয়ার্ডে মনসাতলা অঞ্চলের ১ ও ২ নম্বর রামকমল স্ট্রিটে তাঁর বড়ো মামা রামকমল মুখোপাধ্যায়ের ১০ বিঘা জমির ওপর প্রাসাদোপম আবাস ভবনে(নির্মাণ হয় ১৮৩৫ সালে) স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। আর স্থানীয় ভূকৈলাস রাজবাড়ির বিশাল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত নানাবিধ পুস্তক পাঠ করে অল্পদিনের মধ্যে সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি সাহিত্যে ও ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। এবং সেগুলি থেকে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্যে পাঠকমহলে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। সেসময়ই খিদিরপুর নিবাসী রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র মধুসূদন দত্ত ও তাঁর সহপাঠী গৌরদাস বসাকের সঙ্গে রঙ্গলালের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। এঁরা উভয়েই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। মধুসূদনের মা জাহ্নবী দেবীকে রঙ্গলাল ও তাঁর ছোটও ভাই হরিমোহন মা বলে সম্বোধন করতেন। সময়ের ব্যবধানে রঙ্গলাল আজ পাঠকের কাছে কিছুটা বিস্মৃত হলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চির অক্ষয় স্থান অধিকার করে আছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রঙ্গলাল অবিস্মরণীয় রূপেই থাকবেন।

পাঁজির দাদাগিরি

প্রণব গুহ

কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে বাঙালির ঘরে আজও চলছে পঞ্জিকা ওরফে পাঁজির দাদাগিরি। অনেকের মতে প্রাচীন সেই লাল মলাটের এই দাদাগিরি আরও বেড়েছে, কারণ কলেজ স্ট্রীটের বই বিপনির হিসাব বলছে আগের থেকে বিক্রি বেড়েছে পাঁজির। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ ও পারিবারিক সমস্ত অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ নির্ধারণে পাঁজির জুড়ি মেলা ভার। তাই বাঙালি বাড়িতে বয়ঃজেষ্ঠ মা, কাকিমা, ঠাকুমা, দিদিমা নিদেনপক্ষে দাদু, জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে লাল মলাটের একটি পঞ্জিকা মিলবে না তা হয় না।

এবার আসা যাক আমাদের মাঙ্গলিক আস্থার প্রতীক পঞ্জিকার প্রাচীনত্বের কথায়। হিন্দু পণ্ডিতরা সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহগুলির চক্র পর্যবেক্ষণ এবং গণনা করে সময় নির্ধারণের চেষ্টা করেছিলেন। সূর্য সম্পর্কে এই গণনাগুলি সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ্যা গ্রন্থে পাওয়া যায়,

যেমন আর্যভট্টের ৫ম শতাব্দীর আর্যভট্টীয়, ষষ্ঠ শতাব্দীর লতাদেবের রোমক এবং বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ব্রহ্মগুপ্তের ৭ম শতাব্দীর খণ্ডাখাদ্যক এবং লল্লার ৮ম শতাব্দীর শিষ্যধিবর্ধিত। এই গ্রন্থগুলিতে সূর্য এবং বিভিন্ন গ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রহের গতির বৈশিষ্ট্য অনুমান করা হয়েছে। সূর্যসিদ্ধান্তের মতো অন্যান্য গ্রন্থগুলি ৫ম শতাব্দী থেকে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে কোনও এক সময়ে সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলায় বিস্তৃত বিভিন্ন রাজবংশ বিক্রমী পঞ্জিকা ব্যবহার করত। উদাহরণ স্বরূপ, পাল সাম্রাজ্যের যুগে তৈরি বৌদ্ধ গ্রন্থ এবং শিলালিপিতে বিক্রম এবং আশ্বিন মাসের উল্লেখ রয়েছে, যা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যত্র সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন শিলালিপি অনুসারে, এই অঞ্চলে মুসলিম শাসনের আগমনের আগে, বাংলায় শক যুগ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। এই অঞ্চলের বাঙালিরা বিক্রমী পঞ্জিকা ব্যবহার করত। এই পঞ্জিকাটির নামকরণ করা হয়েছিল রাজা বিক্রমাদিত্যের নামে, যার শূন্য তারিখ ছিল ৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। গ্রামীণ বাঙালি সম্প্রদায়গুলিতে, ভারত এবং নেপালের অন্যান্য অঞ্চলের মতো, বাংলা পঞ্জিকা বিক্রমাদিত্তো নামে পরিচিত। তবে, এই অঞ্চলগুলির বিপরীতে যেখানে এটি ৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হয়, আধুনিক বাংলাদেশী এবং বাংলা পঞ্জিকা ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় যা বাঙালি রাজা শশাঙ্কের সিংহাসনে আরোহণের ইঙ্গিত দেয়।

কালের কষ্ঠি পাথরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পঞ্জিকার মহিমা। আজও সমান গুরুত্ব নিয়ে বাঙালি বাড়িতে রাজ করছে তিথি নক্ষত্রের এই অভ্রান্ত পুঁথিটি। প্রাচীন লাল তুলোট কাগজের চেহারা কিছুটা পাল্টালেও গোলাপী মলাটে রাশিচক্রের ছবি দেওয়া, ভিতরে খসখসে কাগজে কালো রঙে ছাপা সময়ের সারণী ও দেবদেবীর ছবি আজ মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাদের। তবে এক্ষেত্রে বাঙালি দ্বিধা বিভক্ত। কেউ মদন গুপ্তের বা কেউ বেণীমাধব শীলের সমর্থক। পদ্ধতি বা মতামত যাইহোক এ থেকে বেরোনোর উপায় নেই। পঞ্জিকা তোমাকে সেলাম! যুগ যুগ জিও!

পরিবেশ দূষণেই বাড়ছে বজ্রপাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজ্রপাত খুব সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা। প্রতিবছরই বাজ পড়ে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। বজ্রপাতকে বলা হয় প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তির মধ্যে একটি। প্রাকৃতিক ঘটনা হলেও বিশাল মালবাহী জাহাজ থেকে নির্গত সালফার কণার দূষণ বজ্রপাতকে প্রভাবিত করছে বলে জানিয়েছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। গবেষকদের তথ্যমতে, জাহাজে যখন জ্বালানি পোড়ানো হয়, তখন বাতাসে ক্ষুদ্র অ্যারোসল কণা ছড়িয়ে যায়। এসব কণা মেঘ গঠনের সময় জলীয় বাষ্পকে জলের ফোঁটায় ঘনীভূত করে বরফের স্ফটিক আকারে জমা হয়। ঝড়ের সময় এসব স্ফটিকের মধ্যে সংঘর্ষ বেশি হওয়ায় বৈদ্যুতিক চার্জ উৎপন্ন হয়ে বজ্রপাত তৈরি হয়। নতুন এই তথ্যের বিষয়ে বিস্তারিত জানা চেষ্টা চলছে। এর ফরে বিভিন্ন শিল্পের দূষণ বজ্রপাতের ধরনকে আসলেই পরিবর্তন করছে কিনা, তা–ও জানা সম্ভব হবে। সিঙ্গাপুর সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম ব্যস্ত বন্দর। আর তাই এই অঞ্চলে জাহাজ চলার পথে বজ্রপাতের ঘটনা বেশি দেখা যায়। তবে ২০২০ সালে নতুন একটি আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় বিভিন্ন জাহাজকে সালফার নির্গমন কমাতে বাধ্য করার পর জাহাজ চলাচলের পথে বজ্রপাতের ঘটনা অনেকটা কমে গেছে।

গবেষকদের পরীক্ষায় জানা গেছে, সালফার নির্গমন কমানোর ফলে এখন জাহাজ থেকে কম পরিমাণে সালফার কণা বায়ুমণ্ডলে জমা হচ্ছে। এর ফলে ঝড়ের সময় মেঘে কম পরিমাণে বরফের স্ফটিক তৈরি হচ্ছে। এতে কম বৈদ্যুতিক চার্জ তৈরি হওয়ায় বাজ আগের চেয়ে অনেক কম শক্তিতে পৃথিবীতে আঘাত হানছে।

ইনসুলিন ইনহেলার ও ইনসুলিন প্ল্যান্ট

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আজীবন সদস্য

বেশ কয়েক বছর ধরে শুনছিলাম আমাদের দেশের একটি বায়োটেক কম্পানি ইনসুলিন ক্যাপসুল নিয়ে আসবে, সেটা যে কারণে সে সপ্ন অধরা থেকে গেছে তারমধ্যে ইনসুলিন ইনহেলার চলে আসছে খুব দ্রুত আমাদেরই দেশে।

তাই ইনসুলিন সম্বন্ধে দু–চার কথা বলে নেওয়া যাক, আমাদের শরীরে ভেতর প্যানক্রিয়াসে আইলেস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানস বাংলায় তর্জমা করলে দারায় বিজ্ঞানী ল্যাঙ্গারহ্যানস বর্ণিত দ্বীপপুঞ্জ। ইনি প্যানক্রিয়াসের মধ্যে দ্বীপের মতো বিটা কোষ শনাক্ত করেন, এই বিটা কোষ থেকেই ইনসুলিন হরমন নৃসিত হয় যা রক্তে শর্করা পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করেন।

১৮৯০ সাল নাগাদ জেন দে মায়ার ইনসুলিন নামকরণটি করেন আর ১৯২২ সালে ১২ জানুয়ারি ডায়াবেটিস চিকিৎসার এক যুগান্তকারি ঘটনা। নিওনাডো থমসম নামে ১৪ বছরের ছেলের উপর প্রথম ইনসুলিন ইনজেকসন প্রয়োগ করা হয়। আমরা অনেকেই জানি যে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের ইনসুলিন ইনজেকসন ছাড়া কোনও উপায় নেই, কারণ তাদের প্যানক্রিয়াসে বিটাসেল বলে কিছু থাকে না। আগে গরু ও শূকরের অগ্নাশয় থেকে ইনসুলিন তৈরি করা হত। এখন উন্নত প্রযুক্তির দৌলতে ও জেনেটিক এনজিনিয়ারিংয়ের সাহায্যে মানুষের মতো ইনসুলিন তৈরি করতে সম্ভব হয়েছে।

ইনসুলিন ইনজেকসন মূলত ৩রকম। প্রথম হচ্ছে স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি। স্বল্প মেয়াদি ও রেগুলার ইনসুলিন মাত্র ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা কাজ করে, তাই দিনে ৩ বার নিতেই হবে যা অত্যন্ত কষ্টকর। তাই মধ্য মেয়াদি (ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিভ ইনসুলিন) দিয়ে চিকিৎসা শুরু করলে ভাল হয়।

ইনসুলিন দেওয়ার কোনও ধরাবাধা নিয়ম নেই। রোগের স্থায়িত্ব কমা শরীরের গঠন ও শ্রমের হেরফেরের অনেক কিছুর উপর ইনসুলিনের ডোজ নির্ভর করে। তাই রক্তের সুগারের পরিমাণ ৩জন লোকের একইরকম হলেও ইনসুলিনের কার্যকারিতা ৩জনের ক্ষেত্রে ৩রকম হতে পারে। তাই ট্রায়ল ও এরার মধ্যে ডোজটা ঠিক করতে হবে। গ্লুকোমিটার দিয়ে রক্ত নিয়ে মাঝে মধ্যে দেখতে হবে যে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কত আছে।

মধ্য মেয়াদি ইনসুলিনের সমস্যা হল কিছু ক্ষেত্রে রক্তে খালি পেটে (ফাসটিং) স্বাভাবিক হলে মূল খাবারের (পোষ্ট পেনডিয়াল ব্লান্ড গ্লুকোজ বেশি হয়ে থাকে, এই ঝামেলা এড়াবার জন্য মধ্য মেয়াদি ইনসুলিনের সঙ্গে একটু স্বল্প মেয়াদি ইনসুলিন মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে তাই বাজারে ঝামেলা এড়াবার জন্য মেশানো ইনসুলিন (পৃ–মিক্সড) এই নির্দিষ্ট পরিমাণ ইনসুলিনটা ২ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। যেমন ব্রেকফাস্টের আধ ঘণ্টা আর ডিনানের আধ ঘণ্টা আগে দিতে হয়। সকালে ২তৃতীয়াংশ আর রাত্রিবেলা ১তৃতীয়াংশ নিলে হাইপোগ্লাসিমিয়া চান্স কমে যায়। এখন তো ইনসুলিন পেন এসে গেছে কিন্তু পেন হোক যাইহোক ছুঁচ তো ফোটাতে হবে, রোজ রোজ ছুঁচ ফোটানোর ভয় অনেকে ইনসুলিন নিতে ভয় পায়। আছে আছে এর উত্তর এসে গেছে এখন ২০১৪ সাল নাগাদ মার্কিন মুলুকে এই ইনসুলিনের ট্রায়াল হয়েছে আর ২০১৮ সাল নাগাদ ইউ এস ফ্ ডি এ মান্যতা পাওয়া গেছে। ২০২৫ সাল নাগাদ সম্ভবত এই ইনসুলিন ইনহেলার আমাদের দেশে আসছে।

কিন্তু যাদের সি ও পি ডি, অ্যাজমা, ধূমপায়ী, তারা ইনহেলার নিতে পারবেন না। ইনহেলার নিলে তাদের ফুসফুসে ফ্রাইব্রোসিস হয়ে যায়। আগে ইনসুলিন ইনহেলার ৭বার পাফ নিতে হত, এখন তা ৩বারে এসে ঠেকেছে। তবে এদের দামের ছুঁচ কত ফোটাবে তা জানি না।

ইনসুলিন গাছের নাম শুনে আমিও চমকে গিয়েছিলাম কিন্তু দেখতে অনেকটা ১৪ শাকের ১ শাক কেউ (কসটাস পেসিওসাস) আর এই ইনসুলিন গাছ তো এর খুরতোতো ভাই কেতাবি নাম কসটাস ইগনিয়াস বাংলায় পিয়াসাল আসলে এই গাছের পাতায় কোরোসলিক অ্যাসিড থাকে যার রক্তে ইনসুলিনের মতো রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাকে নিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এর মধ্যে টেরপনয়েড ফ্লাভনয়েড আর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকাতে ইনফেকসনের বিরুদ্ধে ও বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে ও প্রদাহ কমায়। তবে এ পাতা বেশি খেলে আমাদের ঝিমুনি আসতে পারে আর স্টমাক আপসেট হতে পারে।

তবে একটা কথা পরিষ্কার বলে দিতে চাই, এটা ইনসুলিনের গাছ বললেও এটা ইনসুলিনের সাবস্টিটিউড নয়, তবে ইনসুলিনের রোগীকে খাওয়ালে ইনসুলিনের মাত্রার চাহিদার পরিমাণ অর্ধেক হয়ে গেছে। অন্যান্য সুগারের ওষুধের সঙ্গে কেউ যদি এই পাতা খায় তবে সুগার ফল্ট করতে পারে। বিজ্ঞানীরা ইদুরের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে এই পাতার উপর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি আমরা অদূর ভবিষ্যাতে ইনসুলিন গাছটি ইনসুলিনের সমকক্ষ হতে পারে।

আধুনিক আলোর ধাক্কায় হারাতে বসেছে বিষ্ণুপুরী লণ্ঠন

সুকান্ত কর্মকার

বিষ্ণুপুরের এক অনন্য শিল্প হল লণ্ঠন। বিষ্ণুপুরী লণ্ঠন, যা এক সময় গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে আলো দিত। শতাধিক প্রাচীন এই বিখ্যাত লণ্ঠন শিল্প আজ অবলুপ্তির পথে। বিষ্ণুপুরে হাতেগোনা কয়েকটি পরিবার আজ কোনোক্রমে পূর্বপুরুষের এই শিল্পকে ধরে রেখেছেন। তাদের প্রত্যেকের গলায় আক্ষেপের সুর, চাহিদা একেবারেই নেই।

তারা জানেন না কতদিন এভাবে চালিয়ে যেতে পারবেন!

তবে বিষ্ণুপুরী লণ্ঠনের উপর চলছে এক রঙিন এক্সপেরিমেন্ট। লণ্ঠনের চার দেওয়ালের গায়ে আঁকা রয়েছে বিষ্ণুর দশাবতার। এই অবতারগুলি যেন লণ্ঠনের আলো হয়ে দাঁড়িয়েছে। লণ্ঠনগুলিকে বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে তাতে দশাবতার তাসের উপরে যে অবতারগুলি আঁকা হয় সেই অবতারগুলি এঁকে লণ্ঠনকে এক নতুন রূপ দিচ্ছেন শিল্পীরা। যা অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মানুষের।

আগেকার দিনের প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে ছিল না বিদ্যুৎ। সাধারণ মানুষকে ভরসা করে থাকতে হত লণ্ঠনের উপরে। বিষ্ণুপুরের এই লণ্ঠনগুলি সেই কারণে প্রাসঙ্গিক ছিল বিগত জামানায়। তবে আধুনিকতার জোয়ারে লণ্ঠনের ব্যবহার কমে গিয়েছে রীতিমতো। মাসে ৫০ থেকে ৬০ লণ্ঠন বিক্রি হতো আগেকার দিনে, যে সংখ্যাটা এখন পৌঁছেছে পাক্ষিক ৩ থেকে ৪টি লণ্ঠনে। তবে তা বলে কি বিষ্ণুপুরের লণ্ঠন হারিয়ে যাবে। 'সার্ভাইভারল অফ দা ফিটেস্ট' অর্থাৎ লণ্ঠনকে বেঁচে থাকতে হলে আধুনিক সমাজের সঙ্গে তাল মেলাতে হবে, সেই কারণেই, ঐতিহ্যবাহী দশাবতার তাস এবং লণ্ঠনের একটি ফিউশন তৈরি হয়েছে। লণ্ঠনের ভেতরে গেছে ব্যাটারির লাইট। কার্যকরী কতটা সেটা পরীক্ষা সাপেক্ষ তবে দর্শণের দিক থেকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় এই দশাবতার লণ্ঠনগুলি।

যে কারণে অন্ধকারে আলো দেখাবার এই লণ্ঠনগুলি ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে ঘর সাজাবার জিনিসে। যার জন্য কিছুটা হলেও দশাবতার তাসের সঙ্গে লণ্ঠনের এই মেলবন্ধন কিছুটা হলেও প্রাসঙ্গিক। এবং সেই প্রাসঙ্গিকতাকে উপলক্ষ করে এক্সপেরিমেন্ট চলছে লণ্ঠনের উপরে।

চেনা গ্রহের রহস্য ভেদ

গ্রহের ইংরেজি প্ল্যানেট (Planet)। শব্দটির উৎস গ্রিক শব্দ প্ল্যানেটেস, এর অর্থ ভবঘুরে বা ভ্রাম্যমাণ। গ্রহগুলি ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে বলেই এই নামকরণ। গ্রহদের ইংরেজি নাম দেওয়া হয়েছে গ্রিক ও রোমান দেবদেবীদের নামানুসরণে–

বুধ (মার্কারি, Mercury): বাগ্মী, দক্ষ, বাণিজ্য দেবতা।

শুক্র (ভেনাস, Venus): সৌন্দর্যের দেবী।

মঙ্গল (মার্স, Mars): যুদ্ধের দেবতা।

বৃহস্পতি (জুপিটার, Jupiter): দেবাদিদেব, মানুষ ও দেবতার দেবতা।

শনি (স্যাটার্ন, Saturn): কৃষি–দেবতা।

ইউরেনাস (Urenus): টাইটানদের জনক, স্বর্গের দেবতা।

নেপচুন (Neptune): সমুদ্রের দেবতা।

বামন গ্রহ (Dwarf Planet) :

প্লুটো (Pluto): মৃত্যু ও অপরাধজগতের দেবতা।

এরিস (জেনা, Xena; Ares) গোলযোগ ও সংঘর্ষের দেবী।

সেরেস (Ceres): ফসল ও অপত্য স্নেহের রোমান দেবী।

আতশী কাচে

শুটিং বিশ্বকাপ

পেরুর লিমায় অনুষ্ঠিত আইএসএসএফ শুটিং বিশ্বকাপে ভারত মোট ৭ পদক জয় করে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছে ভারত। এরমধ্যে রয়েছে দুটি সোনা, চারটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ। মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে সিমরনপ্রীত কউর ব্রার ভারতের হয়ে রুপো জিতে শেষ পদকটি জেতেন। শীর্ষে থাকা চিন পেয়েছে চারটি সোনা, তিনটি রুপো ও ছয়টি ব্রোঞ্জ পদক। দ্বিতীয় স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চারটি সোনা, দুটি রূপো ও একটি ব্রোঞ্জ জয় করেছে। এটা ছিল এই মরশুমে দ্বিতীয় শুটিং বিশ্বকাপ। এই মাসের শুরুতে বুয়েনস আইরেসে আটটি পদক জিতেছিল ভারত।

হাম্পি প্রথম

পুণে ফিড মহিলা গ্রা পি দাবায় ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার কোনেরু হাম্পি বিজয়ী হন। হাম্পি চূড়ান্ত পর্বে বুলগেরিয়ান আন্ত্রজাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার নুরগুল সালিমোভাকে ৭/৯ পয়েন্টে হারিয়ে দেন। অন্যদিকে, চিনা গ্র্যান্ডমাস্টার ঝু জিনারও চূড়ান্ত পর্বের খেলায় রাশিয়ার আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার পোলিনা শুভালোভাকে ৭/৯ পয়েন্টে হারিয়ে দেন। কিন্তু টাইব্রেকারে হাম্পি প্রথম হন। গ্রা পি পয়েন্ট ও পুরস্কারমূল্য দুজনের মধ্যে ভাগ করা হবে। এই জয়ের ফলে ওমেন্স ক্যান্ডিডেট দাবা প্রতিযোগিতায় হাম্পির অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়লো।

হার্ডেল রেস

কোচিতে ন্যাশনাল ফেডারেশন সিনিয়র অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ৪০০ মিটার হার্ডেল রেসে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ভিথ্যা রামরাজ সোনা জিতে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫য়ে অংশও নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ৫৬ দশমিক ৪ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে তিনি ২০১৯য়ে সরিতাবেন গায়কোয়াড়ের ৫৭ দশমিক দুই এক সেকেন্ডের রেকর্ড ভেঙে দেন।

রাহুলের নজির

ভারতের কে এল রাহুল আইপিএলে দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে পাঁচ হাজার রান পূর্ণ করেছেন। রাহুল আইপিএলের ১৩০ ইনিংস খেলে এই মাইলফলক স্পর্শ করলেন। চলতি মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালস্-এর হয়ে খেলা রাহুল লখনউ-এর একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে লখনউ সুপার জায়ান্টস-এর বিরুদ্ধে ম্যাচে এই রেকর্ড করেন। কে এল রাহুলের আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ব্যাটার ডেভিড ওয়ার্নার আইপিএলে ১৩৫ ইনিংস খেলে পাঁচ হাজার রান পূর্ণ করেছিলেন।

নতুন চুক্তি

আগামী মরসুমের জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ঈশান কিশান ও শ্রেয়স আওয়ার পুনরায় বোর্ডের চুক্তির আওতায় এসেছেন। এ+ বিভাগে রয়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি,জসপ্রীত বুমরাহ এবং রবীন্দ্র জাডেজা।'এ' বিভাগে জায়গা পেয়েছেন ছ'জন ক্রিকেটার। 'বি' বিভাগে জায়গা পেয়েছেন পাঁচ জন ক্রিকেটার। সি বিভাগে রিংকু সিং সহ ১৯ জন ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন। মোট ৩৪ জন ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন নতুন চুক্তিতে।

সহকারী ছাঁটাই

বিসিসিআই ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ ও স্ট্রেন্থ ও কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেসাইকে অপসারন করেছে। নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দল পরাজিত হওয়ায় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়। ঐ দুই সিরিজে দলের খারাপ পারফরম্যান্স এর কারণে নায়ারকে সরানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রতিভার খোঁজে

বর্ধমানের তিন কন্যার গগনচুম্বী সাফল্য

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: এক সপ্তাহে পৃথক তিনটি ক্ষেত্রে পূর্ব বর্ধমান জেলার তিন কন্যার আকাশ ছোঁয়া সাফল্য লাভ নজর কাড়ল দেশবাসীর। সায়নী দাস, দেবদত্তা মাঝি এবং ইধা চক্রবর্তী। পূর্ব বর্ধমান জেলার এই তিন কন্যার ২ জন বিশ্বসেরা এবং অপরজন ভারতসেরার তালিকায় নাম তুলে আমজনতাকে চমকে দিয়েছেন। কালনা শহরের বারুইপাড়ার বাসিন্দা সায়নী দাসের নাম ইতিমধ্যেই এশিয়া সেরা সাঁতারুর তালিকায় নথিভুক্ত হয়েছে। জাতীয় পুরস্কারে (তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড) ভূষিত সায়নী দাস গত ১৮ এপ্রিল 'স্ট্রেইট অব জিব্রাল্টার' অভিযানে সফল হয়। 'সপ্তসিন্ধু' জয়ের লক্ষ্যপূরণ থেকে তিনি আর মাত্র এক ধাপ পিছনে। ওপেন ওয়াটার স্যুইমিং জগতে সেভেন ওশেনস চ্যালেঞ্জ

ক্ষেত্রে নথিভুক্ত ৭টি চ্যানেলের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৬টি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন বছর ২৬-এর এই 'জলকন্যা'। এশিয়ার প্রথম মহিলা সাঁতারু রূপে এই কৃতিত্বের রেকর্ড গড়ে দেশকে গৌরবান্বিত করেছে সে। এবার শুধুমাত্র জাপানের 'স্ট্রেইট অব সুগারু' অভিযান সম্পূর্ণ করতে পারলেই তাঁর 'সপ্তসিন্ধু' জয়ের লক্ষ্যপূরণ হবে। এবারের স্ট্রেইট অব জিব্রাল্টার অভিযান সম্পন্ন হওয়ার পরদিন স্পেনের ট্যারিফা থেকে সায়নীর পিতা রাধেশ্যাম দাস জানালেন, '২২ এপ্রিল দেশে ফেরার পর পরবর্তী পরিকল্পনা ঠিক হবে। প্রথমে কিছুদিন বিশ্রাম তারপর ধারবাহিক অনুশীলন চলবে। তবে, সায়নীর অ্যাকাডেমিক বিষয়ক পরীক্ষার প্রস্তুতি সহ একাধিক কারণে আগামী বছরের আগে স্ট্রেইট অব সুগারু অভিযানে তার পক্ষে নামা সম্ভব হবে না।' অন্যদিকে, কাটোয়া শহরের সার্কাস ময়দান এলাকার আর এক 'বিস্ময় কন্যা' দেবদত্তা মাঝির নজরকাড়া ধারাবাহিক সাফল্যলাভে জাতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে কার্যত শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কাটোয়া ডিডিসি বালিকা বিদ্যালয়ের এই ছাত্রী ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দেবদত্তা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রথম সেসনে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়। তারপর চলতি সপ্তাহে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার দ্বিতীয় সেসনের ফল বেরোতেই দেখা যায় দেবদত্তার নাম ভারত সেরাদের তালিকায়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের এই পরীক্ষায় তিনটি বিষয়েই ১০০ শতাংশ নম্বর প্রাপক দেশের মোট ২৪ জনের নামের সঙ্গেই জ্বলজ্বল করছে দেবদত্তার উপস্থিতি। সামনেই উচ্চ মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা হবে। সেখানেও রাজ্য সেরার তালিকায় এই 'বিস্ময় কন্যা' তার দাপট দেখাবে বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছে কাটোয়াবাসী। জেলা সদর শহর বর্ধমানের সিটি টাওয়ার এলাকার এক কিশোরী ইধা চক্রবর্তী বিশ্ব ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে সকলকে চমকে দিয়েছে। ইউরোপের সার্বিয়ায় জলাতিয়র শহরে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ফেডারেশন আয়োজিত 'জিমনেসিয়াড ২০২৫' প্রতিযোগিতাটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল। সেখানে ওয়ার্ল্ড স্কুল কমব্যাট গেমসে আই এস এফ জিমনেসিয়াডে বিভিন্ন বিভাগে ভারতের চারজন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। বিশ্বের মোট ৫৫টি দেশের পড়ুয়াদের নিয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব পনেরো বিভাগে(জুভেনাইল গ্রুপ) পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেছিল কলকাতার ইন্দাস ভ্যালি ওয়ার্ল্ড স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ইধা চক্রবর্তী। বিদেশের মাটিতে এই প্রথমবার আন্তর্জাতিক স্তরে পুরস্কার লাভ করে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত খুশি সে। তার এই সাফল্যে দেশের গৌরব বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত বিভিন্ন মহল। ইধার পিতা শাশ্বত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'তাঁর এক ছেলে এবং এক মেয়ে। ইধা বড়ো। মেয়ের ইচ্ছা আন্তর্জাতিক ক্যারাটে জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং পুনরায় যদি অলিম্পিকে ক্যারাটের অন্তর্ভূক্তি হয় তাহলে সেখানেও অংশগ্রহণ করতে চায় সে।

মার্শাল আর্টসের দিকে আগ্রহ বাড়ছে মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : রাস্তাঘাটে মহিলারা নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে নিজেরাই মার্শাল আর্টসের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এখন। আত্মরক্ষার স্বার্থে উসু (ডব্লুইউএসএইচইউ) খেলায় উৎসাহ মহিলাদের। ছোট থেকে বড় বিভিন্ন বয়সের মহিলারাই ক্রমশ আগ্রহ দেখাচ্ছেন মার্সাল আর্টসের এই পদ্ধতি করায়ত্ত করার জন্য। এই কারণেই গড়িয়াতে শুরু হয়েছে গড়িয়া উসু কুং-ফু অ্যাকাডেমি। যেখানে কর্মরতা মহিলা থেকে আরম্ভ করে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী অনেকেই ভর্তি হয়েছেন। এই অ্যাকাডেমির এক প্রশিক্ষক জানান, এটি একটি চাইনিজ মার্সাল আর্ট। এই অ্যাকাডেমিতে মূলত খেলা শেখানো হয়। এশিয়ান গেমস, ন্যাশনাল গেমস এবং অলিম্পিকেও এই খেলা রয়েছে বলে জানান তিনি। বাংলাতে এই খেলা ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। অনেকেই নানান প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়ে পুরষ্কারও জিতেছেন। প্রথমে দু-একজন উৎসাহ দেখালেও কয়েক মাসেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৫। বিভিন্ন স্কুলে গিয়েও ট্রেনিং দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালের এক নার্স বলেন, 'মাঝেমধ্যেই রাস্তাঘাটে তাদের একাই যাতায়াত করতে হয়। এমনকী রাতেও ডিউটি করতে হয়। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষার স্বার্থে এই ধরণের খেলা শেখাটা খুবই জরুরী। আরেক শিক্ষার্থী জানান আত্মরক্ষার পাশাপাশি যেহেতু শারীরিক কসরৎ করতে হয় তাতে শরীরের ফেক্সিবিলিটি থাকে। রাজ্যের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আত্মরক্ষার স্বার্থে এই ধরনের সেল্ফ ডিফেন্স শিখে রাখা খুবই দরকার। মহিলাদের পাশাপাশি ছেলেরাও এই খেলা শিখছেন। তারা বলেন, এখানে ভর্তি হয়ে অনেক কিছুই শিখতে পারছি আমরা। তাছাড়া শারীরিকভাবে নিজেকে ফিট লাগছে এখানে এসে।

ন্যাশনাল মাস্টার গেমসে কাটোয়ার দুই প্রাক্তন শিক্ষকের নজরকাড়া সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় আয়োজিত ন্যাশনাল মাস্টার গেমস প্রতিযোগিতায় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার দুই প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক নজরকাড়া সাফল্য লাভ করলেন। ধর্মাশালার এসএটি স্টেডিয়ামে সুপার মাস্টার গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ফেডারেশন পরিচালিত ন্যাশনাল মাস্টার গেমস প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ২০ এপ্রিল। ৭দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় কাটোয়ার প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক অজয় কুমার মণ্ডল এবং জয়া কোনার এরাজ্যের অন্যতম প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেন। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২জন মিলে সর্বমোট ৯টি পদক জয় করেছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলা স্পোর্টস অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অজয় কুমার মণ্ডল ৪০০ মিটার, ৮০০ মিটার এবং ১৫০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। এছাড়াও ৪x১০০ মিটার মিক্সড রিলে রেসে স্বর্ণপদক এবং ৪x৪০০ মিটার রিলে রেসে রৌপ্যপদক

ও ৪x৮০০ মিটার রিলে রেসে ব্রোঞ্জপদক জয় করেছেন। মহিলা মাস্টার বিভাগে জয়া কোনার শটপুট এবং ডিসকাস থ্রো দু'টি বিভাগেই স্বর্ণপদক জয় করেছেন। ভিনরাজ্যের মাটিতে তাঁদের এই সাফল্য ক্রীড়ামোদী অসংখ্য মানুষের নজর কেড়ে নিয়েছে। এই ২ প্রাক্তন শিক্ষক তথা মাস্টার ক্রীড়াবিদের সাফল্যে গর্বিত কাটোয়াবাসী।

মালদহ টাউন ক্লাবে স্টেট গেমসে হরিণডাঙ্গা হাই স্কুলের ছাত্রীদের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৭ থেকে ১০ এপ্রিল বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় মালদহে টাউন ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত হল নবম নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমস। এই গেমসে পুরুষ মহিলা বিভাগ নিয়ে মোট ২৯ টি বিভাগে খেলা হয়েছিল। এই প্রথম হরিণডাঙ্গা হাই স্কুলের অর্পিতা নস্কর, পাপিয়া মালিক, মাসকুরা খাতুন, তনুশ্রী মালিক ও স্বস্তিকা গায়েন ৫ জন ছাত্রী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা দলের হয়ে রাজ্য স্টেট গেমস হকি টিমে খেলার সুযোগ পায়। দক্ষিণ ২৪ পরগণা মেয়েদের হকি টিম আলিপুর জেলাকে ফাইনালে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। হরিণডাঙ্গা হাইস্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক শুভেন্দু ঘোষ জানান,

'এই বছর স্কুল ন্যাশনাল গেমসে তনুশ্রী মালিক তৃষা আদক ও তৃষা ভান্ডারী হকি এবং স্নেহা দাস ও শ্রেয়া নস্কর বাস্কেটবলে বাংলা স্কুল দলের হয়ে ন্যাশনাল স্কুল গেমস অংশগ্রহণ করেছিল। তিনি আরো জানান, যে এই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নির্মাল্য হালদার বিদ্যালয় খেলাধুলা উন্নতির জন্য সমস্ত রকম সহযোগিতা করেন আরো উল্লেখযোগ্য যে এই বছর কলকাতা হকি লীগে তৃতীয় বিভাগে হরিণডাঙ্গা হাইস্কুল অংশগ্রহণ করছে এই সাফল্যে এই স্কুলের সমস্ত শিক্ষা শিক্ষিকা ও অভিভাবক বৃন্দ খুবই খুশি।

আন্তঃজেলা স্কুল প্রতিযোগিতায় প্রথম ক্যানিংয়ের রাইহান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ক্যানিংয়ের মাতলা ২ পঞ্চায়েতের ধলিরবাটীর বাহিরবেনা গ্রামের বাসিন্দা দীনমজুর হবিবর সাঁফুই ও রেহেনা সাঁফুইয়ের একমাত্র সন্তান রাইহান সাঁফুই। ক্যানিংয়ের ডেভিড সেশুন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছোট থেকে দৌড়ানো নেশা। মাত্র ৪ বছর বয়সে ক্যানিং গোল্ড ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছিল সে। সেই থেকে পথচলা শুরু। বিগত দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করে প্রশংসাও কুড়িয়েছিল বিশিষ্টজনদের। এমনকী সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী থাকাকালীন এই ক্ষুঁদে দৌড়বিদকে পুরষ্কৃত করেছিলেন বর্তমান বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। এছাড়াও ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস ও ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মঞ্চে রাইহানকে

সংবর্ধনা দিয়ে পাশে থেকেছেন। ২০২৫-এ ক্যানিং জোনাল স্কুল গেমস অনুর্ধ্ব ১৪ প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিলে ক্যানিংয়ের সেন্ট গ্যাব্রিয়েল স্কুল মাঠে। ৬০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছিল রাইহান। এমনকী মহকুমা স্তরেও প্রথম হয়েছিল। গত ১৬ ও ১৭ এপ্রিল আন্তঃজেলা স্কুল গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্টেডিয়ামে। সেখানে ৬০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে ক্যানিংয়ের এই ক্ষুঁদে দৌড়বিদ।

অন্যদিকে, মাটির কুঁড়ে ঘরে বসে ছেলের এমন অভাবনীয় সাফল্যে আনন্দিত সাঁফুই পরিবার। দম্পতির আশা আগামীদিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে দৌড়ে অংশ গ্রহণ করে রাইহান রেকর্ড গড়বে এবং ক্যানিংয়ের সুনাম বৃদ্ধি করবে।' অন্যদিকে স্কুল ছাত্রের এমন সাফল্য আনন্দিত ক্যানিং ডেভিড সেশুন উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ কুমার ভকত সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

অসুস্থ শুভর পাশে দাঁড়ালেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুভঙ্কর দাস, ওরফে শুভ দাসের পাশে দাঁড়ালেন সৌরভ গাঙ্গুলি। পিআর সলিউশন এবং আদিত্য গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে প্রাক্তন ফুটবলারের হাতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হল। সৌরভ গাঙ্গুলির বাসভবনে হয় এই অনুষ্ঠান। শুভ দাসের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাঁর মা এবং ভাই। এছাড়াও ছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি, সস্ত্রীক আদিত্য গ্রুপের চেয়ারম্যান অনির্বাণ আদিত্য এবং রোশনী আদিত্য। ছিলেন গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান অঙ্কিত আদিত্যও। চিকিৎসার জন্য শুভর হাতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। লড়াকু ফুটবলারের অদম্য ইচ্ছে এবং সহ্যশক্তির প্রশংসা করেন সৌরভ। জানান, তিনি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সৌরভ বলেন, শুভর সাহস এবং লড়াই করার ক্ষমতা আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়। এদিনটা শুধুই ওর। কোনও চ্যালেঞ্জ যে বাধা হতে পারে না, প্রমাণ করেছে শুভ। মাত্র ৩৪ বছরেই সেলিব্রাল হয় শুভঙ্কর দাসের। যিনি ময়দানে শুভ দাস বলেই পরিচিত। ২০১১-১২ সালে মহমেডানে খেলেন। কোচ ছিলেন নঈমউদ্দিন। এরপর অলোক মুখার্জির কোচিংয়েও খেলেন। ইস্টবেঙ্গলের জুনিয়র দল দিয়ে শুরু। এরপর একে একে মহমেডান স্পোর্টিং, কালীঘাট এমএস, ইস্টার্ন রেল এবং টালিগঞ্জ অগ্রগামীর হয়ে কলকাতা লিগে খেলেন শুভ। মূলত বাঁ পায়ের প্লেয়ার ছিলেন। অভাবের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন। স্বপ্ন ছিল বড় ফুটবলার হওয়ার। কিন্তু সেটা অধরাই থেকে যায়। ২০২১ সালে লকডাউনের মধ্যে বাড়ির ছাদে ব্যায়াম করার সময় হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসে জীবনে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শুভ। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে জানানো হয়, সেরিব্রাল হয়েছে। সেই শুরু মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া। তারপর শরীরের বাঁ দিক অসাড় হয়ে যায়। তাঁর শুশ্রূষায় বিপুল অর্থ খরচ হয়। একটা সময় প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন। সংক্রমণে ডান হাত বাদ যায়। তাঁর চিকিৎসার জন্য বিপুল অর্থ প্রয়োজন। এবার অসুস্থ ফুটবলারের পাশে দাঁড়ালেন সৌরভ গাঙ্গুলি, আদিত্য গ্রুপ এবং অন্যান্য সংস্থা। মহৎ উদ্যোগে এবার সামিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও। শুভ দাসের চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকার চেক দিল লাল হলুদ।

রোহিত সেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রোহিত শর্মা আইপিএলে প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ২০বার ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতে নজির সৃষ্টি করেছেন। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে রোহিত ৪৪ বলে ৭৬ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে ২০ তম ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতে বিরাট কোহলিকে টপকে যান। বিরাট কোহলি ১৯ বার, মহেন্দ্র সিং ধোনি ১৮ বার, রবীন্দ্র জাদেজা ১৬ বার আইপিএলে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন।

নাম প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৫ সালের বি ডব্লিউ এফ সুধির মান কাপ ফাইনালস প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন সাত্বিক সাইরাজ বং র্যানকিরেডি চিরাগ শেট্টি। ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে,পুরুষদের ডাবলস এই জুটি শারীরিক অসুস্থতার কারণে খেলবেন না।

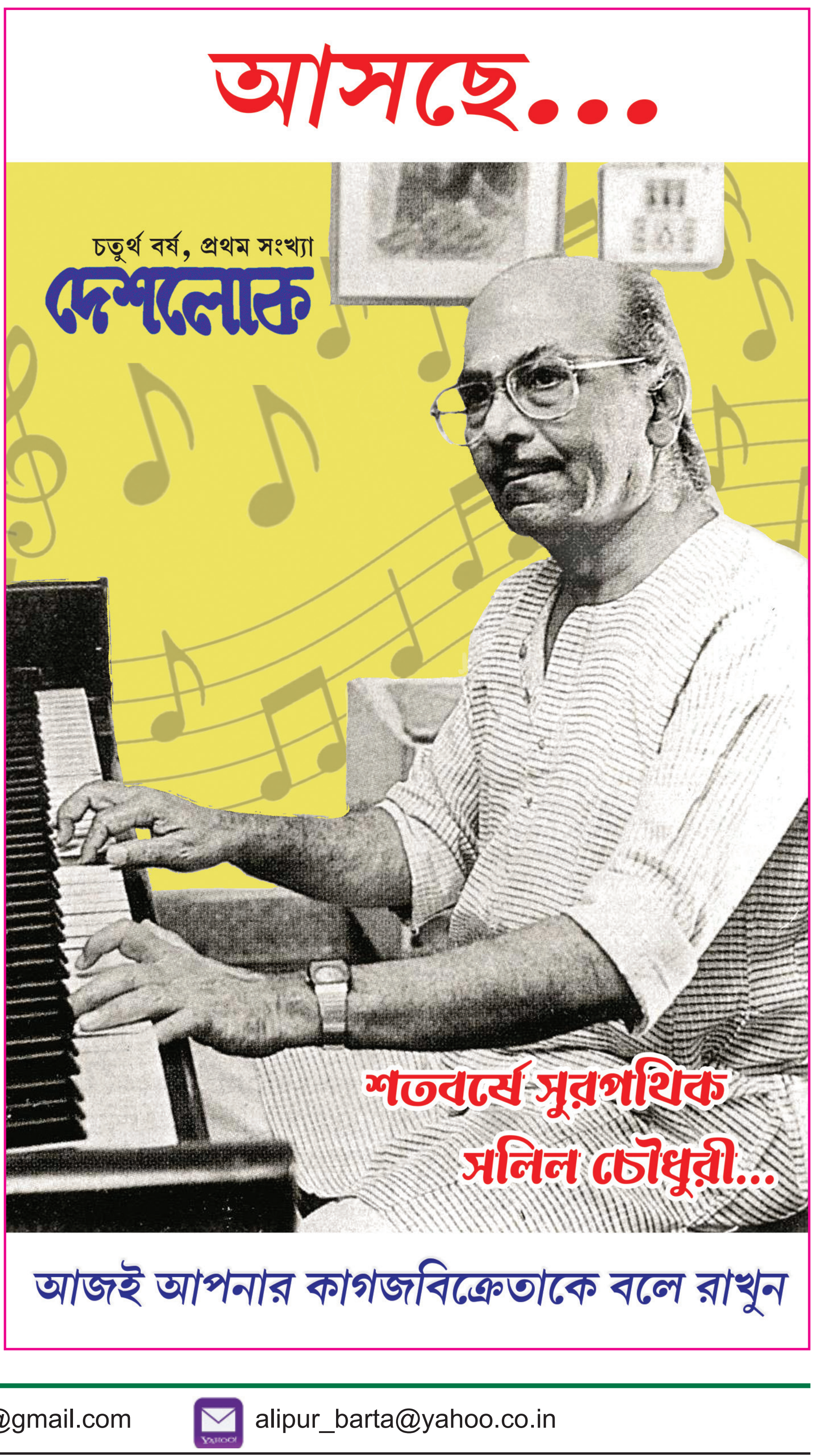

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com